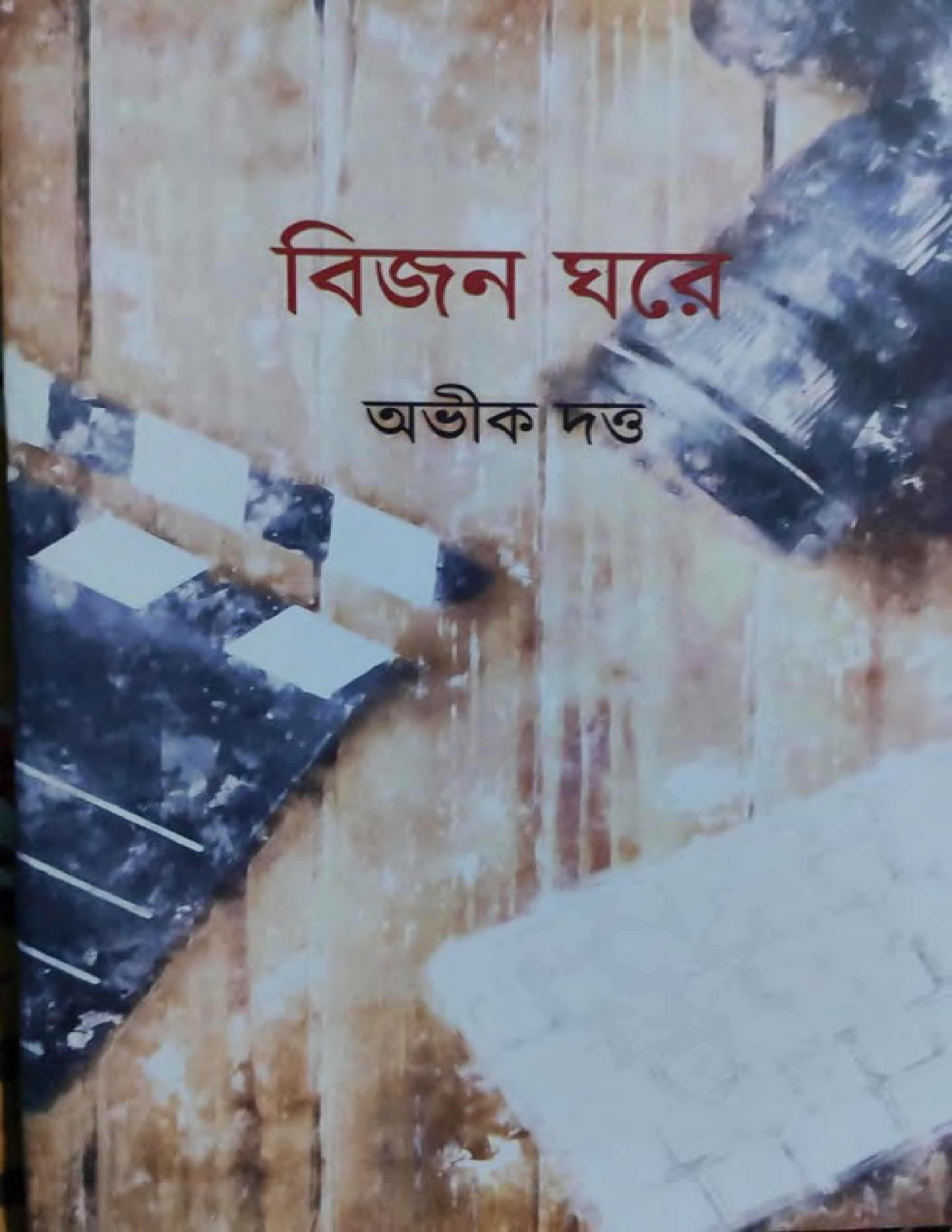
বিজন ঘরে

অভীক দত্ত



বিজন ঘরে

উপন্যাস

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ- রোহণ কুদ্দুস

https ://iwrite.app

মাকে...

বিজন ঘরে

সূচিপত্র

১৯।

২০।

২১।

২২।

২৩।

২৪।

২৫।

২৬।

২৭।

২৮।

২৯।

৩০।

৩১।

৩২।

৩৩।

৩৪।

৩৫।

৩৬।

৩৭।

৩৮।

৩৯।

৪০।

১।

অফিসে সেমিনার হচ্ছে। দীপের এই ধরণের সেমিনারে ভীষণ ঘুম পায়। অতি কষ্টে হাই চেপে বসে থাকতে হয়।
দিল্লি থেকে একজন বস মিস্টার মেহতা এসছেন। আগামী পাঁচ বছর কীভাবে তাদের কোম্পানি মাটি থেকে আকাশে পৌঁছে যাবে সে বিষয়ক গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিচ্ছেন।
দীপ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে বুঝল আর খানিকক্ষণ বসলে সে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়বে।
সে উঠে ওয়াশরুমের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।
অনেকক্ষণ মোবাইল চেক করা হয় নি, ওয়াশরুমে পৌঁছে সে মোবাইল বের করল। ফোন সাইলেন্টে ছিল। একটা আননোন নাম্বার থেকে দুবার মিসড কল এসছে। দীপ চাপ নিল না। নির্ঘাত কেউ গাড়ি বা ক্রেডিট কার্ড গছাতে ফোন করেছিল। সে হিসেব করে দেখেছে এই টাইপের লোকগুলো বেছে বেছে দুপুরের সময়েই ফোন করবে।
খানিকক্ষণ মোবাইলে সেনসেক্সের হালচাল দেখে টেখে আবার সেমিনার হলে ঢুকতে যাবে এই সময় চোখে পড়ল মোবাইলে রিং হচ্ছে। সেই একই আননোন নাম্বার। ধরবে না ধরবে না করেও সে ফোনটা রিসিভ করল "হ্যালো"।
"দীপ গাঙ্গুলি বলছেন?"
ওপাশের নারী কণ্ঠস্বর চিনতে পারল না দীপ। বলল "হ্যাঁ বলছি"।
"কেমন আছেন আপনি?" ওপাশের মেয়েটার গলায় কৌতুকের ছোঁয়া।
দীপ অবাক হল, তবে কি চেনা কেউ? সে বলল "কে বলছেন বলুন তো?"
"আপনি আমাকে চিনতে পারছেন নাকি বলুন তো?"
দীপ অনেক ভেবেও গলাটা চিনতে পারল না। ঈষৎ রেগে বলল "ফাজলামি না করে নামটা বলুন। আমি মাছ ধরতে আসি নি। ইম্পরট্যান্ট অফিস মীটিঙে আছি"।
"ওকে ওকে। তাহলে মিটিঙের পরেই ফোন করছি"।
"না না বলুন কে বলছেন"।
ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে গেল। দীপ অবাক হল। সে ওই নাম্বারে কলব্যাক করল।
ওপ্রান্ত থেকে কেউ ফোন রিসিভ করল না।
দীপ নাম্বারটা সেভ করে চেষ্টা করল নাম্বারটা হোয়াটস অ্যাপে আছে নাকি দেখতে।
কিছুই দেখতে পেল না। নাম্বারটায় আরও দু তিনবার ফোন করল। সুইচড অফ বলছে।
এক সিনিয়র সমীর রায় সেমিনার হল থেকে বেরচ্ছিলেন। তাকে দেখে বললেন "আরে গাঙ্গুলি বাইরে কী করছ?"
দীপ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল "টয়লেটে গেছিলাম স্যার। বেরিয়ে এসে দেখলাম বাড়ি থেকে ইম্পরট্যান্ট একটা কল এসছে"।
সমীর বললেন "ওকে, ওকে। এখন চলে যাও"।
দীপ বলল "শিওর স্যার"।
হলে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসে দীপ বুঝল সে এতটা সময় বাইরে ছিল কিন্তু বক্তৃতা ওই একই জায়গায় ঘুর ঘুর করছে। তার পাশে কলিগ রাম শুক্লা বসে ছিল। তার হাতে একটা চিমটি কাটল রাম। দীপ রামের দিকে

তাকালে রাম ঘুম পাওয়ার ইঙ্গিত করল।
দীপ আড়চোখে দেখে নিল কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে নাকি। দেখল সমীর তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। সে তাড়াতাড়ি ভাল মানুষের মত মুখ করে মিস্টার মেহতার দিকে তাকাল।
সেমিনার শেষ হল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। রাম অফিস থেকে বেরিয়ে তাকে বলল "পুরা মাথা চেটে রেখে দিল ইয়ার। চ একটু ফুঁকে নি"।
দীপ বলল "তুই ফোঁক। আমি বাড়ি যাই"।
রাম বলল "আবে বাড়ি গিয়ে কী করিস তুই? বিয়ে থাও তো করিস নি যে বউয়ের পিছন পিছন ছুটবি?"
দীপ বলল "ল্যাদ খাব ভাই। ল্যাদ খাব। ল্যাদ বুঝিস ব্যাটা অবাঙালি?"
রাম বলল "তোর থেকে আমি বেশি বাঙালি শালা। চ ভাই আজ ফ্রাই ডে আছে, একটু ওপিয়াম ঘুরে যাই"।
দীপ বলল "টাকা নেই। তুই একা একা খা গিয়ে"।
রাম বলল "আবে তুই স্যালারির সব কি এস আই পি ফান্ডে ভরে দিস নাকি? মাল টাল খাবার জন্য কিছু তো রাখতে পারিস?"
দীপ গম্ভীর গলায় বলল "কাল চাকরি চলে গেলে কী করবি?"
রাম বলল "তুই কি করবি? তুই তো এখনই কোটিপতি! কত টাকা সেভিংসে রেখেছিস কে জানে"।
দীপ রামের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞামিশ্রিত একটা হাসি হেসে বলল "সেভিংসে রেখেছি বলেই তোদের মান্থ এন্ডগুলো আমি বাঁচাই। সেটা ভুলে গেলে হবে মামা?"
রাম দীপের গলা জড়িয়ে ধরে বলল "চল না ভাই একটু ওপিয়ামে। বেশি না, দু পেগ করে বিপি মেরে বাড়ি যাব। মাইরি বলছি"।
দীপ ব্যাজার মুখে বলল "চল। এগুলো কিন্তু খুব বাজে খরচ ভাই"।
রাম বলল "তাহলে একটা নিব কিনে নি? তোর গাড়িতে বসে মেরে দেব?"
দীপ বলল "না, আমার মা কাল সকালে আমার সঙ্গে মাসীর বাড়ি যাবে। গাড়িতে গন্ধ পেলে আমার গুষ্টির মা মাটি মানুষ করে দেবে। চ। ওপিয়ামেই চ"।
দুজনে ওপিয়ামে গিয়ে বসল। উইকেন্ডের বার এক্কেবারে গিজগিজ করছে। অতি কষ্টে দুজনে বসার জায়গা পেল।
দীপের ফোনের কথা খেয়াল হল। ফোনটা পকেট থেকে বের করতেই দেখতে পেল ফোনটা বাজছে।
বারে মিউজিকের শব্দ খুব বেশি জোরে হচ্ছে না। দীপ ফোনটা ধরল। ওপ্রান্ত থেকে সেই অজানা নারী স্বর "এবার ফ্রি তো?"
দীপ বলল "হ্যাঁ। এবার কে বলছেন বলে আমায় কৃতার্থ করুন"।
"আপনার মেমোরি খুব খারাপ কিন্তু"।
দীপ অবাক হল "কেন বলুন তো?"
"তিনদিন আগের বিয়ে বাড়ির কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন?"
দীপ হাঁ করে কয়েক সেকেন্ড ভাবল। তারপর বলল "ওহ... বুঝেছি বুঝেছি... দেবুদার জুতো আটকে রেখেছিলেন... কী যেন নামটা?"
"ভুলে মেরে দিলেন এর মধ্যে?"
ওপ্রান্তে ছদ্ম হতাশা।
দীপ বলল "খুব কেমন কেমন নাম যেন একটা... কী যেন?"
"এমন কিছুই আন কমন নাম না, মনে করে দেখুন"।
বারটেন্ডার এসে দাঁড়িয়েছে। রাম তার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল "কে বে?"
দীপ ফোনের স্পিকারটা চেপে বলল "আর্জেন্ট ফোন, তুই বিপি বলে দে। এক প্লেট ফিশ ফিঙ্গার বলে দে"।

দীপ স্পিকারটা থেকে আঙুল সরিয়ে বলল "আপনার নাম তো আমি দেবসেনা রেখেছিলাম। ওই নামটাই ভাল"।
ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল "হ্যাঁ, ওটাই ভাল। তবে আপনি কিন্তু একেবারেই বাহুবলী নন। ভল্লাল দেবও নন। তবে টাকমাথা হলে কাটাপ্পার ধারে কাছে দেখতে হতে পারেন"।
দীপ বলল "আপনি কি আমার ঠ্যাং টানাটানির জন্য ফোন করেছেন?"
ওপাশ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এল "আমি তো ভাবলাম আপনি যেভাবে আয়োজন করে, ছল ছল চোখ করে আমার নাম্বার নিলেন, তাতে বিয়েবাড়ি থেকে গিয়েই আমাকে ফোন করবেন। বাস্তবে দেখা গেল আপনি সব ভুলেই মেরে দিয়েছেন। লজ্জার মাথা খেয়ে তাই আমিই ফোন করলাম। দুপুরেও আপনি আমাকে একটু ঝাঁঝি মেরে দিলেন, তারপরেও আমিই আপনাকে ফোন করলাম। এত কিছুর পরে অবশ্য আপনার আমাকে নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে মনেই হতে পারে তাতে অবশ্য আমার কোন যায় আসে না। আমি এরকমই"।
দীপ বলল "আচ্ছা, নামটা বলুন না। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে"।
"চিত্রলেখা। নামটা কঠিনই বটে। প্রাচীনও"।
বিপি চলে এসছিল। রাম সোডা মিশিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল "ফোনটা রাখো বাল"।
দীপ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রামকে ইশারা করে ফোনে বলল "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের যুগের নাম। ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে। তবে আপনি দেবসেনা হলেও মন্দ হত না। যেভাবে জুতো নিয়ে ফাইট দিলেন"।
"আপনি কি বাড়ি গেছেন?"
"না। জাস্ট অফিস থেকে বেরলাম। বাড়ি যেতে যেতে আটটা ন'টা হবে। কেন বলুন তো?"
"কাল কী করছেন?"
দীপ একটু সময় নিয়ে ভেবে বলল "কাল অনেক কাজ। মাকে নিয়ে মাসীর বাড়ি যাব, তারপর অফিসের কিছু কাজ আছে, সেগুলো নিয়ে বসব"।
"আপনি উইকেন্ডেও অফিসের কাজ করেন?"
"সব সময় করি না, কাজ থাকলে করতে হয়"।
"ওহ। তাহলে ঠিক আছে"।
"কেন, আপনি দেখা করতেন?"
"নাহ। আমি এমনি জিজ্ঞেস করলাম"।
"ও। দেখা করলে বলতে পারেন। লজ্জা পাবেন না"।
"লজ্জা পেলে তো ফোনই করতাম না। তাছাড়া আমি শনিবার কারও সঙ্গে দেখা করি না"।
"ওরে বাবা আপনি এসব বার টার মেনে চলেন?" গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল দীপ।
চিত্রলেখা বলল "আমি না মানলেও মানতে হয় মার জ্বালাতনে। নিরামিষ খাইয়ে রেখে দেবে গোটা দিনটায়"।
"মার জ্বালায়? নিজের ইচ্ছাতে না বলছেন?"
"একেবারেই না"।
"তাহলে তো কালই মিট করতে হচ্ছে আপনার সঙ্গে। এবং অবশ্যই ননভেজ রেস্তরাঁয়। করবেন?"
"ও বাবা। আপনি বিদ্রোহী প্রকৃতির পাব্লিক দেখে তো মনে হয় না"।
"কী মনে হয় তবে? পেটরোগা বাঙালি?"
"হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই"।
রাম রাগ রাগ চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। দীপ বুঝল এবার ফোনটা না রাখলে খিস্তি খাবার সমূহ চান্স আছে। সে বলল "তাহলে কী করবেন? কাল দেখা করবেন এবং আমিষ খাবেন? প্রথম দেখাটাই কমফোর্ট

জোনের বাইরে করে দেখুন না"।
চিত্রলেখা একটু ভেবে বলল "তাই হোক। কোথায় কখন মিট করবেন এস এম এস করে জানান। আমি হোয়াটস অ্যাপ ফেসবুক কোনটাই ইউজ করি না"।
দীপ চোখ কপালে তুলে বলল "ওরে বাবা, আপনিই তো সেই আদর্শ নারী যাকে কট্টরবাদী মেল শভিনিস্টরা পুজো করে"।
চিত্রলেখা বলল "সেসব না, অ্যাকচুয়ালি আমার লাস্ট ব্রেকআপের পরে আমি এসব থেকে বিদায় নিয়েছি"।
দীপ একটু নিভে গিয়ে বলল "ও। আপনার প্রেমও ছিল?"
চিত্রলেখা বলল "ছিল। কেন আপনার ছিল না?"
দীপ বলল "সব কথা আজকেই বলবেন?"
চিত্রলেখা বলল "ভ্যালিড পয়েন্ট। ওকে, আপনি আমাকে এস এম এস করুন। গুড নাইট"।
দীপ গুড নাইট বলে ফোন রাখল।
রাম বলল "কার শ্রাদ্ধ করছিলি ভাই?"
দীপ বলল "তোর গুষ্টির। শোন, আমি আজ মানিব্যাগ আনিনি। বিল তুই দিচ্ছিস"।
রাম কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বলল "জীবনে প্রথম একটা পাব্লিক দেখলাম যে মানিব্যাগ ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোয়। তোরই হবে ভাই"।
দীপ রামের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

২।

সন্ধ্যে ছ'টার সময় ডেস্ক থেকে যখন ব্যাগ নিয়ে বেরনোর জন্য মানালি উঠল, ঠিক তখনই ইন্টারকমের ফোনটা বেজে উঠল। মানালি বিড় বিড় করে বলল "আই নিউ ইট"।

ফোনটা ধরতে এডিটর বিশ্বরূপদার গলা ভেসে এল "আর্জেন্ট, শিগগিরি আয়"।

মানালি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাগটা ডেস্কে রেখে বিশ্বরূপদার চেম্বারে ঢুকল। বিশ্বরূপদা বসে বসে সামনে রাখা ডায়েরীতে কিছু একটা লিখছিল। তাকে দেখে বলল "একজন দায়িত্বশীল সাংবাদিক এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গেলে হবে?"

মানালি বুঝল তার বেরনোটা বিশ্বরূপদা দেখে নিয়েছে। বলল "আজ কাজ ছিল। যাক গে, বল তোমার কী দাবী"।

বিশ্বরূপদা পেনটা ডায়েরীর ওপর রেখে ডায়েরীটা বন্ধ করে বলল "তোর তো সামনে প্রচুর কাজ"।

মানালি চোখ ছোট ছোট করে বলল "সে তো বুঝতেই পারছি, ভাল সাইজের একটা বাঁশ তৈরি করেছ আমার জন্য। বলে ফেলো"।

বিশ্বরূপদা বলল "ছ'জন বুদ্ধিজীবীর প্রতিক্রিয়া নিতে হবে"।

মানালি চোখ বড় বড় করে বলল "ওকে। কী বিষয়ে?"

বিশ্বরূপদা বলল "নিশ্চিন্তিপুরের শিশুমৃত্যু"।

মানালি বলল "কবের মধ্যে লাগবে?"

বিশ্বরূপদা তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল "ক্যালেন্ডার নয়, ঘড়ি ব্যবহার করতে হবে। সাড়ে সাতটার মধ্যে আই নিড অল রি অ্যাকশানস"।

মানালি হাঁ করে বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে বলল "তোমার কি দয়া মায়া নাই গো?"

বিশ্বরূপদা বলল "আর্জেন্ট মা। দেরী করিস না। যত তাড়াতাড়ি দিবি, তত তাড়াতাড়ি ছুটি"।

মানালি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল "ঠিক আছে। তারপরে যেন আবার কোন কাজ গছিয়ে দিও না"।

বিশ্বরূপদা হেসে বলল "একদম না, ডিল ইজ ডিল"।

মানালি বলল "কোন প্রেফারেন্স আছে বুদ্ধিজীবীদের?"

বিশ্বরূপদা বলল "না। তবে অন্তত দুজন গ্রেড এ ক্যাটাগরির লাগবে"।

মানালি বলল "ওকে, ট্রায়িং"।

বিশ্বরূপদার ঘর থেকে বেরিয়ে ডেস্কে এসে বসল মানালি। পাশের ডেস্কে ঋভু আর বিতস্তা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে কপি লিখে যাচ্ছে। ওদের দিকে কিছুক্ষণ দেখে মানালি ডায়েরী খুলল।

বিশ্বরূপদা বুদ্ধিজীবিদের একটা গ্রেড বানিয়ে দিয়েছে। টিভি চ্যানেলে অ্যাপিয়ারেন্স ফি এবং তাদের প্রতিবাদের রেটের ওপর নির্ভর করে তিনটে গ্রেড বানানো।

চার্টটা দেখে প্রথমে কবি অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করল মানালি। অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেড এ বুদ্ধিজীবী কবি। ফেসবুক করেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে অরুণাচল সমস্ত ব্যাপারেই কবিতা লিখে থাকেন।

অনুপবাবু সাধারন মানুষের ফোন ধরেন না। আননোন নাম্বার থেকে ফোনও ধরেন না। তবে তাদের অফিসের ফোন নাম্বার অনুপবাবুর ফোনে সেভ করা আছে। তিনটে রিং হতেই পরিশীলিত কণ্ঠে ফোন ধরে বললেন

"বলুন"।
মানালি বলল "হ্যাঁ দাদা আমি মানালি বলছি সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে"।
"হ্যাঁ বল"।
"বলছি দাদা, একটা ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানার ছিল"।
অনুপ একটু কেশে বললেন "কী বিষয়ে?"
মানালি বলল "নিশ্চিন্তিপুরের শিশুমৃত্যু দাদা"।
অনুপ খুব জোরে কাশতে লাগলেন। বেশ কয়েক মিনিট পরে বললেন "আমার একটু কাশি হয়েছে বুঝলে, তাছাড়া নিশ্চিন্তিপুরে আমি কোনদিন যাই নি..."
মানালি হতাশ স্বরে বলল "কিছু একটা বলুন দাদা"।
অনুপ সতর্ক গলায় বললেন "না গো, যেখানে যাই নি, তা নিয়ে কিছু বলাটা ঠিক হবে না"।
মানালি একটু রেগে বলল "আপনি তো দণ্ডকারণ্যেও কোন দিন যান নি দাদা। ওটা নিয়ে একটা গোটা কবিতার বই আছে আপনার"।
অনুপ ফোনটা কেটে দিলেন।
মানালি ফোনটা রেখে একটা গালাগাল দিল।
সে লিস্টটায় চোখ রাখল আবার। বিদ্রোহী গায়ক টিংকু বড়াল আছেন লিস্টে।
মানালি ফোন করল, ফোনটা ধরলেন টিংকুবাবুর সেক্রেটারি। মানালি বলল "টিংকু বাবুকে ফোনটা দেওয়া যাবে?"
সেক্রেটারি জানালেন টিংকুবাবু বলেছেন অ্যাপিয়ারেন্স ফি না দিলে ইদানীং উনি সব ব্যাপারে বিদ্রোহ জানানো বন্ধ রেখেছেন।
মানালি শ্বাস ছেড়ে নিজের হাতের তাস খেলল। দুজন প্রবীণ অভিনেত্রী। ইদানীং তারা বসে আছেন। ফোন করলে ফোন ছাড়তে চান না। দুজনেই গ্রেড বি লিস্টে আছেন। কুড়ি মিনিট নিজেরা যখন মা ছিলেন তখন কিভাবে অভিনয় সামলে ছেলে মেয়েদের মানুষ করেছেন ইত্যাদি বকলেন।
একটু ভেবে মানালি একজন চিত্রকর এবং একজন ভাস্করকে ফোন করল। দুজন ভদ্রলোক ভালোভাবেই প্রতিক্রিয়া দিলেন।
মানালি দেখল ঘড়ির কাঁটা আটটা ছুঁই ছুঁই। ফোন ধরে সে বিড় বিড় করে বলল "স্টিল টু রিমেইনিং মিস মানালি রয়, আজ তো তু গয়া"।
বিশ্বরূপদা চেম্বার থেকে বেরিয়ে তার ডেস্কে এসে বললেন "কী রে, আর ক'টা?"
মানালি হতাশ গলায় বলল "গ্রেড এ দুটোই বাকি এখনও"।
বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল "গ্রেড এ-দের পাবি কী করে? সবাই এখন কমিটি হেড"।
মানালি বলল "তাহলে কী করব?"
বিশ্বরূপদা একটু ভেবে বলল "কল ধ্রুব বাগচী"।
মানালি চোখ মুখ শক্ত করে বলল "না। আটটা বাজে। লোকটা শিওর মাল খাওয়া শুরু করে দিয়েছে"।
বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল "ওই জন্যই তো তোকে ফোন করতে বলছি। সুস্থ অবস্থায় থাকলে প্রতিক্রিয়া দিত নাকি?"
মানালি বলল "উনি খুব উল্টোপালটা কথা বলেন"।
বিশ্বরূপদা বলল "তাতে কী? তোর গায়ে ফোস্কা পড়বে?"
মানালি বলল "হ্যাঁ পড়ে। তুমি কর"।
বিশ্বরূপদা বলল "সব সময় আমি থাকব না মা। আজ থেকে একমাস পরেই হয়ত পারব না। তখন কী করবি?"

মানালি অবাক গলায় বলল “এক মাস পরে কোথায় থাকবে তুমি?”
পাশের ডেস্ক থেকে বিতস্তা বলল “শুনিস নি? রিউমার তো হাওয়ায় ঘুরছে”।
মানালি হাঁ হয়ে বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে বলল “কী রিউমার?”
বিশ্বরূপদা বলল “দ্যাটস নট ইম্পরট্যান্ট মা। কল ধ্রুব। তারপর কাকে করবি বলে দিচ্ছি”।
বিতস্তা ফুট কাটল “হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্বরূপদা তো কাটাতেই চাইবে”।
বিশ্বরূপদা বিতস্তার দিকে কড়া চোখে তাকালেন। বিতস্তা কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল।
অগত্যা মানালি ধ্রুব বাগচীর নাম্বার ডায়াল করল, দুটো রিং হতেই ধরলেন ধ্রুব, “কে?”
“স্যার আমি সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে বলছি”।
“ওহ, দ্যাট শিট পেপার? ওটা তো আমি টয়লেট পেপার হিসেবে ইউজ করি। সুন্দর পেছন মোছা যায়”। জড়ানো গলায় কাটা কাটা কথাগুলো তীরের মত ভেসে এল।
মানালির মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে বিশ্বরূপদার দিকে তাকাল। বিশ্বরূপদা হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে।
মানালি অনেক কষ্টে মাথা ঠান্ডা করে বলল “স্যার আমি নিশ্চিন্তিপুরের শিশুমৃত্যু নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া পাবার জন্য ফোন করেছি”।
“আমি ক’টা কমিটির মাথায় এই মুহূর্তে আছি জানো মামণি?”
“না স্যার”।
“তবে? তুমি কি চাও আমার আমার মাসোহারাগুলো বন্ধ হয়ে যাক? হলে খুশি হবে?”
“না স্যার। জাস্ট কিছু একটা প্রতিক্রিয়া দিলেই হবে স্যার”।
“কিছু একটা?” ধ্রুব বাগচী চেঁচিয়ে উঠলেন ওদিক থেকে “শিশুমৃত্যু তোমাদের কাছে ইয়ার্কির জিনিস বলে মনে হয়? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া ওইটুকু বাচ্চাগুলো যারা জন্মানোর পর কেন মারা যাচ্ছে? তোমাদের লজ্জা লাগে না? একটা ফিল্মস্টারের বাচ্চা হবে বলে তোমরা ধেই ধেই করে চিয়ারলিডারদের মত নাঙ্গা নাচ নেচে বেড়াচ্ছ আর গরীব মানুষগুলোর সন্তান মারা যায় তোমাদের একটা বালও ছেঁড়া যায় না? তোমরা সকালে উঠে আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে চমকে ওঠো না?”
এতগুলো কথা হঠাৎ করে শুনে মানালি কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল “স্যার আপনি এই নিয়ে গভর্নমেন্টকে কিছু বলেছেন?”
“আমি?” ধ্রুব বাগচী হো হো করে হাসতে শুরু করলেন “আমি কেন বলতে যাব? আমার বুদ্ধি আছে বলেই তো আমি বুদ্ধিজীবী। ইউ নো হোয়াট, সব বুদ্ধিজীবীদেরই বুদ্ধি আছে। তারা সিলেক্টিভ বিষয় ছাড়া, নিজেদের সব দিক থেকে নিরাপদ না দেখে মুখ খুলবে না। আমিও খুলব না”।
“স্যার আপনি তো অনেকটাই বললেন”।
“আমি কিছু বলি নি। একটা মাতাল যেরকম বলে আমি সেরকম বলেছি। রাখো এবার। এরপরে আবার কবে কোন শিল্পপতি বা চিটফান্ডপতি যখন ঠিক করে দেবে কোন প্রতিবাদ তারা ফান্ডিং করবেন, তখন আমি পথে নামব। মনে রাখবে আমি চাকরি করি না, আমার ফিক্সড ইনকাম নেই। নাও গো টু হেল”।
ফোনটা কেটে গেল।
মানালি বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল “বাবা! পুরো আগুন”।
বিশ্বরূপদা বলল “যাহ্, তোর ছুটি। আরেকজন আমি করে নেব”।
মানালি চোখ বড় বড় করে বলল “হঠাৎ এত উদারতা”?
বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল “আমি তো ধ্রুব বাগচীর রি অ্যাকশানটাই চাইছিলাম। আমি ফোন করলে আরও খিস্তি খেতাম। আগের উইকেই ওঁর একটা সিনেমাকে আমরা ওয়ান স্টার দিয়েছিলাম ভুলে গেলি?”

মানালি বিশ্বরূপদার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল “খুন করে ফেলব তোমায় বিশ্বাস কর”।
বিতস্তা পাশ থেকে বলল “আমিও”।

৩।

দীপের ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে সাতটায়।
উঠেই শুনতে পারল বাইরের ঘরে বাবা কাগজের লোকটাকে তুমুল ঝাড়ছে। ঘরে বসেই শোনা যাচ্ছে বাবা বলছে "কাগজগুলো একটু সকালে দেওয়া যায় না? এতক্ষণ ধরে কী করা হয় শুনি? আমাদের আশে পাশে ডাইনে বায়ে সব বাড়ি কাগজ পেয়ে যায় সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে, আর তুমি এতক্ষণ ধরে কোথায় গাব জাল দাও হে? আমি তো ওদের থেকেই কাগজ নিতে পারি, তোমার থেকে কেন নেব শুনি?"
লোকটা মিন মিন করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু বাবা শুনল না।
বেশ রাগী গলায় চ্যাঁচামেচি চলতে লাগল।
দীপ উঠে ড্রয়িং রুমে এল।
মা তৈরী হয়ে গেছিল। তাকে দেখে ব্যস্ত গলায় বলল "তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে, আমরা এখনই বেরোব"।
দীপ হাই তুলতে তুলতে বলল "আমাকে ডাকো নি কেন?"
মা বলল "তোর আর কতক্ষণ লাগে? যা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে। ভাল পাঞ্জাবীটা পরবি"।
দীপ অবাক গলায় বলল "ভাল পাঞ্জাবী পরার কী আছে? একটা পরলেই হল"।
মা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "না, না, ওখানে তোর মেসোর গুরুভাইরা অনেকে আসবে। ছেঁড়া জামাটামা পরবি না একদম। আগে থেকে বলে রাখলাম"।
দীপ বিরক্ত মুখে কমোডে গিয়ে বসল। বাইরে বাবার চ্যাঁচ্যামেচি এবার কমেছে। মা বাবাকে ঝাড়তে শুরু করেছে জায়গার জিনিস কেন জায়গায় নেই তা নিয়ে।
মিনিট পনেরো পর সে মাকে নিয়ে বেরোল। মা গাড়িতে উঠে বলল "মিনুর ওখানে একটু থাকবি। আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে আসবি না"।
দীপ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল "কেন কী ব্যাপার আবার?"
মা বলল "আমার একটা মান সম্মান নেই নাকি? নামিয়ে দিয়ে চলে আসবি সবাই কী ভাববে?"
শনিবার হলেও সকালে কলকাতার রাস্তায় যথেষ্ট জ্যাম আছে। দীপ সাবধানে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল "কী আর ভাববে, সবাই কী আর পর নাকি? নিজের মাসী নিজের মেসো, চিন্তার কী আছে?"
মা বলল "সেসব বুঝতে গেলে তোকে বড় হতে হবে। এখনও তো ছোটই থেকে গেলি"।
দীপ কিছু না বলে এফ এমটা চালিয়ে দিল। কথায় কথা বাড়বে। ঠিক করল খানিকক্ষণ বসে কেটে পড়বে। মেসো এখন এক নতুন গুরুর দীক্ষা নিয়েছে। মেসোর কাছে বসলেই বিভিন্ন নীতিকথা শুনতে হয়। সে সময় দীপের কান মাথায় আগুন জ্বলতে শুরু করে। ওখান থেকে পালানোও যায় না, আবার বকবকগুলো শুনেও যেতে হয়।
ন'টা পনেরো নাগাদ মাসীর বাড়ি পৌঁছল তারা।
মা বলল "আমি কিন্তু আবার বলছি, আগে আগে কোথাও যাবি না"।
দীপ বলল "ঠিক আছে"।
মেসো দরজা খুলল। তাকে দেখে খুশি হয়ে বলল "আরে, দীপ যে, আয় আয়, ভাল সময়েই এসছিস। মানালিও এখনই এল জাস্ট"।
দীপ অবাক হয়ে মার দিকে তাকাল। মা বলল "ভিতরে চ"।

দীপ বলল “এই সকালে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এলে নাকি?”
মা বলল “বললাম তো ভিতরে চ, বলছি”।
দীপের রাগ হচ্ছিল। এরকম জানলে সে কিছুতেই আসত না। ইদানীং তাদের বাড়ি থেকে তার বিয়ে নিয়ে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু এই প্ল্যানে যে মাসীকেও মা ইনক্লুড করে নিয়েছে সেটা খেয়াল ছিল না। মাসীদের ড্রয়িংরুমে এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। দীপ চিনল না।
মেসো পরিচয় করিয়ে দিল “মিসেস রায়”।
মিসেস রায় উঠে হাত জোড় করলেন। মা বসতে বসতে বলল “আমাদের ফোনে কথা হয়েছে”। মিসেস রায় হেসে বললেন “হ্যাঁ”। মা তার সঙ্গে মিসেস রায়ের পরিচয় করিয়ে দিল। দীপ দাঁত বের করে বন্ধ করল।
মা মেসোর দিকে তাকাল “মিনু কোথায়?”
মেসো বলল “মানালিকে নিয়ে ছাদে বাগান দেখাতে গেছে। দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি”।
মেসো বেরিয়ে যেতে মিসেস রায় বললেন “মানালি জানতে পারলে একটু রাগারাগি করতে পারে”।
মা বলল “করলে করুক। সব বাড়িতে বাড়িতে এখন এই সমস্যা বুঝলেন? বিয়ের কথা বললেই ঠিক কিছু না কিছু ছুতো করে ঠিক পালিয়ে যাবে”।
মিসেস রায় অবাক হয়ে দীপের দিকে তাকিয়ে বললেন “ও জানে তো?”
মা হাসতে হাসতে বলল “না”।
দীপের রাগ হচ্ছিল। সে কিছু বলল না।
মিসেস রায় বললেন “ওর বাবা নাগপুরে গেছে অফিসের কাজে। আপনাদের প্ল্যানটা শুনে বেশ এক্সাইটেড। এমনিতে তো মেয়েকে নিয়ে খুব চিন্তা করতে হয় আজকাল। খবরের কাগজের কাজ, বুঝতেই পারেন”।
মা বলল “আমার ছেলের কি কম? সেই যে সকালে বেরোয়, অফিস থেকে কখন ফিরবে তার কোন ঠিক নেই”।
মিসেস রায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মাসী মানালিকে নিয়ে ঢুকল। তাকে দেখে বলল “এই তো, দীপু এসে গেছে। মানালি, এই দেখ দীপু”।
মানালি কিছু না বুঝে তার দিকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকাল।
দীপ কী বলবে বুঝতে না পেরে ক্যাবলার মত হাসল।
মানালি তার মার দিকে তাকিয়ে বলল “তুমি কি এখানে আমাকে সম্বন্ধ দেখাতে নিয়ে এসছ?”
মিসেস রায় হেসে বললেন “না, না, ওসব কিছু না। বস না”।
মানালি গম্ভীর হয়ে বসে বলল “দেখুন, প্রথমেই বলে দি আমার কিন্তু বয়ফ্রেন্ড আছে”।
দীপের হাসি পেল। সে বলল “হ্যাঁ, আমারও গার্ল ফ্রেন্ড আছে”।
মা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল “তোর গার্ল ফ্রেন্ড আছে? এই যে তোকে রোজ রোজ এত করে জিজ্ঞেস করি, কোনদিনও তো বললি না?”
দীপ বলল “এতদিন ছিল না। এখন আছে”।
মা মুখ কালো করে বসে থাকল। মিসেস রায় রেগে মেগে বললেন “মানালির বয়ফ্রেন্ড নেই। থাকতেই পারে না। বয়ফ্রেন্ড থাকলে আমি ঠিক জানতে পারতাম”।
মানালি বলল “কী আশ্চর্য, বাড়িতে জানিয়ে কেউ প্রেম করে নাকি?”
মেসো এসে গেছিল। একটা বই নিয়ে এসে গম্ভীর মুখে পড়তে লাগল “শোন তোমরা, আমার গুরুদেব শ্রী শ্রী একশো আট চাঁদবদন মহারাজ বলেছেন, এখন ঘোর কলি উপস্থিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখন বাবা মাকে লুকিয়ে প্রেম করা শিখেছে। ইহা পাপের পথ। পুণ্যের পথ হল প্রেম না করা। বাবা মার দেখানো পথে বিবাহ করা”।
এতটা পড়ে মেসো গোঁফে তা দিয়ে বলল “কী বুঝলে?”

মানালি হেসে ফেলল। দীপও।
মা রাগী গলায় বলল “গোটা প্ল্যানটাই মাঠে মারা গেল”।
মিসেস রায় হতাশ গলায় বললেন “সত্যিই ঘোর কলি”।
মাসী ব্যাজার গলায় বলল “আমি কড়াইশুঁটির কচুরি বানিয়েছিলাম। দীপুর মত ক্যাবলারও যে গার্লফ্রেন্ড থাকবে তা কী করে জানব?”
মা বলল “আমি আর এসবে নেই। যা করবে নিজে নিজে করুক”।
দীপ বলল “মাসী কচুরিটা দাও। খেয়ে আমি যাই। মা থাকুক”।
মা গম্ভীর হয়ে বসে রইল। মেসো ধর্মের বাণী পড়ে যেতে লাগল। দীপ মোবাইল ঘাটতে লাগল।
কিছুক্ষণ পরে ব্রেক ফাস্ট হয়ে গেলে দীপ বলল “আমি যাই”।
মানালি সবাইকে চমকে দিয়ে তাকে বলল “আপনি কি রুবি হয়ে যাবেন?”
দীপ বলল “হ্যাঁ”।
মানালি বলল “আমাকে একটু ড্রপ করে দেবেন?”
দীপ বলল “শিওর। চলুন”।
সবার হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে গেল।
গাড়ি স্টার্ট হলে মানালি বলল “আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল আজ কিছু একটা এরকম ঝামেলা হবে। নইলে মিনু আন্টি এরকম সকাল সকাল ডাকে না কোনদিন”।
দীপ বলল “আমি বুঝিনি। ভেবেছিলাম মা দীক্ষা টিক্ষা নেবে। ইদানীং ধর্মে মতি হয়েছে”।
মানালি বলল “উফ। আমার মাও। এই সব জায়গা থেকেই এঁদের মাথায় এসব বুদ্ধি আসে বোঝা যায়”।
বাইপাসে হালকা জ্যাম আছে। দীপ বলল “আপনি রিপোর্টার?”
মানালি হাসল “হ্যাঁ, এই তো সবে ছ মাস হল জয়েন করেছি”।
দীপ বলল “কোন মিডিয়া?”
মানালি বলল “সময়ের কণ্ঠস্বর”।
দীপ বলল “আপনার বয়ফ্রেন্ডও সাংবাদিক?”
মানালি হাসতে হাসতে বলল “আমার বয়ফ্রেন্ড নেই”।
দীপও হেসে ফেলল “আপনার মা তাহলে ঠিকই ধরেছিলেন। উনি যদি প্রমাণ চান তাহলে কী করবেন?”
মানালি বলল “চাইবে না। চাইলে দেখা যাবে”।
দীপ বলল “সকাল থেকে এত ভয়ঙ্করভাবে দিনটা শুরু হল। বাকি দিনটা কেমন যাবে কে জানে”।
মানালি বলল “সিরিয়াসলি। এমনিতেই অফিস যাওয়া আর ল্যান্ডমাইনের ওপর হাঁটা এখন এক হয়ে গেছে। তার ওপর এসব। কোন শ্বশুরবাড়ি মানবে বলুন তো বউমা রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরবে? সবাই বলবে চাকরি ছাড়তে। আর আমি একেবারেই তার জন্য প্রস্তুত নই”।
দীপ বলল “চাকরি ছাড়তে যাবেন কেন? যারা ছাড়তে বলবেন, তাদের ছেড়ে দেবেন বরং”।
মানালি বলল “একজ্যাক্টলি। আমারও তাই মত। বাই দ্য ওয়ে, আপনার গার্লফ্রেন্ড কী করেন সেটা জানা হল না। নাকি তিনিও আমার জনের মতই অস্তিত্বহীন?”
দীপ বলল “না না অস্তিত্ব আছে। ইনফ্যাক্ট আজকে আমরা প্রথম মিট করব। তবে কী করে টরে অত কিছুই জানি না। সেসব জানতেই মিট করব আজকে”।
মানালি বলল “বাহ। অভিনব ব্যাপার তো! তার মানে আপনি এখন ভিত গড়ছেন”।
দীপ হেসে বলল “একেবারেই”।
মানালি বলল “বেস্ট অফ লাক”।
দীপ বলল “থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ”।

রুবি এসে গেছিল। দীপ বলল “এখানে নামাব?”
মানালি বলল “হ্যাঁ। বা দিকের বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দিন। আপনাকে অনেকগুলো থ্যাঙ্কস”।
দীপ হাসল। মানালিকে নামিয়ে দীপ খানিকটা এগিয়ে গাড়িটা রাস্তার বা দিকে দাঁড় করাল।
চিত্রলেখাকে ফোন করতে হবে।

৪।

ধ্রুব বাগচী বিরক্ত মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। মানালির অস্বস্তি হচ্ছিল। দুপুর আড়াইটা বাজে। লোকটা কি এখনও ঘুমাচ্ছিল? চোখ মুখ দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে অনেকটা। একটা মাঝারি মাপের টু বি এইচকে ফ্ল্যাট। চারদিকে অগোছালো। দেওয়ালে বড় বড় কয়েকটা সিনেমার পোস্টার। জলসাঘরের ছবি বিশ্বাসের একটা বড় পোট্রেট। অভিমানের অমিতাভ জয়ার পোস্টার। ধ্রুব বাগচীর সিনেমার কয়েকটা পোস্টার।
মানালি অফিস থেকে ফোন করেই এসেছিল। তবু কলিং বেল বাজানোর পরে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হল। ধ্রুব দরজা খুলে ঘুম জড়ানো চোখে প্রথমেই বলেছেন "কাজ টাজ নেই এখন, মা পরে এসো"। মানালি পরিচয় দিতে দরজা খুলেছেন। ফটোগ্রাফার ঋপণ এসছে তার সঙ্গে।
বসার ঘরে বসিয়ে দশ মিনিট পরে একটা পাঞ্জাবী পরে সোফায় ঘুম ঘুম চোখে বসেছেন। মনে হচ্ছে যে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়বেন। মধ্য চল্লিশ বয়স ভদ্রলোকের। শ্যামবর্ণ। ক্লিন শেভড। মাথায় কাঁচা পাকা চুল।
মানালি একটু গলা খাকড়িয়ে বলল "স্যার, আধঘন্টায় হয়ে যাবে"।
ধ্রুব বললেন "কী হবে আধঘণ্টায়? এ কি ইন্টারকোর্স পেয়েছেন নাকি? সেটার জন্য অবশ্য আধঘন্টা আবার বেশি টাইম।"
মানালির কান মাথা লাল হয়ে গেল। ঋপণের দিকে তাকাল সে। ঋপণ অনেক কষ্টে হাসি চাপছে।
সে বলল "শুরু করি স্যার"?
ধ্রুব অন্যমনস্কভাবে বললেন "করুন"।
মানালি মোবাইল রেকর্ডার অন করল "স্যার 'ডার্ক লাভ' সিনেমাটা তো একেবারেই ফ্লপ করে গেল। এখন কি নতুন কোন প্রোজেক্টে কাজ করছেন?"
ধ্রুব বললেন "ফ্লপ করল? কে বলেছে আপনাকে?"
মানালি আমতা আমতা করে বলল "মানে স্যার বক্স অফিস তো তাই বলছে। ইনফ্যাক্ট আমিও নন্দনে একদিন দেখতে গেছিলাম। সেরকম লোক ছিল না"।
ধ্রুব জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "আমার কাছে ফ্লপ না। আমার কাছে ডার্ক লাভ ইজ আ বিগ হিট"।
ধ্রুব একটা সিগারেট ধরালেন।
মানালি বলল "বক্স অফিসকে আপনি অস্বীকার করছেন তার মানে? কিংবা প্রোডিউসার যে আপনার প্রোজেক্টে ইনভেস্ট করছেন, তিনি রিটার্ন পাবেন না, এই সব ব্যাপার আপনাকে বদার করে না বলতে চাইছেন?"
ধ্রুব জোরে জোরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন "কতগুলো পাবলিক সিনেমা বুঝবে না, তার দায় আমি নিই না"।
মানালি বলল "কিন্তু স্যার আপনার ফার্স্ট মুভি রেনেসাঁ তো দারুণ হিট ছিল। সেকেন্ডটাও..."
ধ্রুব হাত নাড়তে নাড়তে বললেন "ওসব ফ্লুক। ফ্লুক এক্কেবারে। তখন তো সবে সিনেমা বানানো শিখছিলাম। এখন যতবার দেখতে বসি রোজ নতুন নতুন ভুল পাই। তার তুলনায় ডার্ক লাভ অনেক পরিণত। আপনি তো দেখেছেন, আপনিই বলুন কেমন হয়েছে?"
মানালি ইতস্তত করে বলল "ভালই লেগেছে স্যার"।
ধ্রুব অবাক গলায় বললেন "ভালই লেগেছে? মানে নিতান্ত অনিচ্ছায় বলছেন আর কী! তা বলুন শুনি কোন

জায়গাটা ভালই লেগেছে”।
মানালি প্রমাদ গুণল, সিনেমাটা এত বোরিং ছিল যে সে ইন্টারভ্যালের আগেই বেরিয়ে গেছিল। সে ঠিক করল সত্যিটাই বলবে। মরিয়া হয়ে বলল “স্যার, সত্যি কথা বলতে কী আমি কিছু বুঝিই নি সিনেমাটা”।
ধ্রুব খুশি হয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন “গুড। আপনার ভাল লাগলে নিজের সিনেমা বানানোর প্রতিভাটাকেই সন্দেহ করতে শুরু করতাম আমি”।
মানালি বলল “মানে?”
ধ্রুব বললেন “মানে বুঝে কাজ নেই। নেক্সট কোয়েশ্চেন”।
মানালির অপমানিত লাগছিল। সে নোটপ্যাড দেখে পরের প্রশ্নটা করল “অ্যাক্ট্রেসরা বলেন আপনি দুর্মুখ”।
ধ্রুব বললেন “শুই না বলে। দামী দামী নেকলেস কিনে দিই না বলে”।
মানালি চোখ বড় বড় করে বলল “এটা অন রেকর্ড বললেন?”
ধ্রুব বললেন “অফকোর্স, নেক্সট”। ধ্রুব ধোঁয়ার রিং করতে শুরু করল।
ঋপণ বলল “স্যার কয়েকটা ফটো তুলব আপনার?”
ধ্রুব বললেন “তোল। তোমাদেরও তো চাকরি করতে হবে”।
মানালি বলল “আপনি কাজ না পেলে যদি প্রোডিউসার বলেন রিমেক বানাতে, আপনি বানাবেন?”
ধ্রুব বললেন “তার থেকে ব্যান্ডেল লোকালে কন্ডোম বেচব”।
ঋপণ ভয়ে ভয়ে বলল “স্যার লোকাল ট্রেনে কেউ কন্ডোম বেচে না”।
ধ্রুব বললেন “সেই জন্যই তো দেশটায় এইচ আই ভি বেড়ে যাচ্ছে। বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেকে সেক্স এডুকেশন দেবে না, ছেলে পর্ণ দেখে মাস্টারবেট করবে, তারপরে খারাপ পাড়ায় গিয়ে জীবনটা বরবাদ করবে। এদেশের ওপর আমি আর কোন আশা করি না”।
মানালি বলল “স্যার আপনার বয়ঃসন্ধি কীভাবে কেটেছে?”
ধ্রুব বললেন “নর্থ বেঙ্গলে। বাবা মারা গেছিলেন ছোট বেলাতেই। ওই সময়টা আর পাঁচটা বাঙালি ছেলেদের মত কেটেছে। তবে কপাল ভাল সেই সময় মোবাইল ছিল না”।
মানালি বলল “আপনি কি মোবাইলের বিরোধী?”
ধ্রুব বললেন “মোবাইলের ওপর রাগার সঙ্গত কারণ আছে। টরেন্টের ওপরেও। একটা ইউনিটের এত এত পরিশ্রম, এত ইনভেস্টমেন্ট একটা ইল্লিগাল টরেন্ট মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। পাঁচ ইঞ্চি স্ক্রিনে সিনেমা ঢুকে যাচ্ছে। সেই নাইন্টিজেও ক্যাসেটের রমরমা ছিল। তারপরে ঢুকে গেল এম পি থ্রি। লোকের অ্যালবাম বেরোচ্ছে, মুহূর্তের মধ্যে তা সিডিতে পাইরেসী হয়ে যাচ্ছে। আগে একটা লোকের দুটো গান থাকত একটা অ্যালবামে। তার পরিবর্তে একটা সিডিতে ছ'শোটা গান ধরে গেল। এবং সবটাই পাইরেটেড। বাজারটা, এত লোকের এত এফোর্ট, এত প্রতিভা চোখের সামনে ওই একটা চাকতি নষ্ট করে ফেলল। টেকনোলজি ইজ আ বিচ”।
মানালি বলল “স্যার টেকনোলজি ছিল বলেই তো আপনারা এত ভাল ভাল ক্যামেরা পাচ্ছেন”।
ধ্রুব বললেন “তখন সিনেমা ভাল হত, না এখন? আপনার কী মনে হয়?”
মানালি উত্তর দিতে পারল না।
ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে মানালি বলল “স্যার, আপনাকে কাল আমি ফোন করেছিলাম। নিশ্চিন্তিপুরের শিশুমৃত্যু...”
ধ্রুব বললেন “পড়েছি রিপোর্টটা”।
মানালি বলল “স্যার আপনার ব্যাপারটা সেলফ কনফ্লিকটিং লাগে না? একদিকে আপনিই সরকারী কমিটিতে আছেন, অন্যদিকে আপনিই এত কিছু বলে দিচ্ছেন”।
ধ্রুবর সিগারেট শেষ হয়ে গেছিল। তিনি আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে মানালির দিকে তাকিয়ে বললেন “নো

কমেন্টস"।
মানালি হাসল "রাত আটটার পরে ফোন করলে এই ব্যাপারে কমেন্ট পাওয়া যাবে?"
ধ্রুব কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বললেন "নো কমেন্টস"।
মানালি বলল "আপনার হাতে এই মুহূর্তে কোন কাজ নেই। একজন পরিচালক হিসেবে আপনার ব্যর্থতার দিন শুরু হয়েছে। মানুষ আপনার নামে ফেসবুকে ট্রল বানাচ্ছে, আপনাকে নিয়ে যা নয় তাই লিখছে, আপনাকে ট্যুইট করে এত কিছু বলছে, আপনার কি শেষের দিন এসে গেল মিস্টার বাগচী?"
ধ্রুব নতুন ধরানো সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। বললেন "এই ফ্ল্যাটটা নিজের টাকায় কেনা। নীচে গ্যারেজে রাখা গাড়িটাও। কোন বিখ্যাত বাপের ছেলে নই। বিখ্যাত বাপের রয়্যালটি পেয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হয় না..."
মানালি বাধা দিয়ে বলল "সে তো স্যার ম্যাক্সিমাম পরিচালকই তাই, আপনি একজনকে উদ্দেশ্য করেই বলে যাচ্ছেন কেন?"
ধ্রুব বললেন "বলছি কারণ আমার মা, বাবা, মাসী পিসি কোন দিন কেউ ছিল না। নিজের জোরে আমি এই জায়গায় এসছি। ভিটেমাটি ছেড়ে ওদেশ থেকে ঠাকুরদা এসছিল। বাবা লড়েছে, আমিও লড়ব। আমাকে হারানো এত সহজ না"।
মানালি বলল "এখন আপনি কী করছেন?"
ধ্রুব বললেন "লিখছি। লিখছি, কাটছি, আবার লিখছি"।
মানালি বলল "আপনার গল্প যদি প্রোডিউসার পছন্দ না করেন? যদি তারা মনে করেন আপনাকে নিয়ে ভবিষ্যতে আর কিছু হবে না। সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন?"
ধ্রুব উত্তর দিলেন না। সামনে রাখা টেবিলে রিমোটটা নিয়ে টিভিটা চালিয়ে একটা সিরিয়ালের চ্যানেল চালিয়ে বললেন "আপনি সিরিয়াল দেখেন?"
মানালি বলল "না। আমার মা দেখে"।
ধ্রুব ঋপণের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি দেখেন?"
ঋপণ মাথা নাড়ল "না স্যার, বাড়িতে বাবা মা দুজনেই দেখে"।
ধ্রুব হাসলেন "প্রতি পরিবার পিছু কেউ না কেউ সিরিয়াল দেখে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাব"!
মানালি বলল "সেটা সম্ভব হবে? বড় পর্দার সফল পরিচালক শেষ মেষ সিরিয়াল বানাবেন?"
ধ্রুব বললেন "সাবিত্রীদি, মাধবীদিরা অভিনয় করলে আপনারা সেটা নিয়ে নাক সিটকেছেন? আমার ঘরে হাড়ি না চড়লে আমি কী করব সেটা তো আমাকেই ঠিক করতে হবে তাই না?"
মানালি বলল "আপনার সিনেমা চলে না, আপনাকে সরকারি পদে রাখা হয়েছে বলে একটা গ্রেড এ ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে ট্রিটমেন্ট পান, আপনার নিজেকে ওভাররেটেড বলে মনে হয় না?"
ধ্রুব বললেন "আপনার স্যালারি কত?"
মানালি বলল "সেটা স্যার কী করে বলি?"
ধ্রুব ঋপণের দিকে তাকিয়ে বলল "আপনি ফ্রি ল্যান্সার? না মাইনে করা?"
ঋপণ বলল "স্যালারি পাই"।
ধ্রুব টেবিলে পা তুলে বললেন "আপনারা মাইনে পান। আপনাদের কোম্পানি আপনাদের মাইনে দেয়। আপনাদের সময়ের দাম আছে। দুটোকে নিশ্চয়ই আমার কাছে ইয়ার্কি মারতে পাঠানো হয় নি। তাহলে আমি ওভাররেটেড কী করে হই?"
মানালি মরিয়া হল "সেটা তো আপনি গরম গরম স্কুপ দেন সেগুলোর জন্য"।
ধ্রুব হাসতে হাসতে বললেন "সেটাও তো কোয়ালিটি। সেটার ভ্যালু নিশ্চয়ই আছে বলেই আপনাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। রাস্তার নসু ঘোষ কী বলল আর ধ্রুব বাগচী কী বলল, দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই

ডিফারেন্স আছে"।
মানালি রেকর্ডার অফ করে বলল "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার"।
ধ্রুব বাগচী বললেন "শিক্ষানবীশ। তবে লেগে থাকুন। আপনার উন্নতি ঠেকায় কে?"
মানালি বলল "কেন? আমার মধ্যে কী এমন দেখলেন?"
ধ্রুব বাগচী টিভিতে সিরিয়াল দেখতে দেখতে বললেন "আপনি মেয়ে। সুন্দরী। একটা কারণই উন্নতি ঘটানোর জন্য যথেষ্ট"।
মানালির রাগ হচ্ছিল। সে সোফা থেকে উঠে বলল "বাই স্যার"।
ধ্রুব বাগচী বললেন "অফিসে বলে দেবেন আমার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিতে। আমার সময়ের দাম আছে"।
মানালি বলল "ওকে স্যার", ঋপণকে বলল "চল"।
ধ্রুব বাগচী সিগারেট ধরিয়ে রিমোটটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে বললেন "মধ্যমেধাই সর্বনাশ করল দেশটার"।
মানালি বলল "আমায় কিছু বললেন স্যার"?
ধ্রুব বাগচী বললেন "না না। যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে যাবেন"।
#
ধ্রুব বাগচীর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে মানালি ঋপণকে বলল "আমাকে যদি আবার এই জঘন্য লোকটার ইন্টারভিউ নিতে পাঠানো হয়, তবে আমি বিশ্বরূপদাকে জাস্ট খুন করে ফেলব"।
ঋপণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল "তুই এত রি অ্যাক্ট করে ফেলিস কেন? লোকটাকে খেলিয়ে আরও অনেক কিছু বের করতে পারা যেত। বিশ্বরূপদা ইচ্ছা করেই তোকে পাঠিয়েছে। আমার মনে হয় তোর ধৈর্য টেস্ট করছে"।
মানালি গজগজ করতে করতে যাচ্ছিল। মোবাইলটা রিং হচ্ছিল তার। জিন্সের পকেট থেকে বের করে দেখল মা ফোন করছে। সে ফোনটা ঋপণকে দিয়ে বলল "মাকে বলে দে তো আমি হারিয়ে গেছি। টিভিতে অ্যাড দিয়ে দিক! সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দেবে। যত্তসব"!

৫।

দীপ পৌঁছে দেখল চিত্রলেখা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু অপ্রস্তুত হেসে বলল "এক্সট্রিমলি সরি। লেট করে ফেললাম"।
চিত্রলেখা বলল "ঠিক আছে। আমিও মিনিট তিনেক আগেই এলাম"।
দীপ বলল "চলুন"।
চিত্রলেখা বলল "আপনি কি খুব ব্যস্ত ছিলেন আজকে? ঘেমে আছেন দেখছি"।
দীপ বলল "জ্যাম ছিল খানিকটা চিংড়িহাটার দিকে। আপনার বাড়ি এখান থেকে কতদূর?"
চিত্রলেখা বলল "দুটো স্টপেজ"।
দুপুর দেড়টা বাজে। ভিড় হতে শুরু করেছে। টেবিল খালি হতে একটু দাঁড়াতে হল দুজনকে। মিনিট পাঁচেক পরে বসল তারা।
দীপ বলল "আপনার ননভেজ ভোজন বাড়িতে জানলে অশান্তি হবে না?"
চিত্রলেখা হেসে বলল "বাড়িতে সব কথা বললে চলে মিস্টার গাঙ্গুলি? আপনি বলেন?"
দীপ বলল "না। ভারতবর্ষ সেন্সর বোর্ডের দেশ। সিনেমা থেকে নিজের কথা, সব খানে সেন্সর না থাকলেই বরং সমস্যায় পরতে হয়"।
চিত্রলেখা মাথা নেড়ে বলল "এই তো। বুদ্ধিমান"।
দীপ বলল "কী খাবেন?"
চিত্রলেখা বলল "আপনি বলুন কী খাবেন। আপনাকে দেখে বেশ খানেওয়ালা বলেই মনে হয়।
বিয়েবাড়িতেও তেরো পিস খাসীর নীচে নামলেন না"।
দীপ অবাক হয়ে বলল "আপনি পিস গুণেছেন?"
চিত্রলেখা বলল "কথার কথা। গুণলে হয়ত আরও বেশিই হত। কী বলেন?"
দীপ বলল "মাংস দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না"।
চিত্রলেখা বলল "রসগোল্লাও তো মন্দ টানলেন না"।
দীপ বলল "সে তো চারটে খেয়েছি মাত্র। ওটা কোন সংখ্যা হল? আপনাকে দেখে অবশ্য ডায়েট পার্টি বোঝা যায়। তবে প্লিজ ঘাস পাতা অর্ডার করবেন না"।
চিত্রলেখা আবার হেসে বলল "ঘাস পাতা কেন অর্ডার করব। মিক্সড ফ্রায়েড রাইস আর প্রণের কোন প্রিপারেশন খাওয়া যেতে পারে"।
ওয়েটার এসে গেছিল। দীপ অর্ডার দিয়ে দিল।
তারপর চিত্রলেখার দিকে তাকিয়ে বলল "আপনার হাসিটা ভারি সুন্দর। বিয়েবাড়িতে এটা দেখেই ক্লিন বোল্ড হয়ে গিয়েছিলাম বুঝতে পারলাম"।
চিত্রলেখা বলল "থামুন। এমন বোল্ড হয়ে গেছিলেন, অফিস করতে গিয়ে আমাকে ভুলেই মেরে দিলেন"।
দীপ বলল "সে তো সেনসেক্সটা হঠাৎ পাগলামি করতে শুরু করেছিল বলে। সেনসেক্স একটু এদিক ওদিক হলেই আমার মাথার প্রসেসর গুবলেট হয়ে যায়"।
চিত্রলেখা চোখ বড় বড় করে বলল "আপনি শেয়ার বাজার পাব্লিক?"
দীপ বলল "হ্যাঁ, কেন?"

চিত্রলেখা মাথায় হাত দিয়ে বলল “হয়ে গেল”।
দীপ অবাক হল “কী হয়ে গেল?”
চিত্রলেখা হতাশ স্বরে বলল “আমার ছোট মামা। সারাক্ষণ এই করে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক বিয়েও করলেন না এই চক্করে। আপনারও সেরকম প্ল্যান আছে নাকি?”
দীপ বলল “বিয়ে করাই যায়। অতটাও কিছু না। তবে শেয়ার বাজারকে অবজ্ঞা করবেন না। চমৎকার জিনিস। একটু বোঝাই”?
দীপ একটা ন্যাপকিন নিয়ে পকেট থেকে পেন বের করল।
চিত্রলেখা হাত জোড় করে বলল “রক্ষে কর। আপনি কি চান আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে ভ্যানিশ হয়ে যাই?”
দীপ পেনটা দিয়ে ন্যাপকিনে বাড়ি ঘর আঁকতে আঁকতে বলল “ওকে। তাহলে থাক। এই দেখুন আমি কী সুন্দর ছবি আঁকি”।
চিত্রলেখা বলল “বাহ, আপনি এক্কেবারে শেয়ার থেকে ছবি আঁকায় চলে এলেন দেখছি”।
দীপ বলল “আপনার ইন্টারেস্ট নেই দেখে শিফট করে গেলাম। ছবি আঁকায় আমি অসাধারণ ট্যালেন্ট বুঝলেন?এই বাড়ি, নারকেল গাছ আর পাহাড়ের আড়াল দিয়ে সূর্য ছাড়া কিছু আঁকতে পারি না”।
চিত্রলেখা বলল “ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র আঁকতে পারেন তো?”
দীপ সভয়ে বলল “ওরে বাবা, সে তো আমার কাছে ভয়ানক ব্যাপার। বায়োলজি শুনলেই আমি পালাতাম”।
চিত্রলেখা বলল “তাহলে আপনার আর আমার কোন মিল নেই। আমার বায়োলজিতেই অনার্স। আচ্ছা, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে সেসব আঁকা শিখিয়ে দেব”।
দীপ চিত্রলেখার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল “যেখানে বাঘের ভয় ইত্যাদি ইত্যাদি”।
চিত্রলেখা বলল “আপনার জীবনে প্রেম নেই বলছেন?”
দীপ বলল “আছে তো। ইকোনমিক টাইমস, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, সি এন বিসি, আর সেন্সেক্স। এই সব নিয়েই আছি”।
চিত্রলেখা বলল “কী ভয়ানক। আমার এক্স এর ব্যাপারে জানতে চান?”
দীপ জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল “সে জেনে কী হবে? হিংসে করা ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই। আমি কি আর টাইম মেশিনে গিয়ে আপনার পাস্ট বদলে দিতে পারব?”
চিত্রলেখা বলল “না না, শুনে নিন। আপনার এক্স নেই বলে, থাকলে বুঝতেন, এক্সকে খিস্তি মারলে শরীর ঠান্ডা হয়, মাথা ঠান্ডা হয়, এক অদ্ভুত ভালোলাগা তৈরী হয় সারা শরীরে। সে অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না”।
দীপ ম্লান মুখে বলল “আচ্ছা বলুন”।
চিত্রলেখা বলল “আমার সঙ্গে ছেলেটির আলাপ আমার এইচ এসের পরে। এইচ এসের পরেই আমি ফেসবুক করা শুরু করি। তো, সেই সময় ছেলেটির সঙ্গে সারাদিন ধরে চ্যাট করে যেতাম। একসময় ফোন নাম্বার এক্সচেঞ্জ হল। মানে আজকালকার প্রেম ট্রেম যে রুটে হয় সেরকমই আর কী”।
দীপ বলল “সত্যি লোকের কত সময়”।
চিত্রলেখা বলল “আপনার জ্বলছে? গুড”।
দীপ বলল “বলুন বলুন। আমি শুনছি”।
চিত্রলেখা বলল “ছেলেটি প্রথম প্রথম পজেসিভনেস দেখাত। আমি ভাবতাম ঠিক আছে। খুশিও হতাম। ভাবতাম ভালোবাসে বলেই পজেসিভ। কিন্তু একটা সময়ের পরে ছেলেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। ধরুন কোন স্যারের কাছে পড়বে না, ম্যাডামের কাছে পড়তে হবে। এই টাইপ দাবী শুরু হল”।
দীপ বলল “সুতরাং আপনি কাটিয়ে দিলেন”।

চিত্রলেখা বলল “না। কাটাই নি। আমি ধৈর্য ধরে শুনতাম। ও যা বলত, তাই মেনে চলতাম। এক স্যার,বেশ ভাল পড়াতেন,তার কাছে না পড়ে অপেক্ষাকৃত কম ভাল পড়ান এমন একজন ম্যাডামের কাছে পড়া শুরু করলাম। ম্যাডাম যেভাবে পড়াতেন, আমার মাথায় না ঢুকলেও আমি সেটাও কম্প্রোমাইজ করতে শুরু করলাম”।

দীপ বলল “তাহলে কাটালেন কখন?”

চিত্রলেখা বলল “ব্রেক আপ করব ভাবা যতটা সোজা, করা ততটাই কঠিন। এত কিছু সত্ত্বেও আমার প্রেমটা ছ’মাস সাত মাস টিকেছিল। তারপর এল সেই ভয়ংকর দিন। ও কিভাবে যেন আমার বাড়ির ল্যান্ড লাইন নাম্বারটা আমার থেকে নিয়েছিল। একদিন তুমুল ঝগড়া হয়েছে। আমি ফোন টোন অফ করে রেখে দিয়েছিলাম। তিনি করলেন কী, আমার ল্যান্ডলাইনে ফোন করলেন। এবং আমার বাবাকে যা নয় তাই বলে দিলেন”।

দীপ অবাক হয়ে বলল “সর্বনাশ”।

চিত্রলেখা বলল “সর্বনাশ বলে সর্বনাশ। বাবাকে কৈফিয়ত, মাকে কৈফিয়ত সে এক ভয়াবহ সময়। বাবা তো এত রেগে গেল যে আমার বিয়েই দিয়ে দেয়। অনেক কষ্টে, হাতে পায়ে ধরে সেসব ঠেকানো গেল। আমি ঠিক করলাম কিছুতেই আর এই সম্পর্কে আমি নেই। ছেলেটা বহু অনুনয় করল। কিন্তু আমি আর সে পথে যাই নি”।

দীপ বলল “সে ভাল করেছেন। এই তো খাবার এসে গেল”।

ওয়েটার খাবার সার্ভ করে দিল। দীপ বলল “আমারও আজ একটা সম্বন্ধ এসছিল”।

চিত্রলেখা বলল “তাই? মেয়ে দেখা শুরু হয়েছে? কেমন দেখতে? কী করে?”

দীপ বলল “জার্নালিস্ট”।

চিত্রলেখা বলল “বেশ তো। আপনার সঙ্গে জার্নালিস্ট খারাপ মানাবে না”।

দীপ চামচ দিয়ে ফ্রায়েড রাইস কায়দা করতে করতে বলল “জেলাসিতে আপনিও কম যান না কিন্তু”।

চিত্রলেখা বলল “আমার এক্স নিয়ে আপনার কোন আপত্তি নেই তবে?”

দীপ চামচটা প্লেটে রেখে একটু ভেবে বলল “দেখুন, প্রথমত ওই ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে বকবক করাটা আমার দ্বারা জাস্ট হবে না। আমার রিলেশনশিপে যেতে ভয় পাওয়ার অন্যতম কারণ হল এই ফোন। কানের কাছে ফোন নিয়ে ফিসফিস করে, বিড়বিড় করে আমার সোনু খেয়েছে, আমার মনু হেগেছে করতে পারব না জাস্ট। তারজন্য প্রেম থাকুক না থাকুক আমার কিচ্ছু যায় আসে না। দ্বিতীয়ত, আপনার এক্স আপনার পাস্ট। আমি বায়োলজিতে খারাপ ছিলাম। একই সঙ্গে ইতিহাসেও। তাই আপনার ইতিহাস নিয়ে আমার বিশেষ চিন্তা নেই”।

চিত্রলেখা বলল “তাও ভাল। আমার সঙ্গে এক ছেলে ছকাতে এসছিল। আমার এক্সের কথা শুনে ইনিয়ে বিনিয়ে কেটে পড়েছে। মেয়ে মানুষ আর মোবাইলের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ তফাৎ দেখে না। সেকেন্ড হ্যান্ড হলেই অচ্ছুৎ”।

দীপ খেতে খেতে বলল “ওয়েভলেন্থ ম্যাচ করলেই হল। আপনি আমাকে স্বাধীনভাবে ইকোনমিক টাইমস পড়তে দেবেন, আমি আপনাকে ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র আঁকতে দেব। তাহলেই হবে”।

চিত্রলেখা হেসে ফেলল। বলল “বিল কিন্তু সমান ভাগে ভাগ করবেন”।

দীপ বলল “আজ আমি খাওয়াব। এমনিতে আমি হাড় কেপ্পন তবু আমি খাওয়াব”।

চিত্রলেখা অবাক হয়ে বলল “এমনিতে আপনি হাড় কেপ্পন তবু খাওয়াবেন কেন?”

দীপ বলল “জীবনে প্রথম কোন মেয়েকে নিয়ে রেস্তরাঁয় এসছি। সেলিব্রেশন তো বনতা হ্যায় বস”।

চিত্রলেখা নাক সিটকিয়ে বলল “উফ, কী জঘন্য আপনার সেন্স অফ হিউমার”।

দীপ বলল “আচ্ছা, আপনি কি আজ থেকে আমার অফিশিয়াল গার্লফ্রেন্ড? ফেসবুকে ট্যাগ করতে পারি?”

চিত্রলেখা বলল “ফেসবুকে আগে বন্ধু হোন। তারপর তো সেসব করবেন”।
দীপ বলল “কী জ্বালা। আচ্ছা। সেসব করা যাবে। আগে খেয়ে নি”।
চিত্রলেখা বলল “আইসক্রিম স্কুপ আর গুলাব জামুনটা আমি খাওয়াব। আশা করব তাতে আপনার আপত্তি নেই?”
দীপ বলল “ওকে ম্যাম। বেশি আপত্তি করলে যদি ধুতরো ফুল আঁকতে দিয়ে দেন তাহলেই চিত্তির”।
চিত্রলেখা বলল “থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ”।

৭।

ডেস্কে বসে মানালি পেইন্টে ছবি আঁকছিল। বিতস্তা তাকে একটা চুইংগাম দিয়ে বলল "কীরে, ধ্রুব বাগচীকে কেমন লাগল?"
মানালি বিতস্তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল "কেমন লাগতে পারে? তোর কেমন এক্সপেক্টেশন ছিল শুনি?"
বিতস্তা একটা শয়তানি হাসি হেসে বলল "চেটে দিয়েছে?"
মানালি উত্তর না দিয়ে মন দিয়ে মাউস দিয়ে ভেড়া আকতে লাগল।
বিতস্তা বলল "বিশ্বরূপদা কিন্তু যে কোন সময় উঁকি মারতে পারে"।
মানালি মুখ ব্যাজার করে বলল "তাতে আমার ছেঁড়া গেল। পৃথিবীর যত জঘন্য অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমার জন্য দেবে, তার ওপর আবার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? আসুক আজকে, আমি বুঝে নেব"।
বিতস্তা বলল "তোর মুড এত অফ কেন মা? কাজে এক আধ দিন খারাপ যেতেই পারে। জার্নালিজমের পাব্লিকদের এত মুডি হলে চলে?"
মানালি বলল "শুধু কাজে? তুই জানিস আজ কী ভয়াবহ কান্ড হয়ে গেছে?"
বিতস্তা অবাক হয়ে বলল "কী কান্ড?"
মানালি বলল "সকালে মা বলল মার এক গুরুভাইয়ের বাড়ি যাবে। কী সব নাকি ঠাকুর দেবতার নামটাম করবে, আমাকেও যেতে হবে, একদিন গেলেই হবে। আমি ভাবলাম ঘরে বসে একা একা কী করব, চলেই যাই। গিয়ে দেখি কোত্থেকে একটা ছেলে জোগাড় করে ফেলেছে। সম্বন্ধ!!! ভাবতে পারছিস?"
বিতস্তা চোখ কপালে তুলে বলল "ও মাই গড!!! তারপর? ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বললি? বললি না, আপনি কোন কালারের আন্ডারওয়্যার ভালোবাসেন"?
মানালি পেপারওয়েটটা তুলে বিতস্তার দিকে ছোঁড়ার অভিনয় করে বলল "সবাইকে নিজের মত ভাবিস না। আমি ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি আমার বয়ফ্রেন্ড আছে"।
বিতস্তা চোখ নাচাল "কে তোর বয়ফ্রেন্ড? বিশ্বরূপদা?"
মানালি কয়েক সেকেন্ড বিতস্তার দিকে তাকিয়ে বলল "সকালে ক্লিয়ার হয় নি তোর? বিশ্বরূপদার সঙ্গে আমার এজ ডিফারেন্সটা জানিস?"
বিতস্তা বলল "মেয়েরা তো একটু বেশি বয়সের পুরুষই পছন্দ করে। সেদিন তুইই তো বলছিলি"!
মানালি বলল "তা বলে বিশ্বরূপদা?"
বিতস্তা বলল "তাহলে কে? চা -ওয়ালা ন্যাপলা?"
মানালি বলল "আমাকে ক্ষেপিয়ে লাভ নেই। এমনিতেই প্রচুর ক্ষেপে আছি আজ। স্যাচুরেশন লেভেলে চলে গেছি। একদিকে ধ্রুব বাগচী, একদিকে সম্বন্ধ... উফ"।
বিতস্তা বলল "ছেলেটা কেমন ছিল?"
মানালি বলল "লাভ নেই। ছেলেটার গার্লফ্রেন্ড আছে"।
বিতস্তা বলল "তাতে কী? তোর যদি ছেলেটাকে পছন্দ থাকে তাহলে তোর মায়াজাল ইন্দ্রজাল আরও কী সব আছে সেসব ছড়িয়ে ছেলেটাকে জিতে নিবি। সিম্পল"।
মানালি চোখ ছোট ছোট করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "তোর অবস্থা খুব খারাপ। বোঝাই যাচ্ছে আজকাল কেউ দিচ্ছে না তোকে"।

বিতস্তা চোখ মারল “না না, সৌরভ ভালই দিচ্ছে”।
মানালি বলল “প্রেগন্যান্ট হয়ে যাস না দেখিস। হাজার ঝামেলা কিন্তু”।
বিতস্তা বলল “হয়ে গেলে হয়ে যাব। সৌরভ ডিনাই করলে একা একা বাচ্চা মানুষ করব। কী চাপ?”
মানালি অবাক হল “তুই সিরিয়াস?”
বিতস্তা বলল “হ্যাঁ। হান্ড্রেড পারসেন্ট”!
মানালি বলল “এরকম কিছু ঘটিয়ে ফেলেছিস নাকি অলরেডি?”
বিতস্তা হেসে ফেলল “ধ্যাত। জাস্ট কথার কথা বলছি”।
মানালি বলল “দেখিস বাপু। যা করবি ভেবেচিন্তে করবি”।
বিতস্তা বলল “হ্যাঁ হ্যাঁ। অত চিন্তা করিস না। যুদ্ধে নামিবার পূর্বে সকল রকম অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়াই যুদ্ধে নামা হয়। তুই একটা প্রেম কর না জমিয়ে। এই অ্যাডভেঞ্চারগুলো খারাপ লাগবে না। লাস্ট মান্থেই তো সৌরভের ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেল টিপেছি আর ঠিক সেই সময় ওর পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক দরজা খুলে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি ওনাকে দেখেই বললাম চন্দনের গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি নেবেন দাদা? একটা কিনলে একটা ফ্রি। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিলেন”।
মানালি হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল “সিরিয়াসলি? মানে এটা তুই করতে পারলি? তোর মাথায় এল? যদি সত্যিই ধূপকাঠি চাইত তাহলে কী করতি? ”
বিতস্তা বলল “ধূপকাঠি ছিল তো। কিছুক্ষণ আগেই কিনেছিলাম বাস থেকে নেমে। সেই জন্যই তো মাথায় এসে গেছিল। বেচে দিতাম”।
মানালি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল “তুই শিওর কেস খাবি”।
বিতস্তা বলল “কেস খাবার কিছু নেই। দুজন অ্যাডাল্ট পাব্লিক কী করবে না করবে, সেটা পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন ঠিক করে দেবে নাকি?”
মানালি বলল “সৌরভ কী বলে?”
বিতস্তা বলে “ও তো আরও কুল। বলে অত কিছু করার কী দরকার ছিল? পাত্তাই দিতে না। কী এমন হত?”
মানালি বলল “বিয়ের কথা ভাবছিস না তোরা?”
বিতস্তা বলল “নাহ। এখন কী?”
মানালি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বিশ্বরূপদা চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে বলল “মানালি শুনে যা তো একবার”।
বিতস্তা বলল “নাও। হয়ে গেল”।
মানালি বলল “হ্যাঁরে, কাল বলছিলি বিশ্বরূপদার নামে কী সব রিউমার ছড়িয়েছে?”
বিতস্তা বলল “হু, রেজিগনেশন দেবে শুনছি শিগগিরি। অলমোস্ট দেড়গুণ বেশি সিটিসি পাবে সিগ্নি মিডিয়ায়”।
মানালি বলল “যাহ্! তাহলে আমাদের কী হবে?”
বিতস্তা বলল “আসবে আরেকটা ঝাটু কেউ”।
মানালি বলল “ঠিক আছে। শুনে আসি কী বলছে। আজ বেশি কিছু বললে জাস্ট খুন করে ফেলব। আমি বাড়ি যাব তাড়াতাড়ি”।
বিতস্তা বলল “আবার সম্বন্ধ দেখতে আসবে নাকি তোর?”
মানালি মাথা চাপড়ে বলল “উফ! ঠিকই বলেছিস। আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়েও শান্তি নেই। মার ইমোশনাল অত্যাচারের পাল্লায় পড়তে হবে”।
বিতস্তা হাসল “যা যা, দেখ বিশ্বরূপদা কী বলছে”।

বিশ্বরূপদা ল্যাপটপ নিয়ে বসেছিল। মানালিকে দেখে বলল “অফিসে এত গ্যাজালে চাকরি থাকবে না কিন্তু”।
মানালি বলল “কী করব? দুজনে একটু হালকা ছিলাম”।
বিশ্বরূপদা বলল “ধ্রুব বাগচীর ইন্টারভিউটা লেখা হয়ে গেছে?”
মানালি ঠোঁট কামড়াল “না”।
বিশ্বরূপদা বলল “তাহলে হালকা ছিলি কী করে?”
মানালি বলল “আমি কাল লিখব। আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব”।
বিশ্বরূপদা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল “চাকরিটাকে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড ভাবাটা বন্ধ কর”।
মানালি বুঝল বিশ্বরূপদা রেগে গেছে। সে কিছু বলল না। মাথা নিচু করে নিজের জুতো দেখতে লাগল।
বিশ্বরূপদা বলল “অডিও ক্লিপটা শুনলাম। তোর প্রবলেমটা কী, সেটা তুই ধরতে পারিস?”
মানালি বলল “কী?”
বিশ্বরূপদা বলল “তুই যে প্রশ্নগুলো করবি বলে প্রিপেয়ার হয়ে গেছিস, তার বাইরে আর বেরোতে পারিস না। তুই ভাবছিস কতগুলো প্রশ্ন তৈরি করে গেছিস, সেগুলো বলে ফেললেই হয়ে যাবে। তোকে আমি আগেও বলেছি,যে ওপেনিংগুলো পাবি, তাতে ঢুকে যা। ধ্রুব বাগচী তোকে বেশ কয়েকটা ভাল সিটার দিয়েছিল, তুই মিস করে গেলি”।
মানালি বলল “ওকে। পরের বার ট্রাই করব। কিন্তু এই লোকটা ভীষণ অসভ্য। শুরুতেই ইন্টারকোরস ইত্যাদি বলে আমার ফোকাসটাই নাড়িয়ে দিয়েছিল”।
বিশ্বরূপদা বলল “সেটাই তো করবে। ধ্রুব বাগচী তো শুধু মুখে বলে, কেউ কেউ আছে যারা চোখে বলে। তাদের ক্ষেত্রে তুই কী করবি?”
মানালি বলল “চড় মেরে দেব”।
বিশ্বরূপদা হেসে বলল “না। চোখে বলার মত জায়গায় যেন না যায়, সেই পারসোনালিটিটাও তোকে তৈরী করতে হবে। ক্যাজুয়ালি একটা ট্রেনি মেয়ের মত গেলে এসব লোক এভাবেই তোকে চেটে রেখে দেবে। ধ্রুব বাগচীর একটা ভাল ব্যাপার আছে যদিও”।
মানালি বলল “কী ভাল ব্যাপার আছে?”
বিশ্বরূপদা বলল “লোকটার মুখ খারাপ। কিন্তু রেকর্ড ভাল। মেয়েদের সঙ্গে পাঁচ পেগ গিলেও পার্টিতে কোন রকম অসভ্যতা করবে না। এটা সবার থেকে পাওয়া যায় না”।
মানালি ঠোঁট বাঁকাল “আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ধ্রুব বাগচী মদ খাবে আর আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকব”।
বিশ্বরূপদা বলল “যে কোন সময় যে কোন সিচুয়েশন আসতে পারে। তোকে তার জন্য প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে। এখন ক’টা বাজে?”
মানালি ঘড়ি দেখে বলল “পাঁচটা”।
বিশ্বরূপদা বলল “ওকে। তুই যেতে পারিস। কিন্তু কাল এসে দু ঘন্টার মধ্যে গোটা রিপোর্টটা তৈরি করে দিবি আমায়। ডান?”
মানালি বলল “ডান”।
বিশ্বরূপদা বলল “ধ্রুব বাগচী আমায় ফোন করেছিল”।
মানালি অবাক হল “কেন?”
বিশ্বরূপদা বলল “তোর প্রশংসা করল। বলল ডিপার্টমেন্টে ভাল ভাল জার্নালিস্ট এসছে। ভাল করে গ্রুম কর”।
মানালি বলল “ধ্যাত। হতেই পারে না। ইয়ার্কি মেরো না তো”।

বিশ্বরূপদা বলল “ইয়ার্কি মারতে যাব কেন? সিরিয়াসলিই বলেছে”।
মানালির মনে পড়ল “ওহ, লোকটা টাকা চাইছিল ইন্টারভিউর জন্য”।
বিশ্বরূপদা হাসল “ওটা তোকে চমকানোর জন্য বলেছিল। ভদ্রলোক নিজের ইমেজ ইচ্ছা করেই খারাপ করে রাখেন। যতটা খারাপ দেখান ততটা নন। বিশেষ করে এখনকার ইন্টেলেকচুয়ালদের মত তো একেবারেই নন। বাই দ্য ওয়ে, আমি ইচ্ছা করেই আজ তোকে ধ্রুব বাগচীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। তুই কতটা ঘাবড়াস দেখার জন্য। ধরে নে এটা পার্ট অফ ইওর ট্রেনিং। নইলে কাল অবধি ইন্দ্রর যাওয়াই ঠিক ছিল। ডিসিশনটা আজই সকালের”।
মানালি অবাক হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। বিশ্বরূপদা বলল “কী হল?”
মানালি বলল “তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে প্রণাম”।

৭।

রবিবারের সকাল। দীপের ঘুম ভাঙল ন'টায়। উঠতে ইচ্ছা করছিল না তার। ফোনটা টেবিলের ওপর রাখা ছিল।
উঠে সেটা নিয়ে আবার কম্বলের তলায় সেঁধিয়ে গেল সে।
হোয়াটস অ্যাপে চিত্রলেখা মেসেজ করেছে "ঘুম ভাঙল?"
দীপ দেখল সকাল আটটায় মেসেজটা এসছে।
সে লিখল "না। এখনও ঘুমাচ্ছি"।
চিত্রলেখা অনলাইনই ছিল। লিখল "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কীভাবে টাইপ করছেন?"
দীপ লিখল "সুপার পাওয়ার"।
চিত্রলেখা হাসির স্মাইলি দিল।
দীপ লিখল "এবার কী বলবেন? আমার বাবু খেয়েছে?"
চিত্রলেখা আবার একগাদা হাসির স্মাইলি দিয়ে লিখল "না না। আচ্ছা, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন বোধ হয়। ওকে। পরে কথা বলছি"।
দীপ বলল "ওকে"।
চিত্রলেখা মেসেজটা সীন করল। কিছু লিখল না।
দীপের মনে হল সে কি খানিকটা রূঢ় হল? একটু ভাবল। তবে সেও কিছু লিখল না আর। সকাল সকাল এত টাইপ করতে ইচ্ছা করছিল না।
বাইরের ঘর থেকে জোরে জোরে ঘন্টার আওয়াজ আসছে। দীপ বুঝতে পারল মা পুজো শুরু করেছে। ফোনটা রেখে বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকল সে। রবিবার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। বেশ কিছু পড়াশুনা করতে হয় তাকে। সোমবার বাজার খুলতেই কোন কোন শেয়ারের ওপর কড়া নজর থাকবে, কোন কোন শেয়ারে একটু হলেও ফাটকা খেলতে হবে, এ সব কিছুর হোমওয়ার্ক রবিবার করে রাখতে হয়। সপ্তাহের বাকি দিনগুলো এত সময় দেয় না।
দীপ বেশ খানিকক্ষণ কম্বলে শুয়ে উঠল। বাথরুমে মিনিট পনেরো কাটিয়ে বসার ঘরে গিয়ে দেখল বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছে। সে বলল "কী হল? রেগে আছো কেন?"
বাবা গলায় একরাশ বিরক্তি এনে বলল "তোর মা বলছে এখন থেকে বাড়িতে আমিষ ঢুকবে না"।
দীপ অবাক গলায় বাবার দিকে তাকিয়ে বলল "এ আবার কী হল? এতো ভয়ংকর ব্যাপার"।
বাবা বলল "তোর কী মত এই ব্যাপারে?"
দীপ বলল "বাইরে খেয়ে নেব"।
বাবা বলল "ইডিয়ট তৈরী হচ্ছিস যত দিন যাচ্ছে। রোজ রোজ বাইরে খেলে পেট ঠিক থাকবে? তাছাড়া তোর মার হাতের চিংড়ির মালাইকারি, চিতল মাছের মুইঠ্যা, কুঁচো চিংড়ি দিয়ে মোচার তরকারি মার্কেটে পাবি?"
দীপ বলল "তাহলে কী চাইছ? বিদ্রোহ করি?"
বাবা সোফায় একটা চাপড় মেরে বলল "অফকোর্স। এটা নিয়ে তোর মনে কোন সংশয় আছে নাকি? তোর মা ওই কী সব গুরুদেবের পাল্লায় পড়ল ঠিক আছে, আমি ভেবেছিলাম একটা অ্যাসোসিয়েশন দরকার,

মেনেও নিয়েছিলাম। কিন্তু এভাবে হেঁসেল এবং পেটের অন্দরমহলে সারজিকাল স্ট্রাইক হলে আমি মেনে নেব না। এটা তোকে আগে থেকেই বলে দিলাম দীপু"।
দীপ বলল "তাই কর। তুমি বিদ্রোহ কর"।
বাবা কিছুক্ষণ নিজের মনে গজগজ করতে করতে কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বলল "এই মরেছে, তোকে কী একটা কথা বলার ছিল"।
দীপ বলল "কী?"
বাবা খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলল "কিছুতেই মনে পড়ছে না। আচ্ছা দাঁড়া তোর মাকে জিজ্ঞেস করে আসি"।
বাবা তড়িঘড়ি ঠাকুর ঘরের দিকে ছুটল।
দীপ কাগজটা খুলল। প্রথম পাতাতেই খবরের পরিবর্তে পাতা ভর্তি বিজ্ঞাপন। দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার।
বাবা ইকোনমিক টাইমস পড়ে না। ফলে কাগজটা ঝকঝকেই থাকে। সে ইকোনমিক টাইমসটা নিয়ে নিজের ঘরে যাবার জন্য সোফা থেকে উঠল এমন সময় বাবা এসে বলল "বস বস। তোর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে"।
দীপ বলল "মার সঙ্গে কথা হল তবে?"
বাবা বলল "হ্যাঁ"।
দীপ বলল "বল। কালকের কথা বলবে নিশ্চয়ই?"
বাবা চশমাটা কপালের উপর তুলে বলল "হ্যাঁ। তুই কী করে জানলি?"
দীপ বলল "গুরুত্বপূর্ণ কথা বললে যখন তখন ওটাই দাঁড়ায়। আমি তো ভাবলাম কালকেই বলবে"।
বাবা বলল "কালকে জানলে তো বলব? কাল তো তোর মার মেজাজ একদম তুঙ্গে ছিল। যাই জিজ্ঞেস করি, রেগে যাচ্ছিল। আজ সকালে শেষ মেষ বলল কী হয়েছিল। যাক গে, আসল কথায় আসি, তুই নাকি প্রেম করছিস?"
দীপ বলল "হ্যাঁ"।
বাবা বলল "বিয়ে করবি কবে?"
দীপ বলল "সবে তো প্রেম শুরু হল। এখনই বিয়ে নিয়ে টানাটানি শুরু করছ কেন?"
বাবা বেশ খানিকক্ষণ তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "তোর মত বিচক্ষণ যদি আমি হতে পারতাম! সবে শুরু হল বলছিস?"
দীপ বলল "হ্যাঁ"।
বাবা বলল "কী করে? কোথায় থাকে?"
দীপ বলল "ভয়াবহ ব্যাপার বাবা। মেয়ে ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র পুরো আঁকতে পারে। তোমার মনে আছে, একবার ওটা তোমাকে আঁকতে বলেছিলাম? আর তুমি সারাদিন ধস্তাধস্তি করে রাতে বলেছিলে এসব মানুষের কম্মো নয়?"
বাবা বলল "বলিস কী! এতো সাংঘাতিক কান্ড! তাহলে তো দারুণ মেয়ে বলতে হয়! একদিন বাড়িতে নিয়ে আয়"।
দীপ বলল "সেটা দেখা যাবে"।
বাবা বলল "ম্যাপ পয়েন্টিং সব পারে কিনা জিজ্ঞেস করেছিস? ছোটনাগপুর মালভূমি, বিন্ধ্য পর্বত, লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চল, কচ্ছের রণ কোথায় আছে ঠিক ঠাক পারবে?"
দীপ মাথা চুলকে বলল "সেটা জিজ্ঞেস করি নি।"

বাবা গম্ভীর হয়ে বলল "জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আর শোন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর শাসনকাল, অশোকের ধর্মনীতি, শেরশাহের শাসনকাল, আকবর আর জাহাঙ্গীরের শাসনকালের তুলনামূলক আলোচনা নিয়েও জিজ্ঞেস করে নিবি। এক্কেবারে ঠিক ঠাক যাচাই করে নেওয়াটাও দরকার"।
দীপ বলল "ঠিক আছে"।
বাবা বলল "দেখা করেছিস মেয়েটার সঙ্গে?"
দীপ মাথা নাড়ল "কালকেই। মিক্সড ফ্রায়েড রাইস খেলাম। সঙ্গে চিংড়ি"।
বাবা রেগে গেল "আসার সময় আমার জন্য একটু প্যাক করে নিয়ে আসতে কী হয়েছিল হারামজাদা?"
দীপ বলল "মা এমনিতেই রেগে ছিল। আনলে আরও রেগে যেত"।
বাবা বলল "তোর মা তো কী একটা সাইন্টিস্ট মেয়ে পছন্দ করেছিল নাকি! কী সাংঘাতিক। দেখা গেল বাড়িতে এসে বাড়ির জি(g) এর মান কমিয়ে দিল। আমরা হাওয়ায় ভাসতে শুরু করলাম। তুই একদম ভাল করেছিস মেয়েটাকে বিয়ে করবি না বলে"।
দীপ হাসতে হাসতে বলল "সাইন্টিস্ট না বাবা। জার্নালিস্ট"।
বাবা বলল "জার্নালিস্ট?"
দীপ বলল "হ্যাঁ। খবরের কাগজের"।
বাবা বলল "মেয়েটি কি বলেছে? সেও প্রেম করে?"
দীপ বলল "হ্যাঁ"।
বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মা ঘরে এসে ঘরে ঠাকুরের ফটোতে ধূপকাঠি দিতে দিতে তাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। এখন প্রণামের সময় তাই বেশি কথা বলা যাবে না বলে মা কিছু বলতেও পারছিল না। মা অন্য ঘরে গেল।
বাবা ফিসফিস করে বলল "তোর মার রাগ এখনও পড়ে নি। আমাকে বলেছিল তোকে ঝাড়তে, এখন তোর সঙ্গে আলোচনা করছি দেখে ভদ্রমহিলা আরও রেগে গেলেন"।
দীপ বলল "তুমি একটু চিৎকার কর। আমাকে ঝাড়ো"।
বাবা একটু গলা খাকড়িয়ে উঁচু গলায় চ্যাঁচ্যাঁতে শুরু করল "আমি এইসব প্রেম একদম বরদাস্ত করব না দীপু। ম্যাপ পয়েন্টিং করতে পারে নাকি না দেখে কোন মেয়ে পছন্দ করা আমি একদম বরদাস্ত করব না। আগে আমি নিজের হাতে পরীক্ষা নেব, তারপর ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেব। তাছাড়া অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের টিকা ছবি সহ ঠিক মত লিখতে পারছে নাকি সেটাও দেখতে হবে। শুধু ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র গাঙ্গুলি বাড়ির বউমা হয়ে আসার জন্য ইজ নট সাফিশিয়েন্ট"।
দীপ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় সে শুনতে পেল তার ঘর থেকে ফোনটা সশব্দে বাজছে। সে তড়িঘড়ি নিজের ঘরের দিকে ধাবমান হয়ে ফোনটা ধরল, চিত্রলেখা ফোন করছে।
দীপ বলল "হ্যালো"।
ওপাশে বেশ কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। দীপ জোরে জোরে বলল "হ্যালো হ্যালো"।
তার ঘরে মা ঢুকে পড়েছে। ক্যালেন্ডারে ক্যালেন্ডারে ধূপকাঠি ধরে প্রণাম করছে।
দীপ বলল "কেটে গেল মনে হচ্ছে"।
ওপাশ থেকে চাপা গলায় চিত্রলেখা বলে উঠল "আপনার বোধ হয় কাল আমায় পছন্দ হয় নি, তাই না?"
দীপ আকাশ থেকে পড়ল, "কেন বলুন তো? হঠাৎ কী হল?"
দীপ বুঝতে পারল একেকটা ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়ানোর অ্যাভারেজ টাইমিং মা বাড়িয়ে দিয়েছে। কে ফোন করেছে এটা জানার জন্যই হয়ত।
চিত্রলেখা বলল "আপনাকে আমি সকালে বিরক্ত করলাম। তার জন্য সরি"।
ফোনটা কেটে গেল।

দীপ বেশ কয়েক সেকেন্ড ফোনটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে মনে মনে বলল “এ আবার কী রে বাবা”!
মা তড়িঘড়ি ধুপকাঠি রেখে ঠাকুর প্রণাম সেরে তাকে বলল “কে ফোন করেছে?”
দীপ বলল “শেয়ার মার্কেট থেকে”।
মা গজগজ করতে করতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
দীপ কলব্যাক করল। দুটো রিং হতেই চিত্রলেখা ধরল “বলুন”।
দীপ বলল “কী হল আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না”।
চিত্রলেখা বলল “আপনার বোধ হয় আমাকে পছন্দ নয় না?”
দীপ বলল “কে বলল পছন্দ না? একশো বার পছন্দ?”
চিত্রলেখা বলল “কী দেখে পছন্দ হল? কী আছে আমার যা আর পাঁচটা মেয়ের মধ্যে নেই!”
দীপ বলল “এ আবার কেমন প্রশ্ন?”
চিত্রলেখা বলল “নাকি আমার এক্স আছে বলে আপনার পছন্দ না?”
দীপ বলল “কই সেরকম কিছু না তো!”
চিত্রলেখা বলল “তাহলে তখন হোয়াটস অ্যাপের রিপ্লাই দিলেন না কেন?”
দীপ কী কেন বুঝে উঠতে উঠতেই ফোন কেটে গেল।
ফোনটা কান থেকে নামাতে নামাতে সে হতাশ গলায় বলল “এখন আবার ফোন করে জানু মনু করে ঢপবাজি করতে হবে? হয়ে গেল আজ শেয়ার বাজারের একশো আট।”
ঘরের দরজায় কেউ নক করছে। দীপ দেখল বাবা। সে বলল “কিছু বলবে?”
বাবা বলল “সময় করে একবার ইতিহাস বইটা নামাস তো। বাবরের বাবার নামটা ভুলে গেছি মনে হচ্ছে”।

৮।

“এই শহরটা দেখছিস না, এখানে চার রকমের মানুষ থাকে”।

ড্রাইভ করতে করতে কথাগুলো বলল বিশ্বরূপদা। গাড়িটা ফ্লাইওভারে ওঠার আগের সিগন্যালে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটা বাচ্চা গোলাপ ফুল বিক্রি করছে। মানালি একটা গোলাপ কিনল। গাড়ি দাঁড়ানোর কাউন্টডাউন একশো কুড়ি থেকে শুরু হয়েছে।

বিশ্বরূপদা বলল “কার জন্য কিনলি?”

মানালি ফুলটা খোঁপায় গুঁজে বলল “নিজের জন্য। নিজেকে গিফট দেবার মজাটাই আলাদা। যাক গে, বল কোন চার রকমের মানুষ থাকে এই শহরে?”

বিশ্বরূপদা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল “এক, যারা ঘেমে নেয়ে ভিড়ে মারপিট করতে করতে পাব্লিক ট্রান্সপোর্টে যায়। এদের মধ্যে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, পরিবেশ সচেতন এবং কিছু টিপিক্যাল কিপ্টে শ্রেণীর পাব্লিক থাকে। এদের কারও কারও ট্যাক্সিতে ওঠার সামর্থটুকুও নেই। রুটের বাসের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে বাসে উঠে পড়েছে। লোকের ঘেমো জামা, টি শার্ট থেকে শুরু করে মোজা, সব কিছুর গন্ধ সত্ত্বেও এরা নির্বিকার। এদের মধ্যে অবশ্য ছাত্রছাত্রীরাও পড়ে”।

মানালি বলল “পরিবেশ সচেতন লোক যারা বাসে চড়ে, এরকম ধরণের লোক কলকাতায় আছে?”

বিশ্বরূপদা বলল “অফকোর্স। আমার নিজের চেনাই দুজন আছেন। তারা যথেষ্ট সচ্ছল। কিন্তু খুব তাড়া না থাকলে তারা কিছুতেই গাড়িতে চড়বেন না। এটা নিয়ে একটা স্টোরি করাই যায়”।

মানালি বলল “তা তুমি পরিবেশ সচেতন নও কেন?”

বিশ্বরূপদা বলল “দু নম্বর”।

সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বরূপদা গাড়ি স্টার্ট করে বলল “আমার মত পাব্লিক, যারা সুখী মানুষ। ই এম আইও দিয়ে দেবে দরকার হলে কিন্তু গাড়ি ছাড়া চড়বে না। ই এম আই দাতা থেকে আম্বানি, এই গোত্রে পড়ে”।

মানালি বলল “তিন নম্বর?”

গাড়িটা ফ্লাইওভারে উঠল। বিশ্বরূপদা বলল “ক্যাব পাব্লিক। এরাও ল্যাদ। যেমন তুই”।

মানালি বলল “মোটেও না। আমি সব সময় ক্যাবে চড়ি না। বললে হবে?”

বিশ্বরূপদা বলল “তাহলে লিফট নেওয়া পাব্লিক”।

মানালি রেগে গেল “আমি নেমে যাব চাইছ গাড়ি থেকে?”

বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল “এখানে নামলে আর দেখতে হবে না। জার্নালিস্ট নিজেই খবর হয়ে যাবে”।

মানালি বলল “হু। চার নম্বর?”

বিশ্বরূপদা বলল “ডব্লু টি পাব্লিক। টিকেট কাটবে না। এদের মধ্যেও কেপ্পন শ্রেনী আছে অবশ্য। চান্স ফ্যাক্টর খেলবে। যদি ধরা না পড়ে। এই কেপ্পন তথা নিকিরি শ্রেণীর লোকগুলো খুব ডেঞ্জার হয়”।

মানালি বলল “তুমি কিন্তু একটু নিকিরি টাইপ আছো”।

বিশ্বরূপদা বলল “কেন?”

মানালি বলল “এই যে, দাতা কর্ণ হয়ে লিফটও দাও, আবার কথা শোনাতেও ছাড়ো না”।

বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল “এটা খারাপ বলিস নি”।

মানালি বলল “আচ্ছা, ধ্রুব বাগচী বিয়ে করে নি? ওকে নিয়ে তো তেমন গসিপ ছড়ায় না। বরং সবাই ওঁর

বদমেজাজ নিয়েই যাচ্ছেতাই বলে দেখেছি"।
বিশ্বরূপদা বলল "হু। ধ্রুব বাগচী বিয়ে করেছিল তো"।
মানালি চমকে উঠে বলল "এটা তো জানতাম না"।
বিশ্বরূপদা বলল "জানার কথাও না। অনেকেই জানে না"।
মানালি বলল "কী করেন ওনার এক্স?"
বিশ্বরূপদা মানালির কথার উত্তর না দিয়ে বলল "ভাল সাংবাদিক মানেই ব্যোমকেশ বক্সী, জানিস তো?"
মানালি অবাক হয়ে বলল "মানে?"
বিশ্বরূপদা বলল "মানে সত্যান্বেষী। একটা ক্লু দিলাম তো। এবার বাকিটা খুঁজে নে"।
মানালি বিরক্ত হল "এ আবার কী! এ কী এমন বিরাট ব্যাপার যে খুঁজে দেখতে হবে?"
মানালির পাড়ার গলি চলে এসছিল। বিশ্বরূপদা গাড়িটা বা দিকে রাখতে রাখতে বলল "এসব ফিল্ডে তোকে কেউ চামচ দিয়ে খাইয়ে দেবে না মা। হতে পারে স্টোরিটা দারুণ ইন্টারেস্টিং। হতে পারে নেহাতই ম্যাড়ম্যাড়ে। কিন্তু তোকে নিজেকেই স্টোরিটা খুঁজতে হবে। আমি আর কিচ্ছু বলব না"।
মানালি দরজা খুলে নামতে নামতে বলল "অ্যাস এক্সপেক্টেড"।
বিশ্বরূপদা গাড়ি স্টার্ট দিল "নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট এটাই। আর হ্যাঁ, এবারে প্রশ্নগুলো যন্ত্রের মত করে উত্তর নিয়ে আসলে চলবে না। গভীরে যেতে হবে। মাইন্ড ইট"।
মানালিকে আর দ্বিতীয় কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। মানালি হাঁ করে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে বাড়ির রাস্তা ধরল।
পাড়ার মোড়ে চপ ভাজা হচ্ছে। মানালি ঠোঁট কামড়ে একটু দাঁড়াল। ডায়েটিং চলছে আজকাল। তেল বারণ। বেগুণীর গন্ধ অগ্রাহ্য করে খানিকটা হেঁটে আবার ফেরত এল। মনে মনে বলল "আজই শেষ। প্রমিস প্রমিস প্রমিস। আর একটাও না কাল থেকে"।
কাগজের তিন কোণা ঠোঙায় বেগুণী দিয়ে তার ওপর দিয়ে একটু বিটনুন ছড়িয়ে দিয়েছে। মুখে দিতে জিভ পুড়ে যাবার জোগাড় এত গরম। মানালি কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে বেগুণীর গন্ধ নিল। চোখ খুলে দেখল রকের তিন চারটে ছেলে আড্ডা থামিয়ে তাকে দেখছে।
মানালি হাসি হাসি মুখে ছেলেগুলোর দিকে তাকাল। ছেলেগুলো ঘাবড়ে গিয়ে ভারতের জিডিপি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে দিল। বেগুণীতে কামড় দিতে দিতে মানালি বাড়ি ঢুকল।
মা গম্ভীর মুখে দরজা খুলে তাকে দেখে গজগজ করতে করতে বলল "আরও খা। খেয়ে মোটা হ। আর বিয়ে টিয়ে দিতে হবে না আমায়। অবশ্য কোনটাকে কোন মুল্লুকে জুটিয়েছিস কে জানে! আমি আর কিছু বলব না"।
মানালি বলল "না বলাই ভাল। সংকীর্তন কর, যেমন করছিলে, তাতেই ভাল"।
মা বলল "হ্যাঁরে, ছেলেটার সঙ্গে গাড়িতে কী কথা বললি?"
মানালি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল "ছেলে আর মেয়ের নাম ঠিক করছিলাম"।
মা রেগে গেল "সব সময় ইয়ার্কি"।
মানালি বলল "তা তুমি কী দাবী কর মা? ছেলেটা আমাকে লিফট দেবে আর আমি ছেলেটার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে যাব?"
মা বলল "যা পারিস কর। আমি আর কিছু বলব না। এক ছাতার চাকরি জুটেছে, আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খেল!"
মানালি বলল "আমিও তো তাই চাই মা, তুমি আর কিছু বলবে না"।
মা গজগজ করতে করতে ঠাকুর ঘরে চলে গেল।
মানালি ফ্রেশ হয়ে ঘরে গিয়ে ল্যাপটপ অন করল।

ওয়ার্ড খুলে বড় বড় করে লিখল "ধ্রুব বাগচীর এক্স"।
কয়েক সেকেন্ড অন্যমনস্কভাবে বসে লেখাটার ফন্ট সাইজ বাড়াতে লাগল। ল্যাপটপের ঘড়ি জানান দিচ্ছে সাতটা পঞ্চান্ন।
বেশ কয়েকটা ইমেল এসছে। মানালি বসে বসে চেক করল। মন বসছে না কাজে। ধ্রুব বাগচী লোকটার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। উন্নাসিক, উদ্ধত। ইউটিউবে ধ্রুবর প্রথম সিনেমাটা দেখতে শুরু করল সে। বেশ সাবলীল গল্প বলা। ঝকঝকে সিনেমা। মানালি ফরোয়ার্ড করতে করতে গোটাটা দেখল। নিঃসন্দেহে বিগত কয়েক বছরের অন্যতম সেরা কাজ। লোকটা ট্যালেন্টেড সন্দেহ নেই।
ডার্ক লাভ ইউটিউবে এসে গেছে। মানালি হেডফোন কানে গুঁজে সিনেমাটা দেখতে বসল আবার। অবাক হয়ে সে নিজেই লক্ষ্য করল সিনেমাটা এবার দেখতে ভাল লাগছে। একটা বেশ অন্যরকমের কন্সেপ্টে সিনেমাটা তৈরী করা। গতি একটু ধীর কিন্তু গল্প বলার কায়দাটা অদ্ভুত সুন্দর। একটু মন খারাপ হল তার। হলে তিন চারটে লোক পেছন থেকে "চলবে না চলবে না" শুরু থেকেই বলে যাচ্ছিল। শুধু ওই টুকু কথায় তখন প্রভাবিত হয়ে গেছিল।
একটানা দেখছিল সিনেমাটা। হেডফোনটা কান থেকে নামিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে রইল সে।
এগারোটা বাজে। ডাইনিং টেবিল থেকে বেশ জোরে জোরে থালা বাসন ব্যবহার করার শব্দ আসছে। মানালি বুঝল মা ভীষণ রেগে আছে। সে চুপচাপ গিয়ে টেবিলে বসে পড়ল।
মা বলল "বাহ, আমার কী সৌভাগ্য! এবার খেয়ে আমায় উদ্ধার কর"।
মানালি বলল "বাবা কবে ফিরছে?"
মা বলল "নিজে ফোন করে খবর নাও। আমি তোমার রিপোর্টার নই। বুঝেছ?"
মানালি বুঝল মা তুমুল রেগে গেছে। তুইটা থেকে তুমিতে কনভার্ট হলেই মানালি বুঝে যায় ঈশান কোণে মেঘ জমতে শুরু করেছে।
সে চুপচাপ দুটো রুটি খেয়ে বেসিনে প্লেট রেখে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।
মার সঙ্গে এখন বেশি কথা বলতে গেলেই ঝাড় অনিবার্য।
খাটে কয়েক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাকল সে। সাড়ে এগারোটা বাজছে।
মানালি হঠাৎ ফোনটা বের করে ধ্রুব বাগচীকে ফোন করল।
দুটো রিং হতেই ফোন তুলে জড়ানো গলায় ভদ্রলোক বললেন "ইয়েস"।
মানালি বলল "স্যার সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে এসছি"।
ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। বেশ কিছুক্ষণ হেসে ধ্রুব বাগচী বললেন "বলুন, আবার কী দাবী আপনার?"
মানালি বলল "স্যার একটা ইনফরমেশন জানার ছিল। আপনার ওয়াইফ, মানে যাকে ডিভোর্স দিয়েছেন..."
এই অবধিই বলতে পারল মানালি। ওপাশ থেকে অকথ্য ভাষায় কয়েকটা গালাগালি ভেসে এল।
মানালি চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড ফোনটা দূরে রেখে দিল। খানিক পরে ফোনটা কানে দিল। ধ্রুব বাগচী প্রবল উৎসাহে তিন অক্ষর থেকে চারের ঘরে ঢুকে পড়েছেন সসম্মানে।
একটু ধরার পরে মানালি ফোনটা কেটে দিল।
ধ্রুব বাগচীর পেছনে সময় নষ্ট করার থেকে ল্যাপটপে তাস খেলা ভাল।

৯।

লাঞ্চ ব্রেকে দীপ অফিস ক্যান্টিনে খাবার অর্ডার করে মোবাইলে বাজারের হাল দেখছিল।
রাম তার কাঁধে একটা টোকা দিয়ে তার পাশের চেয়ারে বসে বলল “কীবে, তোর হল কী?”
দীপ অবাক হয়ে বলল “কেন?”
রাম বলল “তুই আজ আমার পরে অফিস এসেছিস। ইনফ্যাক্ট সবার পরে। এবং এটা তোর অফিস লাইফে ফার্স্ট হল”।
দীপ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে বলল “হতে পারে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। লেট তো হইনি”।
রাম বলল “সেটা ঠিক আছে কিন্তু তুই তো প্রতিদিনই বিফোর টাইমে ঢুকে যাস”।
দীপ হাসল “এভ্রিথিং চেঞ্জেস মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। আমি তো তুচ্ছ”।
রাম বলল “সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বিয়ে করার প্ল্যান করছিস নাকি?”
দীপ বলল “তোর আর কোন কাজ নেই? র‍্যাপিড ফায়ার শুরু করেছিস কেন? ওপিয়ামের বিলটা হিসেব করেছিস?”
রাম বলল “ওটা আমি দিয়ে দেব। আজ তুই খাইয়ে দিস”।
দীপ বলল “আজ খাব না। তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে”।
রাম বলল “কোথায় যাবি?”
দীপ বলল “কাজ আছে। রাধিকার মানভঞ্জন বোঝ মামা?”
রাম চোখ কপালে তুলে বলল “রাধিকা? মানে তুই সিরিয়াসলি প্রেম করছিস?”
দীপ বলল “ক্যাজুয়ালি তো আমি কোন কাজই করি না। প্রেমটা কিভাবে করব তবে?”
রাম কপালে হাত দিয়ে বলল “হয়ে গেল। আরেকজন শহীদ হল”।
দীপ বলল “তোকে আরেকটা ফ্যাক্ট বলি। কাল রাত দেড়টা অবধি আমি ফোনে কথা বলেছি”।
রাম কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে দীপের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল “খাটিয়া অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। আর কোন আশা নেই। তেরা রাম নাম সত্য হো গায়া ভাই”।
দীপের খাবার এসে গেছিল। দীপ কাটা চামচ দিয়ে চাউ ম্যানেজ করতে করতে বলল “সেটা ঠিকই বলেছিস। রাত দেড়টা অবধি আমি স্কুল কলেজ লাইফেও জেগে থাকতাম না। ফোন রাখার পর দেখলাম ঘুমও আসছে না। শেষতক ঘুম আসতে আসতে তিনতে বেজে গেল।”
রাম মৃদু স্বরে বলল “তিনটে না, তোর বারোটা বেজে গেছে। মেয়ে কী করে?”
দীপ বলল “আগে ফেসবুক হোয়াটস অ্যাপ করত না এখন করে”।
রাম বলল “আহ সেটা বলছি না। কী করে মানে, জব করে?”
দীপ বলল “না, স্টিল স্টাডিং”।
রাম বলল “ভালই তো। প্রবলেম কোথায়?”
দীপ বলল “কোন প্রবলেম নেই। শুধু রাত দুটো অবধি রোজ কথা বলতে হলে কী হবে সেটা নিয়ে আমি একটু চিন্তিত”।
রাম বলল “অতক্ষণ কী কথা বললি?”
দীপ চাউ চিবোতে চিবোতে বলল “তাকে আমি কী দেখে পছন্দ করলাম”।

রাম বলল “এ কি আমাদের কোম্পানির এইচ আর নাকি বে? এই কোম্পানিতে কেন জয়েন করতে চাও জিজ্ঞেস করে! তুই কী বললি?”
দীপ বলল “ভাট বকে গেলাম। আর কী বলার আছে? অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস বুঝলাম। সব রিলেশনশিপেই পাব্লিক খুব ইনসিকিউরিটিতে ভোগে। সে জন্যই ফোনে সব সময় অন্য জনকে ধরে রাখতে চায়। ভাবে এই বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল”।
রাম বলল “এর মধ্যে ইনসিকিউরিটিও চলে এল? তোর সঙ্গে তো ফ্রাইডে মাল খেলাম। এই দুদিনে স্টোরি এতটা এগিয়ে গেল বলছিস?”
দীপ হাসল “আমিও তো তাই দেখছি। বেসিক্যালি আই অ্যাম স্টিল কনফিউজড। প্রেমটা অ্যাসেট না লায়াবিলিটি! শুরুতে সব কিছু খুব ইন্টেলেকচুয়াল মেটিরিয়াল মনে হয়, ব্যাপারটা একটু এগোলেই বোঝা যায়, ছোট ছোট ন্যাকামিগুলো জুড়তে জুড়তে ব্যাপারটা আসলে একটা বড় সড় ক্যাচাল ছাড়া আর কিছুই না।”
রাম মুখ বাঁকাল “তোর কাছে লায়াবিলিটিই হবে। এখন থেকেই যা বিরক্তি দেখাচ্ছিস, বোঝাই যাচ্ছে এ জিনিসের বেশিদিন ভ্যালিডিটি নেই”।
দীপ বলল “আই অ্যাম কনফিউজড। রিয়েলি। এসব আসলে বোঝা। তুই চিন্তা না করতে চাইলেও এসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে, লটস অফ ইমোশনস আর ইনভল্ভড। সব মিলিয়ে...”
রাম বলল “সব মিলিয়ে?”
দীপ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এই সময় সমীর স্যার ক্যান্টিনে ঢুকে দীপকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন “আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। কাল ভুবনেশ্বর যেতে হবে গাঙ্গুলি। এস টি ইনফোটেকে। একটা আর্জেন্ট কল আছে। কোন প্রবলেম আছে নাকি? যেতে পারবে তো?”
দীপ বলল “ওকে স্যার। চলে যাব”।
সমীর বললেন “কাল ভোরের ফ্লাইটের টিকিট কাটতে বলে দিচ্ছি তবে। সন্ধ্যেয় যাতে ফিরে আসতে পারো দেখছি। নইলে পরশু চলে আসবে”।
দীপ বলল “ওকে স্যার”।
সমীর যেতে রাম বলল “শালা! এর মধ্যে ট্যুর দিয়ে দিল!”
দীপ বলল “ভালই তো। সব সময় কলকাতা পোষায় তোর?”
রাম বলল “দেখ কী করবি! তোর লায়াবিলিটিকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিস তো যাবি নাকি”।
দীপ কাঁধ ঝাঁকাল “অফিসের ব্যাপারে কেন জিজ্ঞেস করতে যাব”।
রাম বলল “ওরম মনে হয়। দুদিন পরে সব ব্যাপারেই এক্সপ্ল্যানেশন চাইবে। তখন বুঝবি”।
দীপ বলল “বাল। অত কে বলতে যাবে”।
দীপের ফোন বাজছিল।
রাম বলল “সে?”
দীপ দেখল চিত্রলেখা ফোন করছে। তার চাউটা পোষাচ্ছিল না। খানিকটা বাকি ছিল তখনও। উঠে বেসিনে মুখ ধুয়ে এসে চিত্রলেখাকে কল ব্যাক করল। রিংও হতে পারল তার আগেই চিত্রলেখা ধরে বলল “লাঞ্চ হল?”
দীপ বলল “হ্যাঁ”।
রাম হতাশ মুখ করে উঠে খাবার অর্ডার করতে গেল।
চিত্রলেখা বলল “কী খেলে?”
দীপ বলল “টেস্টলেস চাউ”।
চিত্রলেখা বলল “তুমি বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যাও না?”

দীপ বলল "নাহ। দুপুরে অফিসের ভরসাতেই চলে যায়"।
চিত্রলেখা বলল "আমি ডিস্টার্ব করছি না তো?"
দীপ বলল "না না ঠিক আছে"।
চিত্রলেখা বলল "বলছিলাম আজ সন্ধ্যের মিটটা কাল করা যেতে পারে? আজ একটা প্রবলেম হচ্ছে"।
দীপ বলল "কাল আমি কলকাতায় থাকছি না"।
চিত্রলেখা অবাক গলায় বলল "কোথায় যাচ্ছ?"
দীপ বলল "ভুবনেশ্বর। অফিসের কাজে"।
চিত্রলেখা বলল "ওহ। তাহলে ঠিক আছে। এসে দেখা হবে তবে"।
ফোনটা কেটে গেল।
দীপ অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকল।
রাম এসে বসেছে তার সামনে। বলল "কী রে? কী হল?"
দীপ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "ফুল মারা গেল"।
রাম বলল "কার?"
দীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "আমার। আর কার?"

১০।

মানালি অফিসে ঢুকে ডেস্কে বসেই পেপারওয়েট চাপা চিরকুটটা দেখতে পেল।
“চেম্বারে আয় আগে”।
বিশ্বরূপদার হাতের লেখা।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বিশ্বরূপদার চেম্বারে নক করল।
“আসব?”
“আয়”। বিশ্বরূপদা গম্ভীর হয়ে কিছু একটা লেখা লেখি করছিল।
মানালি বলল “কী ব্যাপার? জরুরি তলব?”
বিশ্বরূপদা চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকাল “তুই কি গান্ডু?”
মানালি আকাশ থেকে পড়ল “কেন? কী হল? সকাল সকাল গালাগাল করছ কেন?”
বিশ্বরূপদা বলল “পুজো করব?”
মানালি বলল “কী হয়েছে সেটা তো বল!”
বিশ্বরূপদা বলল “তোকে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করতে বললাম আর তুই ধ্রুব বাগচীকেই ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করে বসলি ওঁর বউয়ের ব্যাপারে?”
মানালির মনে পড়ল। সে বলল “আমি ভুলেই গেছিলাম। কাল রাতে ধ্রুব বাগচীকে ফোন করে ফেলেছিলাম ওঁর সিনেমাদুটো দেখে। মনে হল জিজ্ঞেস করে ফেলি কিছু বলে নাকি! তোমায় কখন বলল?”
বিশ্বরূপদা বলল “কাল রাতেই”।
মানালি বলল “ওহ”।
বিশ্বরূপদা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল “ভেবেছিলাম তোর হেড অফিসে কিছু গ্রে ম্যাটারস আছে। দেখছি ব্যাপারটা ফুল ব্ল্যাক হোল”।
মানালি বলল “এই শোন, তোমার এভাবে রি অ্যাক্ট করার কিচ্ছু হয় নি। তুমি আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছ। আমার মনে হয়েছিল ধ্রুব বাগচীকেই জিজ্ঞেস করে যদি কোন শর্ট কাট ওয়ে পাওয়া যায়, সিম্পল!”
বিশ্বরূপদা বলল “ঝাড় তো খেয়ে গেলি, এবারে কী করবি?”
মানালি ঠোঁট কামড়ে কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল “আবার অ্যাপ্রোচ করা যায়”।
বিশ্বরূপদা বলল “বোঝা যাচ্ছে, চাকরিটা তোর না করলেও হয় তাই না?”
মানালি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল “আমার কথা শুনে কি তোমার তাই মনে হচ্ছে?”
বিশ্বরূপদা বলল “তোকে আর কত শেখাতে হবে বলত মানালি? তোকে আমি একটা ক্লু দিলাম। তুই সেই ক্লুটা নিয়ে একটু ভাবলি না, তোর একবারও মনে হল না ধ্রুবর যে সব বন্ধু বা কাছের মানুষ আছে, তাদের মধ্যে সেফ কাউকে টার্গেট করে কিছু জানার চেষ্টা করার কথা, তুই শুরুতেই ওকে ফোন করে দিলি, মানে হচ্ছেটা কী? এভাবে করবি তুই তোর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং?”
মানালি বুঝল বিশ্বরূপদা ভীষণ রেগে আছে। বলল “ঠিক আছে আমি দেখছি কী করতে পারি। দয়া করে এত রেগো না। এমনিতেই বাড়িতে একটা থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে হয়, এরপরে যদি অফিসে তুমিও এত রেগে রেগে থাকো, তাহলে আমায় সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে”।
বিশ্বরূপদা কয়েক সেকেন্ড গজগজ করে বলল “ধ্রুবকে ফোন করে সরি বলে দে”।
মানালি অবাক হল “কেন?”

বিশ্বরূপদা বলল "কেন বোঝ না? ছাত্রবন্ধু দিতে হবে? নাকি ডিকশনারি! মানে বুঝতে কোনটা চাই তোর?"
মানালি বলল "ওকে ওকে। আবার রেগে যাচ্ছ। ঠিক আছে, আমি ডেস্কে গিয়ে এখনই ফোন করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি"।
বিশ্বরূপদা বিরক্ত মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল "নাও লিভ"।
মানালি বিশ্বরূপদাকে আর ঘাটাল না। চুপচাপ নিজের ডেস্কে এসে বসে হাঁফ ছাড়ল।
বিতস্তা এসেছে। তাকে দেখে বলল "কী হল, সকাল সকাল অ্যাসাইনমেন্ট পেলি নাকি?"
মানালি বিতস্তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল "একটা ফোন করে নি দাঁড়া"।
ডেস্কের ফোন থেকে সে ধ্রুব বাগচীর মোবাইলে ফোন করল। দু বার পুরো রিং হয়ে গেল। কেউ ফোন তুলল না।
বিতস্তা বলল "কাকে ফোন করছিস?"
মানালি বলল "আর কে! এক শনি জুটেছে মাথায়। লাইফ হেল হয়ে গেল"।
বিতস্তা অবাক গলায় বলল "ধ্রুব বাগচী! আবার? কেন!"
মানালি বলল "আর কেন! দাঁড়া লাস্ট ট্রাই করে নি।"
তৃতীয়বার রিং হবার পর ঘুম চোখে ধ্রুব ফোন ধরলেন "হ্যালো, কে বে ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে?"
মানালি বলল "স্যার আমি। সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে বলছি। আপনাকে সরি বলার জন্য ফোন করেছি"।
ধ্রুব একটু চুপ করে গেলেন। সম্ভবত মনে করার চেষ্টা করলেন কী হয়েছে। কয়েক সেকেন্ড পর বললেন "এই এক নতুন চুতিয়াপা শুরু হয়েছে। সরি বলে দিলেই যেন সাতখুন মাফ"।
মানালি বলল "স্যার আমি সত্যি সরি"।
ধ্রুব বলল "আপনি কেন সরি? এক্সপ্লেইন"।
মানালি দেখল বিতস্তা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে একটু ভেবে বলল "স্যার আপনাকে মাঝরাতে ফোন করে বিরক্ত করার জন্য"।
ধ্রুব বলল "না। আপনাদের এটাই সমস্যা বুঝেছেন? ঠিক কোন জায়গাটা অপরাধ করেছেন সেটাই বুঝতে পারেন না। আপনাদের মত পাব্লিকের জন্যই রিমেকের এত রমরমা বাজার। আসল ট্যালেন্টগুলো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে"।
মানালি অবাক হয়ে বলল "এর মধ্যে রিমেক এল কোত্থেকে স্যার? তাছাড়া আমি বাংলা সিনেমা দেখিও না খুব বেশি"।
ধ্রুব ফুঁসে উঠলেন "খুব গর্ব হয় বলুন? আমি বাংলা সিনেমা দেখি না বলতে?"
মানালি একটু আক্রমণাত্মক হল "গর্বের কী আছে স্যার? একটা সিনেমায় দেখলাম তামিলনাড়ুতে যেরকম বাড়ি সে সিনেমার সেটটাও সেরকম হয়েছে। এরকম বাড়ি বাংলায় কোথায় আছে?"
ধ্রুব বললেন "তবু তো লোকে টিকিট কেটে দেখতে যাচ্ছে? কেন?"
মানালি বলল "কারণ মানুষকে সেটাই খাওয়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। একটা শ্রেণীর লোক সেটাই খেতে চাইছে তাই"।
ধ্রুব বললেন "কারণ এই ইন্ডাস্ট্রি দেউলিয়া ঘোষণা করে দিয়েছে নিজেদেরকে। যেভাবে কোন কোম্পানি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে, সেভাবেই ঘোষণা করে দিয়েছে। বাংলায় কথা বললে এখন ব্যাকডেটেড, বাংলা সিনেমা দেখা আউটডেটেড, বাংলা সিনেমার গল্প বলে তামিলের লোক, নাচ শেখায় অন্ধ্রের লোক, ক্যারাটে শেখায় মহারাস্ট্রের লোক, বাঙালির নিজস্বতা বলেই কিছু নেই আর। যাক গে, ঘুম থেকে উঠে দাঁত না মেজে এসব ভাট বকতে ভাল লাগছে না। আসল কথায় আসি, শুনুন, প্রাইভেসী শব্দটা মিডিয়া ডিকশনারিতে কোনকালেই ছিল না। পারলে তারা ইন্ডিয়া টিমের ক্যাপ্টেন কোন ব্র্যান্ডের কন্ডোম

ইউজ করে সেটাও ব্রেকিং নিউজ করিয়ে দেয়, কিন্তু বস, একটা কথা বুঝে নিন। আমার প্রাইভেট লাইফ সম্পর্কে আমাকে ঝাঁকিয়ে লাভ নেই। আমি এ সম্পর্কে একটা শব্দও বলব না"।

মানালি বলল "ওকে স্যার, আমি আপনাকে আর ডিস্টার্ব করব না"।

ধ্রুব বাগচী ফোনটা কেটে দিলেন।

মানালি সশব্দে ফোনটা রেখে বিড়বিড় করে বলল "অসভ্য আনকালচারড লোক একটা"।

বিতস্তা বলল "ঠিক আছে সব?"

মানালি বলল "হু"।

ইন্টারকমের ফোনে বিশ্বরূপদাকে ফোন করল সে, বিশ্বরূপদা ধরতে বলল "বলে দিয়েছি সরি"।

বিশ্বরূপদা কেজো গলায় বলল "ওকে"।

মানালি বলল "তবে কি এই অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে আপাতত আর না এগোলেও হবে?"

বিশ্বরূপদা বলল "কোন অ্যাসাইনমেন্ট?"

মানালি বলল "ধ্রুব বাগচীর বউ খোঁজার অ্যাসাইনমেন্ট! আর কী?"

"সাত দিনের মধ্যে স্টোরি করে ফেল। বেশি সময় নেই"।

বলেই ফোনটা কেটে দিল বিশ্বরূপদা।

বিতস্তা বলল "মিটল?"

মানালি বলল "এত সহজে মেটে? চাকরি করা যাবে না মনে হচ্ছে আর! ফাউ লোকের চাট খাবার কোন ইচ্ছা নেই আমার। নিজেকে বিরাট কিছু ভেবে ফেলেছে। ওই তো সিনেমা, গোটা হলে দশটা লোক। তার মধ্যে হল স্টাফ থাকে পাঁচটা"।

বিতস্তা বলল "অ্যাই! আমি কি একটু ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোটা জানতে পারি? সব কিছু কেমন হেঁয়ালি হেঁয়ালি মনে হচ্ছে"।

মানালি সংক্ষেপে সবটা বলে বলল "শ্রীপর্ণা ঘোষালের সঙ্গে ধ্রুব বাগচীর রিলেশন কেমন জানিস?"

বিতস্তা বলল "আমি কী করে জানব বলত?"

মানালি বলল "আমি কী জানি তুই কী করে জানবি? আমার সব কিছু এলো মেলো হয়ে যাচ্ছে। সাতদিনে কীভাবে সব কিছু আমি সামলাব বুঝতে পারছি না"।

মানালির গলাটা না চাইতেও কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

বিতস্তা বলল "সবই তো বুঝলাম কিন্তু ধ্রুব বাগচীর এক্স কী এমন হাতি ঘোড়া যে বিশ্বরূপদা এমন ডেসপারেট হয়ে গেল স্টোরিটার জন্য?"

মানালি হাঁ করে বিতস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এই কথাটা সেভাবে তার মাথায় আগে আসে নি কেন?

১১।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ভুবনেশ্বরের হোটেলের ঘরে ফিরল দীপ। ইচ্ছা করলে রাতের ফ্লাইটে কলকাতা ফেরা যেত কিন্তু সে নিজেই থেকে গেল। অনেক রাত হয়ে যেত বাড়ি ফিরতে ফিরতে।
হোটেলের ঘরে এসে ফ্রেশ হয়ে টিভিটা চালিয়েছে এমন সময় দেখল ফোনটা বাজছে। সে দেখল চিত্রলেখা ফোন করছে। ধরল "হ্যাঁ বল"।
"তোমার কি সারাদিনে একবারও আমার কথা মনে পড়ল না?" ওপাশের গলা থমথমে।
দীপ বলল "প্রচুর বিজি ছিলাম তো। ক্লায়েন্ট মিট ছিল, দুপুরে ভাল করে খেতেও পারি নি"।
"ওহ। আচ্ছা। এখন খেয়েছ?"
"হ্যাঁ বিকেলে খেলাম"।
"ওঃ, তারমানে বিকেলে ফ্রি হয়েছিলে?"
"হ্যাঁ। ওই একটু ফাঁক পেলাম, ওই সময়টাতেই খেয়ে নিলাম আর কী"।
"আচ্ছা"।
"তোমার কী খবর?"
"আমার? আমার ঠিক ঠাক। ভাবছিলাম ফেসবুক আবার ডি অ্যাক্টিভেট করে দেব"।
"সেকী কেন? কী হয়েছে?"
"তেমন কিছুই না। ভাল লাগছে না। আচ্ছা তুমি আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে খুশি তো?"
দীপ কপালে হাত দিল। সেই একই প্রশ্ন। সে বলল "অবশ্যই খুশি। কেন খুশি হব না বলতে পারো?"
চিত্রলেখা বলল "না, আসলে একটা মেয়ে একটা ছেলের থেকে নিরাপত্তা চায়। আমার আজকাল মনে হয় তুমি বোধ হয় একটু পজেসিভ হলে, আমাকে একটু সন্দেহ করলে আমি বেশি খুশি হতাম। আমার মনে হয় সব সময় তুমি আমাকে ছেড়ে ছেড়ে রাখছ, উপেক্ষা করছ"।
দীপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "একটা পরিণত সম্পর্কে ছেড়ে রাখাটাই স্বাভাবিক নয় কি? তোমার তো নিজেরও একটা স্পেস দরকার আছে তাই না? দেখো, আমরা কেউ তো আর ছোটবেলার মত প্রেম করি না, আমাদের একটা লাইফ আছে, দুজনে নিজের নিজের লাইফটা ঠিকভাবে কাটাতে পারলেই বোধ হয় বেশি খুশি হতাম। আমাদের শুরুটাও তো এরকম ভেবেই হয়েছিল। তুমি বিরক্ত ছিলে তোমার এক্সের ওপর যে অত্যধিক পজেসিভ ছিল, তো এখন হঠাৎ কী হল তোমার?"
চিত্রলেখা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "আমি আজকাল খুব ইনসিকিউরিটিতে ভুগছি"।
দীপ একটু রাগল "কীভাবে তোমাকে সিকিউরিটি দিতে পারি? ফিজিক্যাল রিলেশন চাও?"
চিত্রলেখা বলল "ধ্যাত। ওভাবে সিকিউরিটি আসে নাকি?"
দীপ বলল "কীভাবে আসে? সারাক্ষণ কানে ফোন গুঁজে রাখলে আসে?"
চিত্রলেখা বলল "জানি না। আমার মনে হয় আমাদের ফ্রিকোয়েন্টলি মিট করা দরকার। এভাবে দূরে দূরে থাকলেই আমার নিরাপত্তাহীনতাটা তৈরী হয়"।
দীপ বলল "বেশ তো, আমি কলকাতা গিয়েই তোমাকে মিট করব, তাহলে খুশি তো?"
চিত্রলেখা বলল "কোথায় মিট করব?"
দীপ বলল "তুমিই বল"।

চিত্রলেখা বলল “সেই তো রেস্তোরাঁতেই করতে হবে। আর কোথায় মিট করবে?”
দীপ বলল “তবে কোথায় করতে চাও, তুমিই বল”?
চিত্রলেখা বলল “জানি না। তুমি বোল কোথায় কীভাবে দেখা করতে হবে, আমি চলে যাব”।
দীপ বলল “ভেবে বলি?”
চিত্রলেখা বলল “আচ্ছা”।
দীপ ফোন রেখে অন্যমনস্ক ভাবে খানিকক্ষণ টিভি দেখল। হোটেলটা বেশ ভাল। সংলগ্ন বারও আছে। সে রুম সার্ভিসে ফোন করে একটা হুইস্কি আনিয়ে নিল। একা একা বসে থাকলে ইদানীং তার মদ খেতে ইচ্ছা করে। সোডা মিশিয়ে এক চুমুক সবে দিয়েছে এই সময়ে আবার সশব্দে ফোনটা বেজে উঠল। দীপ দেখল চিত্রলেখা আবার ফোন করছে, কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে ফোনটা ধরল “বল”।
“তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। যতক্ষণ না বলছি, আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে”। চিত্রলেখা যেন খানিকটা হাফাচ্ছিল।
দীপ অবাক গলায় বলল “কী কথা? খুব জরুরি কিছু?”
চিত্রলেখা বলল “আমার মনের মধ্যে বার বার এই কথাগুলো ঘুর পাক খাচ্ছে কিন্তু বলব বলব করেও বলা হয়ে উঠছে না”।
দীপ বলল “বল”।
চিত্রলেখা একটু থেমে বলল “আমার যে এক্স ছিল, একটা সময় খুব ক্ষেপে উঠেছিল”।
দীপ বলল “কী নিয়ে?”
চিত্রলেখা বলল “ফিজিক্যাল রিলেশন নিয়ে”।
দীপ বাধা দিল “এই ব্যাপারটা নিয়ে বোধ হয় ডিসকাস না করলেই ভাল হয়। ইনফ্যাক্ট এসব আমাকে না বললেও চলবে”।
“না, প্লিজ শোন। বলতে দাও। আসলে আমাদের মধ্যে একটা সময় এমন হয়ে গেছিল, কথা হলেই শুধু আমাকে কৈফিয়ত দিয়ে যেতে হত। এখানে গেছি কেন, এর সঙ্গে কথা বলেছি কেন, কেন বাজারে একা একা গেছি... মানে আমি পাগল হয়ে যেতাম”।
দীপ বলল “হ্যাঁ এই কথাটা তো তুমি আমাকে বলেছ”।
চিত্রলেখা বলল “বলেছি। আরও কিছু বলি নি”।
দীপ বলল “সেগুলো এখনই ফোনে বলতে হবে?”
চিত্রলেখা বলল “হ্যাঁ, ফোনেই বলতে হবে। শুনে যাও শুধু। ওকে এই কৈফিয়ত দিয়ে যাচ্ছি, রোজ রোজ কিছু না কিছু নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়ে যায়, ঠিক এমন পরিস্থিতিতে একদিন আমাকে বলে বসল ওর কোন বন্ধুর ফ্ল্যাট ফাঁকা, আমাকে নিয়ে যেতে চায়”।
দীপ উত্তর দিল না। চিত্রলেখা বলল “হ্যালো, শুনতে পারছ?”
দীপ বলল “হ্যাঁ, বল”।
চিত্রলেখা বলল “ওর ধারণা হয়েছিল ফিজিক্যাল রিলেশন একবার হয়ে গেলে আমি ওকে আর ছাড়তে পারব না। আমি কিছুতেই রাজি হই নি ওর প্রস্তাবে, যার ফলে ও আমার উপর ভীষণ রেগে গেল। যত রকম অসভ্যতা সম্ভব হয়, সব করতে লাগল”।
দীপ বলল “এটুকুই বলতে?”
চিত্রলেখা বলল “হ্যাঁ। তোমার মনে হতেই পারে আদৌ আমি ভার্জিন কি না, সেটা আমি তোমায় ক্লিয়ার করে দিলাম”।
দীপ বলল “দেখো, আমি তোমাকে বারবার বলেছি তোমার পাস্ট নিয়ে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই, তবু তুমি অনেক কিছু আমায় বলে যাচ্ছ। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা ভয় পাচ্ছ, ঠিক কী

ব্যাপারে সেটা পাচ্ছ আমাকে কি একটু খোলসা করে বলা যায়?"
চিত্রলেখা একটু ইতস্তত করে বলল "ছেলেটা একটু একরোখা। ভাংচি দেওয়া স্বভাব আছে। কিছুদিন আগে আমার একটা সম্বন্ধ এসছিল, কোত্থেকে জেনে শুনে ওদের বাড়িতে ফোন করে আমার নামে যা নয় তাই বলেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিয়েটা ভেঙে যায়। আমার ভয় হচ্ছে তোমায় যদি আবার ফোন করে..."
দীপ বলল "বেশ তো তুমি আমাকে ছেলেটার ফোন নাম্বার দাও, আমি এখন থেকেই ছেলেটার নাম্বার ব্লক করে রেখে দিচ্ছি"।
চিত্রলেখা বলল "ব্লক করে দেবে?"
দীপ বলল "হ্যাঁ, ও আমাকে ফোনে পাবেই না। ফোন একবার জাস্ট রিং হয়ে অটোমেটিক ডিসকানেক্ট হয়ে বিজিটোন শুনিয়ে দেবে। দাও নাম্বারটা"।
চিত্রলেখা বলল "সেটা দিচ্ছি কিন্তু যদি অন্য নাম্বার থেকে ফোন করে?"
দীপ বলল "ফোন কেটে দেব। এত চিন্তা করার তো কিছু নেই"।
চিত্রলেখা বলল "আমি ওর দুটো নাম্বারই হোয়াটস অ্যাপে পাঠাচ্ছি। তাহলে তাই কর"।
দীপ ফোনটা রাখল। একা একা বসে মদ খেতে লাগল।
চিত্রলেখা নাম্বার দুটো হোয়াটস অ্যাপে পাঠিয়েছে। দীপ কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে কোন কিছু না ভেবেই একটা নাম্বারে ফোন করে দিল। কয়েকটা রিং হতেই ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল "হ্যালো"।
দীপ বলল "কে বলছেন?"
"আপনিই তো ফোন করলেন? জানেন না কে বলছি"?
দীপ বলল "আপনি চিত্রলেখার এক্স?"
ওপাশে কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধতা। তারপর খানিকটা সতর্ক গলা "আপনি কে?"
দীপ বলল "আমি ওর বন্ধু"।
"বন্ধু? ওর ছেলে বন্ধু কোন কালেই ছিল না। ইদানীং উন্নতি হয়েছে দেখছি"।
দীপ বলল "তা হয়েছে। কয়েক দিন পরে তো চিত্রলেখার বিয়ে। জানেন তো?"
"বিয়ে? ওহ, ওর আবার বিয়ে হয়েছে? তা যা হবার হোক, আমার যা করার আমি তো করে নিয়েছি"।
"কী করেছেন?" দীপের মাথায় একটু একটু করে আগুন জ্বলছিল।
"যা করে। একটা প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে একসঙ্গে একটা ফ্ল্যাটে থাকলে যা করে। আপনি তো ওর বন্ধু, আপনাকে বলে নি কিছু ওকে কতটা আনন্দ দিয়েছি?"
দীপ আর নিতে পারল না। ফোনটা কেটে দিল।

১২।

টালিগঞ্জ মেট্রোতে নেমে মানালির খেয়াল হল লাঞ্চ করা হয় নি। রাস্তা পেরিয়ে রেস্তোরাঁয় বসে রুটি পনীর খাচ্ছিল। ঋপণ মাটন দিয়ে পরোটা খেতে খেতে বলল "কী করে পারিস তুই জানিস"।
মানালি বলল "কী পারি?"
ঋপণ বলল "এই যে মাটন চিকেন ছেড়ে পনীর খাচ্ছিস। এককালে মুনী ঋষিরা যে লেভেলের কন্ট্রোল করতেন, তোর মধ্যে তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি"।
মানালি খেতে খেতে বলল "দয়া করে মনে করিয়ে দিস না। বহু কষ্টে কন্ট্রোল করছি"।
ঋপণ বলল "শ্রীপর্ণা ঘোষালের ইন্টারভিউ আগে করেছিস?"
মানালি মাথা নাড়ল "না। খুব মুডি ভদ্রমহিলা শুনেছি। হুটহাট বসের কাছে কমপ্লেইন করে দেন জার্নালিস্টদের নামে"।
ঋপণ বলল "যৌবনোত্তীর্ণা নায়িকাদের সবার একই অবস্থা। এককালে লোকজন পাগলের মত পিছনে দৌড়ত, এখন পাত্তাও দেয় না। কিছুদিন আগে একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় দেখা। কেউ চেনে না। নিজেই অকারণ চ্যাঁচামেচি করে লোক ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন। তাতেও কেউ দেখে না। মুড অফ করে বেরিয়ে গেলেন। বুঝতেই পারছিস তুই ওঁর কাছে ধ্রুব বাগচীকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাচ্ছিস, ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তোর খবর আছে"।
মানালি স্যালাডের প্লেট থেকে শসা নিয়ে মুখে দিয়ে বলল "বুঝতে পারছি। এও বুঝতে পারছি এই চাকরিটা খুব শিগগিরি ভোগে যাবে। কিন্তু কী আর করা, চেষ্টাটা করে যাই"।
ঋপণ বলল "চাকরি গেলে কী করবি?"
মানালি বলল "এন আর আই ধরব। আমেরিকায় গিয়ে গুলাবজামুন বানিয়ে তোকে ফেসবুকে ট্যাগ করে দেব। হবে না?"
ঋপণ হাসতে হাসতে বলল "তুই পারবি না। আমি শিওর তুই পারবি না"।
মানালি বলল "আমিও শিওর আমি পারব না। কিন্তু ভাল ইংরেজি বলতে পারি, স্মার্ট, আমার মার ওপর আমার পূর্ণ ভরসা আছে। নিশ্চয়ই একটা এন আর আই ধরতে পারবে"।
ঋপণ বলল "এন আর আই নিয়ে পড়লি কেন হঠাৎ?"
মানালি বলল "শুধু এন আর আই কেন? বিয়েতেই আমার আপত্তি আছে। আমি কি কোন বোঝা নাকি বলত? কোন ভাবে পার করে দিতে পারলেই হল? কেন, আমি যদি নিজের পায়ে দাঁড়াই সিঙ্গল থেকে, সমস্যাটা কোথায়?"
ঋপণ চোখ বড় বড় করে বলল "ওরে বাবা, আবার সেই সব কঠিন কঠিন ব্যাপার। আমি ভাই গরীব ফটোগ্রাফার, আমার এসব বুঝে কাজ নেই"।
মানালির খাওয়া হয়ে গেছিল। উঠে মুখ ধুয়ে ঋপণকে বলল "খেয়ে চলে আয়। আমি বাইরে ওয়েট করছি"।
ঋপণ বলল "আমারও হয়ে এসেছে। আসছি আসছি। যাবি কিসে স্টুডিও?"
মানালি হাসল "হাঁটব। অনেকদিন হাঁটা হয় না"।
ঋপণ বলল "অনেকটা কিন্তু। পরে পালটি খেলে চলবে না"।
মানালি বলল "অনেকটা আমি জানি তো। নো চাপ"।

দুজনে যখন স্টুডিও পৌঁছল তখন তিনটে বাজে। মানালির আগে থেকে ফোন করা ছিল। মেক আপ রুম থেকে বেরিয়ে শ্রীপর্ণা খানিকটা আলাদা হয়ে তাদের নিয়ে বসলেন বাইরেই।
মানালি ভাল করে শ্রীপর্ণাকে দেখছিল। ধ্রুবর বয়সীই হবেন। তবে বয়সের ছাপ যেন আরও বেশি পড়ে গেছে ভদ্রমহিলার ওপরে। ইদানীং সিরিয়ালে মা মাসী পিসির রোল করেন।
শ্রীপর্ণা বললেন "আমাকে ফোন করতে পারতে সকালে। বাড়িতেই দিব্যি হয়ে যেত"।
মানালি ভেবেই এসেছিল কী বলবে। সে অসহায়ের মত মুখ করে বলল "একটু আর্জেন্ট ব্যাপার ছিল ম্যাম। আমাদের শনিবারের সিনেমার পেজটার অ্যাসাইনমেন্টটা জাস্ট সকালেই ঠিক হয়েছে। কয়েকটা ব্যাপার একটু ক্ল্যাশ করে গেল"।
শ্রীপর্ণা বললেন "ওহ, ঠিক আছে। শুরু করতে পারো। তুমি কি ফটো তুলবে?"
ঋপণের দিকে তাকালেন শ্রীপর্ণা।
মানালি বলল "হ্যাঁ ম্যাডাম, ইন্টারভিউয়ের পরে। মানে আপনি যদি পারমিশন দেন"।
শ্রীপর্ণা খুশি হয়ে বললেন "নো প্রবলেম। আচ্ছা ইউ মে স্টার্ট ইওর ইন্টারভিউ"।
মানালি নোটপ্যাড খুলল। সে শুরুটা সাধারন প্রশ্ন দিয়েই করল "ম্যাম, আপনি শুনলাম ছোটপর্দাকেই ঘর বানিয়ে ফেলছেন। বড় পর্দার ওপর কি ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলছেন"? মানালি খুব ভাল করেই জানত ব্যাপারটা আসলে উল্টো।
শ্রীপর্ণা প্রশ্নটা লুফে নিয়ে বললেন "একেবারেই তাই। এখন ছোটপর্দা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং"।
মানালি মনে মনে বলল, কোথায় চ্যালেঞ্জিং! এখানে মা মাসীর রোল করছিলেন, সিনেমাতেও তো তাই করতেন! সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল "আপনার লাস্ট বড় পর্দায় অভিনয় ধ্রুব বাগচীর ডার্ক লাভ। ক্রিটিক থেকে দর্শক, সিনেমাটা খুব একটা কেউই ঠিক ঠাক নিতে পারেন নি। আপনার কি মনে হয় সিনেমাটা করা আপনার একটা ভুল ছিল?"
শ্রীপর্ণা একজন স্পটবয়কে ডেকে জলের বোতল আনালেন। এক ঢোক জল খেয়ে বললেন "দেখ, ধ্রুবর সিনেমাটা কিন্তু বেশ কয়েকটা ফেস্টিভ্যালে বেশ ভাল রেসপন্স পেয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা ভুল যে সিনেমাটা করা ভুল ছিল। ধ্রুবর সঙ্গে সিনেমা করলে বেশ কিছু নতুন নতুন জিনিস শেখা যায়"।
মানালি সন্তর্পণে বাতাসে ভাসিয়ে দিল পরবর্তী প্রশ্ন "ম্যাম, একটা গুজব প্রায়ই ভাসে আপনার সঙ্গে ধ্রুব..."
শ্রীপর্ণা রাগলেন না, বললেন "আমি প্রিপেয়ারড ছিলাম এই বাউন্সারটার জন্য। কিন্তু আমি এটাকে ডাক করাটাই প্রেফার করব। নো পার্সোনাল কোয়েশ্চেন প্লিজ"।
মানালি বুঝতে পারছিল সে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলল "শিওর ম্যাম। বুঝতেই পারেন কৌতূহল আটকে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার"।
শ্রীপর্ণা বললেন "তোমাদের সাংবাদিকদের সঙ্গে ইয়ং ছেলেমেয়েদের মিল হল তোমরা একটা ছেলে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বললে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারো না আদতে তারা বন্ধু হলেও হতে পারো। একবারে গুজবটাকে বেডরুম পর্যন্ত না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা শান্তি পাও না। শোন মেয়ে, ধ্রুব আর আমাদের ফ্যামিলি অনেক দিন ধরে ক্লোজ ফ্রেন্ড। আমরা একে অপরের ফেলিওরে পরস্পরকে সান্ত্বনা দি। সাকসেস সেলিব্রেট করি। আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়ির কমপ্লেক্সে ধ্রুবও একটা ফ্ল্যাট কিনবে ঠিক করেছিল। পরে পিছিয়ে আসে। ধ্রুবর ধারণা ছিল ডার্ক লাভ হিট করে যাবে। সিনেমাটা যে বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়বে, সেটা ধ্রুব কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ওই সময়টা ও ভীষণ ভেঙে পড়েছিল। দিন রাত ড্রিংক করে দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। আমি ওকে সাপোর্ট দিয়েছি। এতে তোমরা যদি কিছু খুঁজে পাও তো ভালই, আমার আর কিছু বলার নেই"।
মানালি এবার তার আসল প্রশ্নটা করে ফেলল "ধ্রুববাবুর স্ত্রী সে সময়টা ওঁর পাশে ছিলেন না?"
শ্রীপর্ণা কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বলল "ধ্রুবর স্ত্রীর ব্যাপারে তুমি কী করে জানলে?"

মানালি সত্যিটা বলে দিল "আমার মনে হয় অনেকেই জানেন ম্যাম, ইনফ্যাক্ট ওঁর ব্যাপারে আমার বসই বলেছেন"।
শ্রীপর্ণা মাথা নাড়লেন "আমার মনে হয় না আমার ইন্টারভিউর সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক আছে। তোমার আর কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারো"।
মানালি মরিয়া হল "সম্পর্ক আছে ম্যাম, মার্কেটে অনেক গসিপ রটেছিল আপনাদের ব্যাপারে। আপনি বলতেই পারেন ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু আপনার ফ্যামিলিতেও কি কোনদিন ধ্রুবকে নিয়ে কোন সমস্যা হয় নি?"
শ্রীপর্ণা তীক্ষ্ণ চোখে মানালির দিকে তাকিয়ে বলল "একটা ইন্টারভিউ এত পার্সোনাল জায়গায় যাচ্ছে কেন? সময়ের কণ্ঠস্বরের কি এত খারাপ অবস্থা যে শেষতক লোকের কেচ্ছা খুঁড়ে বের করতে হচ্ছে?"
মানালি দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল "এক্সট্রিমলি সরি ম্যাম। স্বাভাবিক কৌতূহল এগুলো বুঝতেই পারছেন"।
শ্রীপর্ণা বললেন "শোন মেয়ে, খুব ভাল ভাবে শুনে নাও। আমার ফ্যামিলি আছে, আমার হাজব্যান্ড আছেন, আমার একটা ক্লাস থ্রিতে পড়া মেয়ে আছে। আমি এঁদের ছাড়ার কথা কোনদিনই ভাবতে পারব না। সুতরাং ধ্রুব বাগচী আর আমাকে নিয়ে যা যা গুজব শুনেছ তার গোটাটাই কল্পনার বালির বাঁধের ওপর ভিত্তি করে তৈরী করা"।
মানালি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল "অনেকের ধারণা যে ধ্রুব বাগচীর ডিভোর্সের জন্য আপনি অনেকাংশে দায়ী"।
শ্রীপর্ণা ভ্রু কুঁচকে বললেন "কার ধারণা? একেক করে নাম বল"।
মানালি ঠোঁট কামড়ে বলল "সেটা তো সিক্রেট ম্যাম। আমি সোর্স ডিসক্লোজ করতে পারব না"।
শ্রীপর্ণা রাগী গলায় বললেন "আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার কাজ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করতে এসছেন। আপনার প্রশ্নগুলো খুব মিসলিডিং সেটা বুঝতে পারছেন তো? আশা করি আপনার নামে আপনার অফিসে আমি কোন রকম কমপ্লেইন করি সেটা আপনি চাইবেন না"।
মানালি রেকর্ডার অফ করল "একটা শেষ প্রশ্ন ম্যাম"।
শ্রীপর্ণা অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন "বল"।
মানালি বলল "ধ্রুব বাগচীর বউয়ের বর্তমান ফোন নম্বরটা দেওয়া যাবে?"
শ্রীপর্ণা উঠলেন "এলাম। শট রেডি হয়ে গেছে"।
মানালি মাথা নিচু করে বসে থাকল। সে স্পষ্টতই বুঝতে পারল সন্ধ্যেয় আবার ঝাড় খেতে চলেছে সে।
শ্রীপর্ণা অনেকটা চলে গেছিলেন।
হেঁটে ফিরে এসে আবার মানালির সামনের চেয়ারে বসে বললেন "ধ্রুব বাগচী লোকটাকে রিড করা অত সহজ নয়। যত পাঁকই ঘেঁটে ফেল, কিছুই বের করতে পারবে না"।
মানালি বলল "ওঁর স্ত্রীর খোঁজ করা কি পাঁক ঘাটার সমান বলতে চাইছেন ম্যাম?"
শ্রীপর্ণা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন "ফোন নাম্বারটা নাও"।

১৩।

টেক অফের সময় দীপ অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করে। প্রথমে কিছু হয় না। এয়ার হোস্টেসরা যখন বোঝায় আপতকালীন সময়ে কী করতে হবে, সেই সময়ে ধীরে ধীরে তার ভয় হতে শুরু করে।
দীপ জানলার ধারে বসেছে। মাঝে বছর পঞ্চাশের এক বাঙালি ভদ্রলোক বসেছেন। ভদ্রলোকের ভুঁড়িটা নজর কাড়ার মত। অপর কোণায় ভদ্রলোকের স্ত্রী। দুজনের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে ওঁরা পুরী গেছিলেন পুজো দিতে। প্লেন রানওয়ে দিয়ে দৌড় শুরু করতে না করতেই দুজনে ফিসফিস করে "জয় জগন্নাথ" বলতে শুরু করলেন। প্লেনটা যখন আকাশ অভিমুখে যাত্রা শুরু করল দীপ কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করল। তার হঠাৎ মনে হল আজ মরে গেলে কি খুব কষ্ট হবে কারও? পরমুহূর্তে বাবা মার মুখটা মনে পড়ে গেল। খানিকটা দুর্বল হল সে। মরে যাবার জন্য বয়সটা খুব অল্প এখনও। আরও কয়েকটা বছর বাঁচলে খারাপ হত না। টেক অফ ঠিক ঠাক হবার পরে প্লেনে এয়ার হোস্টেসরা ফেরিওয়ালাগিরি শুরু করে দিল।
পাশের ভদ্রলোক বললেন "সকালে ভাল করে কিছু খাওয়া হল না, এক খান স্যান্ডউইচ খাই? কী বল?"
ভদ্রমহিলা চাপা গলায় বললেন "পনেরোটা কচুরি খেয়েছ। ওটা যদি খাওয়া না হয় তবে কোনটা খাওয়া?"
ভদ্রলোক নিচুস্বরে প্রতিবাদ করলেন "প্লেন মাঝ আকাশে থাকলে সব হজম হয়ে যায়, জানো না?"
ভদ্রমহিলা কটমট করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন "ধাইকিড়িকিড়ি, আরও কতক্ষণ বসতে হবে কে জানে!"
ভদ্রমহিলা বললেন "তোমাকে না বলেছি অকারণে ধাইকিড়িকিড়ি বলবে না! আজব লোক একটা, যে জায়গায় যাবে, সেখানকার কিছু না কিছু একটা মুদ্রাদোষে পরিণত না করলে শান্তি নেই"।
ভদ্রলোক সুবিধে করতে না পেরে তার দিকে তাকালেন "আপনি বাঙালি?"
দীপ বলল "হ্যাঁ"।
ভদ্রলোক বললেন "কলকাতায় বাড়ি?"
দীপ বলল "হ্যাঁ"।
ভদ্রলোক বললেন "গুড। বিয়ে করেছেন?"
দীপ বলল "না"।
ভদ্রলোক বললেন "ভেরি গুড। এক্কেবারে করবেন না। ভয়ংকর ব্যাপার। আপনি কি পুরী গেছিলেন?"
দীপ বলল "না, ভুবনেশ্বর, অফিসের কাছে"।
ভদ্রলোক বললেন "ওহ। তা ঠিক। একা একা পুরী গিয়ে করবেনই বা কী?"
দীপ কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল "সেই"।
ভদ্রলোক বললেন "পুরীতে খুব খিদে পায়। আমার সমুদ্রের হাওয়া লাগলেই খিদে পায়"।
দীপ বলল "ও"।
ভদ্রলোক বললেন "তবে বাড়ির খাবার ব্যাপারই আলাদা। এই যে নেমে বাড়ি গিয়ে..."
দীপ পরিষ্কার দেখতে পেল ভদ্রলোকের পায়ে ভদ্রমহিলা একটা চিমটি কাটলেন। ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনার বাড়ি কোথায়?"
দীপ বলল। ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন "ওহ, সাউথ! আমরাও তো ওদিকেই থাকি"।
ভদ্রমহিলা বললেন "ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না ভাই, ও খুব খেতে পছন্দ করে"।
দীপ বলল "তা আমিও"।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন "সবাই তো আর তোমার মত পেটরুগী না। হুহ। খাবার কথা বললেই ওনার যত কথা!"
ভদ্রমহিলা বললেন "তা তো বলবোই। মাঝরাতে উঠে যখন বল ওগো আমার শরীর খারাপ লাগছে তখন তো আমাকেই সামাল দিতে হয়"।
দুজনের প্রেমালাপের শব্দ একটু বেড়ে গেছিল। দীপ দেখল আশে পাশের সিট থেকে সবাই কৌতুকচিত্তে তাদের সিটের দিকেই তাকিয়ে আছে।
ভদ্রলোক দমবার পাত্র নন, বললেন "গ্যাস জিনিসটাই এমন। রিলিজ হয়ে গেলেই তো সব ঠিক হয়ে যায়। তুমি একটু বেশিই চিন্তা কর"।
ভদ্রমহিলা গজগজ করতে করতে চুপ করলেন। এয়ারহোস্টেসদের চলন্ত টেবিল তাদের সিটের কাছে চলে এসেছিল। ভদ্রমহিলা বললেন "নাও, যা পারো খাও"।
ভদ্রলোক প্রবল উৎসাহে তিনটে স্যান্ডউইচ অর্ডার করলেন। দীপকে একটা এগিয়ে দিলেন। দীপ আঁতকে উঠে বলল "না না, আমি খাব না"।
ভদ্রলোক খেতে শুরু করে দিয়েছিলেন। চিবোতে চিবোতে বললেন "ওরম বলে না। খেয়ে নিন ভাই, না খেলে জগন্নাথ পাপ দেবে"।
অগত্যা দীপ স্যান্ডউইচে কামড় দিল। তার মজা লাগছিল। এ ধরণের পাব্লিক ট্রেনে প্রচুর দেখা যায়। প্লেনে উঠলে লোকে অনেক ধরণের কায়দা করার চেষ্টা করে। ভদ্রলোকের সেসব বালাই নেই।
ভদ্রলোক খেতে খেতে বললেন "ফেলু মোদকের মোহিনী খেয়েছ ভাই? আমি তুমি বলছি। বেশিক্ষণ আপনি বললে আমার অ্যাসিডিটি হয়। তাছাড়া তুমি আমার থেকে অনেক ছোটও বটে।"
দীপ মাথা নাড়ল "একেবারেই কোন সমস্যা নেই। মোহিনীটা কী বস্তু?"
ভদ্রলোক বললেন "দেবভোগ্য জিনিস। স্বয়ং স্বর্গের দেবদেবীরা খান। এখন খানিকটা আমাদের জন্য প্রসাদ পাঠাচ্ছেন। কুড়িটাকা দাম। এই ছোট্ট মিষ্টি। ঠিক হাফটুকু নিয়ে মুখে পুরবে। দেখবে গোটা মুখে নতুনগুড় ফুল ফোটাচ্ছে। বুঝছ কী বলছি?"
দীপ বলল "হ্যাঁ। মিষ্টি তার মানে?"
ভদ্রলোক বললেন "শুধু মিষ্টি না। এ অন্য লেভেলের জিনিস। বাড়ি গিয়েই বেরোতে হবে"।
ভদ্রমহিলা বললেন "কোথাও বেরোবে না, আগে ব্লাড সুগার টেস্ট করাবে কাল, কতটা নেমেছে দেখব, তারপরে দেখা যাবে"।
ভদ্রলোক মুখে একরাশ বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন "ওই শুরু হল খাদ্যপুলিশের উৎপাত। এদের জ্বালায় যদি কিছু শান্তিমত করা যায়। এটা কোর না, ওটা কোর না, এটা খেয়ো না, ওটা খেয়ো না, মহা জ্বালা হয়েছে"।
দীপ ঘড়ির দিকে তাকাল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা পৌঁছে যাবে। এয়ারপোর্ট থেকে নেমে একটা ক্যাব নিয়ে অফিস রওনা দিতে হবে। ভদ্রলোককে মন্দ লাগছিল না। বেশ মজাদার কথাবার্তা।
ভদ্রলোক বললেন "তুমি কোন অফিসে চাকরি কর ভাই?"
দীপ তাদের কোম্পানির নাম বলল। ভদ্রলোক বললেন "আইটি। ওরে বাবা। ভয়ানক ব্যাপার। ছেলেপিলে খাবে কখন, ঘুমাবে কখন? সারাক্ষণ কাজ কাজ আর কাজ"।
দীপ হাসল "সবটা তাই না। আমরা খাওয়া দাওয়ার সময়টা পাই ঠিকই তবে বাকিদের তুলনায় কম এই আর কী!"
ভদ্রলোক বললেন "জানি জানি, আমার মেয়েও তো একই কেস। ছুটি পর্যন্ত পেলো না জানো একটু ঠাকুরের দর্শনটা পর্যন্ত হয়ে যেত। এই তো তোমাদের ওদিকেই ওর অফিস। এন কে জি টেকে আছে"।
দীপ বলল "ওহ। হ্যাঁ, ছুটি ছাটা হঠাৎ করে নেবার ক্ষেত্রে একটু চাপ তো থেকেই যায়"।

ভদ্রলোক বকবক করতে লাগলেন। দীপ চোখ বন্ধ করে বসল। গোটা রাস্তায় প্লেন খুব একটা এয়ার পকেটে পড়ে অসভ্যতা করে নি। ঠিক ঠাকই ছিল জার্নিটা।

কিছুক্ষণ পরেই কলকাতা শহরটার আকাশে প্রবেশ করল তারা। ধীরে ধীরে ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই। ভদ্রলোক কপালে হাত দিয়ে জয় জগন্নাথ বলে যাচ্ছিলেন। প্লেনের চাকা এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করার পর ভদ্রলোক কপালে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে বললেন "আরও কিছুদিন ধরাধামে থাকব তাহলে। যাক"!

দীপ অনেকক্ষণ পরে হাসল। তারও ভাল লাগছিল। প্লেনের দরজা খুলতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সে ধীরে সুস্থে নামল। ফোন অফ ছিল, সেটাকে অন করল।

চিত্রলেখার একগাদা হোয়াটস অ্যাপ মেসেজ এসে জড়ো হয়েছে। সেসব দেখে তার হঠাৎই বিরক্তি শুরু হল।

সে লাগেজ নিতে লাগেজ বেল্টের কাছে পৌঁছে দেখল ভদ্রলোক হাফাতে হাফাতে সেখানে পৌছেছেন। তাকে দেখে বললেন "আমাদের সঙ্গে চলো ভাই। ওদিকেই তো যাবে। গাড়ি আছে তো?"

দীপ মাথা নাড়ল, "আমাকে আসলে অফিসে যেতে হবে এখন। পরে না হয় একদিন দেখা হবে"।

ভদ্রলোক বললেন "বেশ তো, যাবে সল্টলেক, আমার মেয়ে নিতে এসেছে আমাদের। ওকেও তো সল্টলেকেই ড্রপ করে দেব"।

দীপ আর কিছু বলল না। কিছু টাকা ক্যাব ফেয়ার বেচে গেলে মন্দ না। তার ব্যাগটা ফ্লোরে রাখল। ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করল ওঁদের ব্যাগগুলো ট্রলিতে রাখার জন্য। একজিট গেটে পৌঁছে দীপ শহরটা দেখে একটা জোরে শ্বাস নিল। এখনও ফিরতে ভাল লাগে তাহলে।

পরক্ষণেই যে মেয়েটা ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার দিকে দৌড়ে এল তাকে দেখে একটা হার্টবিট মিস করল সে। এই গোডাউনের এত হাই ফাই প্রোডাক্ট আশাই করে নি যে!

১৪।

বাসস্ট্যান্ডে নেমে টোটোয় উঠে কোয়ার্টারটা খুঁজতে খুব একটা সমস্যা হল না মানালির। ভোর বেলায় ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরে আসানসোলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল তারা। আসানসোলে নেমে বাসে করে রূপনারায়ণপুর পৌঁছল যখন তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। রোদ থাকলেও মাঝে মাঝে এমন হাওয়া দিচ্ছে যে শরীর একেবারে শিরশির করে উঠছে। এক অদ্ভুত শুষ্ক শীতল হাওয়া বইছে।
রাস্তাঘাটের হাল খুব একটা ভাল না। মরে যাওয়া কারখানার আবাসনের একটা কোয়ার্টারে তারা পৌঁছল বেলা বারোটা নাগাদ।
দরজা খুলে ইপ্সিতা বললেন "ভিতরে আসুন"।
ঋপণ জুতো পরেই ভিতরে চলে যাচ্ছিল, মানালি ঋপণের হাতে একটা চিমটি কাটল। ঋপণ জিভ কেটে জুতো খুলল।
নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘর। দেওয়ালে একটা সৌরভ আর দ্রাবিড়ের পোস্টার বেখাপ্পাভাবে আটকানো। দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন আগের। তারপরে দেওয়ালটার দিকে কারও বিশেষ নজর পড়েনি।
ইপ্সিতা বললেন "বসুন,আমাদের স্কুল নিয়ে স্টোরিটা করতে চেয়েছেন শুনে খুবই খুশি হয়েছি। দুঃখের বিষয় এখন ক্রিসমাসের ছুটি চলছে। নইলে আপনাকে স্কুল ঘুরে দেখাতে পারতাম"।
মানালি একটু ঢোক গিলল। শ্রীপর্ণার থেকেই শুনেছিল ইপ্সিতা রূপনারায়ণপুরে এক স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। প্রথমে ভেবেছিল একবারে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবে। পরক্ষণে তার মনে পড়ে গেছিল বিশ্বরূপদার কথা। সত্যি কথা বলার পরে ভদ্রমহিলা যদি দেখা করতেই না চান তাহলে মহা সমস্যা হয়ে যাবে। আচমকাই তার মাথায় আসে তাদের কাগজের "স্কুল ক্যাম্পাস সরগরম" বিভাগের কথা। প্রথম দিকে সে এই বিভাগে কয়েকটা আর্টিকেলও লিখেছিল। আর বেশি ভাবে নি সে। ফোন করে প্রস্তাবটা দিতে ভদ্রমহিলা বেশ খুশিই হলেন। জানালেন তাদের স্কুল নিয়ে তারা কয়েকজন শিক্ষিকা বেশ ভালভাবেই লড়ে যাচ্ছেন। স্টোরিটা হলে বরং তারা বেশ খুশিই হবেন।
মানালি বলল "আপনাদের স্ট্রাগলের কথা বলুন ম্যাম একটু শুনি"।
ইপ্সিতা বললেন "দেখুন, এই এলাকা মূলত গড়ে উঠেছিল কারখানার উপর ভিত্তি করে। একটা সময় এসে কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল এলাকাভিত্তিক স্ট্রাগল, যে স্ট্রাগল ভয়াবহ। যারা এই স্ট্রাগল করেন নি, তারা কল্পনাও করতে পারবেন না, এককালীন লাভ জনক একটা কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে, মাইনে অনিশ্চিত হয়ে গেলে সে এলাকার লোক জনের ওপর কী ভয়ংকর চাপ পড়ে যায়। আমাদের এই শিল্পাঞ্চলেই বহু কারখানা এভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে..."
ইপ্সিতা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মানালি হঠাৎ অধৈর্য হয়ে বাধা দিল "ম্যাম আপনি কি এই অঞ্চলের?"
ইপ্সিতা বোধহয় একটু বিরক্ত হলেন কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে বললেন "হ্যাঁ। আমার বাবা এখানে কাজ করতেন। হিসেব মত আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু যাব যাব করেও থেকে গেলাম স্কুলটার জন্য"।
মানালি বলল "আপনি বিয়ে করেছেন?"
ইপ্সিতা অবাক হয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল "হয়েছিল। পরে বিচ্ছেদ হয়ে যায়"।

মানালি একটু অপ্রস্তুত হবার ভান করে বলল "খুব দুঃখিত ম্যাডাম, কৌতূহল বশত সীমাটা পেরিয়ে ফেললাম, প্লিজ কিছু মনে করবেন না"।
ইপ্সিতা বললেন "আচ্ছা। ঠিক আছে"।
এক বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে এলেন, ইপ্সিতা বললেন "পরিচয় করিয়ে দি, আমার বাবা"।
মানালি হাতজোড় করল। ইপ্সিতা বললেন "বাবা তুমি একটু বিশ্রাম নাও। আমি ওঁদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি"।
ইপ্সিতার বাবা কয়েক সেকেন্ড তাদের দেখে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।
ইপ্সিতা বললেন "আমাদের স্কুলের ব্যাপারে আপনারা এতটা জানলেন কী করে জানতে পারি?"
মানালি হাসার চেষ্টা করল "ম্যাম আমাদের কাজ তো সেটাই। কোথাও ভাল কোন কাজ হলে সেটা মিডিয়া জানবে না তা তো হয় না। আমাদের চিফ এডিটর বিশ্বরূপদা খুব জোর দেন এই ব্যাপারগুলোয়। বলেন শুধু কলকাতায় বসে থাকলে হবে না, জেলায় জেলায়... "
ইপ্সিতা ভ্রু কুঁচকে মানালির দিকে তাকিয়ে বললেন "বিশ্বরূপ... আপানাদের কাগজে..."
মানালি বুঝল ইপ্সিতা বিশ্বরূপকে চেনেন। সে খানিকটা মরিয়া হল "আপনি চেনেন বিশ্বরূপদাকে?"
ইপ্সিতার মুখে একটা হাসি এসেই মিলিয়ে গেল "না, সেরকম কিছু না। আচ্ছা আপনি কন্টিনিউ করুন"।
মানালি বলল "বিশ্বরূপদা খুব ভাল মানুষ। শিল্প সাহিত্যের অনুরাগী। এই তো ক'দিন আগেই আমাদের সবাইকে নিয়ে ধ্রুব বাগচীর ডার্ক লাভ দেখাতে নিয়ে গেছিলেন নন্দনে। কোন কাগজের এডিটর এরকম স্টাফেদের নিয়ে সিনেমা দেখতে যান বলুন ম্যাম?"
ঋপণ হাঁ করে মানালির দিকে তাকিয়ে কিছু বলবে বলবে করে ভেবেও চুপ করে গেল।
ইপ্সিতা মানালির কথা শুনে কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বললেন "ওহ, আপনারা ডার্ক লাভ দেখেছেন? সিনেমাটা কেমন লেগেছে আপনাদের?"
মানালি বুঝল তার উইকেট লক্ষ্য করে একটা হাফভলি আসছে। ঠিক ঠাক খেলতে পারলে বল বাউন্ডারির বাইরেও যেতে পারে, অল্পক্ষণের জন্য মনঃসংযোগ সরে গেলে উইকেট খুইয়ে ফেলার সুযোগও আছে। সে ধ্রুব বাগচীর প্রশংসা করাই মনস্থ করল "আমার তো খুব ভাল লেগেছে। সব অডিয়েন্সের জন্য না অবশ্য"।
ইপ্সিতা জানলার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বললেন "মাস আর ক্লাস নিয়ে এদেশটা খুব মোটাদাগে দুভাগে ভাগ হয়ে আছে। সিনেমা চলা- না চলার ওপরে ভিত্তি করে যে দেশে কোন সিনেমা ভাল কোন সিনেমা খারাপ নির্ধারিত হয়, সে দেশে সিনেমার আদতে কোন ভবিষ্যৎ নেই"।
মানালি চমৎকৃত হল। কথাগুলো যেন ধ্রুবই বললেন!
মানালি আর পারল না। বলে বসল "আপনাদের ডিভোর্সটা কেন হল?" বলেই বুঝল কপালে আবার ঝাড় নাচছে তার।
ইপ্সিতা চমকে মানালির দিকে তাকালেন। তারপর ঋপণের দিকে। বললেন "আমার... আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যখন আপনি বিশ্বরূপের কথা বললেন..."
মানালি বুঝল আবার কেলো করে ফেলেছে সে। কোনভাবে সামাল দেবার চেষ্টা করল "প্লিজ ম্যাম, অনেক দূর থেকে এসেছি, একবারে তাড়িয়ে দেবেন না প্লিজ"।
ইপ্সিতা কয়েক সেকেন্ড কপালে হাত রেখে বসে বললেন "কাউকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা থাকলে হয়ত অনেক ভালভাবে জীবনটা কাটাতে পারতাম আমি। তবে অনুগ্রহ করে আমাকে আর কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন না। আমারই ভুল। আমি ভেবেছিলাম আমাদের মত দূরের স্কুলগুলোকে আপনারা স্বীকৃতি দিতে চাইছেন। আমার বোঝা উচিত ছিল, আদতে সেই কেচ্ছা খোঁজাই আপনাদের কাজ"।
মানালি বলল "ম্যাম, প্লিজ। আমি স্কুলের নিউজটা করব বিশ্বাস করুন। আপনি এভাবে বলবেন না"।
ইপ্সিতা ঠোঁটের কোণে খানিকটা হাসি এনে বললেন "সান্ত্বনা দিচ্ছেন?"

মানালি বলল “না ম্যাম, বিশ্বাস করুন সান্ত্বনা দিচ্ছি না। এই অ্যাসাইনমেন্টটা খানিকটা কৌতূহলবশতই নেওয়া। ধ্রুব বাবু এমন একজন পারসোনালিটি, ওনার সম্পর্কে আরও কিছু জানতে ইচ্ছা করাটা কি কোন দোষ বলুন?”
ইঙ্গিতা বললেন “আপনার তো যা চাওয়ার তা পেয়ে গেছেন। চিন্তা কী? আমাকে যতটা প্রশ্ন করেছেন তার থেকেই কেচ্ছা নেমে যাবে নিশ্চয়ই কিংবা শনিবারের ট্যাবলয়েডের খাদ্য হয়ে যাবে। কী বলেন? সমস্যা আছে?”
মানালি বলল “ম্যাম, আমি ভেবেই এসেছি আপনাকে সবটা বলেই ইন্টারভিউ শুরু করব। আপনি প্লিজ আমাকে ভুল ভাববেন না। আপনি না চাইলে আপনাকে নিয়ে একটা শব্দও খরচ হবে না আমাদের কাগজে”।
ইঙ্গিতা বললেন “অনেক দূর থেকে এসছেন। লাঞ্চ করে বেরিয়ে যান। শীতের দিনে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক হবে না”।
মানালি বুঝল বার বার ব্যাখ্যা দেওয়ার থেকে একবারে চুপ করে যাওয়া ভাল। সে আর কিছু বলল না।
ইঙ্গিতা উঠে ডাইনিং টেবিলে প্লেটে ভাত বাড়তে বাড়তে বললেন “দুজনে বেসিনে হাত ধুয়ে নিন”।
মানালি উঠল। ঋপণকে বলল “চ”।
দুজনেরই ক্ষিদে পেয়েছিল। গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ, মাছভাজা, মাছের ঝোল।
মানালির টেনশনও হচ্ছিল, আবার চুপচাপ খেয়েও নিচ্ছিল। এত কষ্ট করে আবার কলকাতা ফিরে যেতে হবে বিফল মনোরথ হয়ে, ভাবতেই বড় কষ্ট হচ্ছিল তার।
ইঙ্গিতা বেশ যত্ন করে খাওয়ালেন তাদের। একটা কথাও বললেন না ধ্রুব সম্পর্কিত।
খেয়ে উঠে মানালি বলল “বিশ্বরূপদা খুব বকবেন, স্টোরিটা ফেল হয়ে গেল”।
ইঙ্গিতা বললেন “আপনাদের বসকে বলতে পারেন, নিজে যা যা দেখেছে, শুনেছে সেগুলো দিয়ে ভাল স্টোরি হয়। অকারণ একটা বাচ্চা মেয়েকে এতদূর না পাঠালেও পারত’।
মানালি কাচু মাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

১৫।

“সব কিছুর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি থাকে বুঝলে?”
পিছনের সিট থেকে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। গাড়ি কৈখালি পেরোচ্ছে। দীপ সামনের সিটে বসেছিল। পিছনের সিটে মেয়েটা মায়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে যাচ্ছে। মেয়েটার নাম ঋতি। জিন্স আর লাল টপে কিছু লাগছে মেয়েটাকে! দীপ অনেক কষ্ট করে হৃদপিণ্ডের গতিবেগ স্বাভাবিক করল। নিজের ওপর একটু অবাকও হল সে। গার্লফ্রেন্ড তো আছে! তাহলে কাউকে দেখলে হঠাৎ এরকম হওয়া তো মোটেও কাজের কথা নয়! আর অনেক কষ্ট করেও সে নিজেকে সামলাতে পারছিল না। লুকিং গ্লাসে মেয়েটার দিকে চোখ পড়তেই হার্টফেল হবার চান্স তৈরী হচ্ছিল। সে একটু আশা করেছিল মেয়েটা তার সঙ্গে কথা বলবে কিন্তু মেয়েটা মায়ের সঙ্গেই ব্যস্ত।
দীপ ভদ্রলোকের কথার উত্তরে বলল “বুঝলাম না”।
ভদ্রলোক বললেন “এই যে দেখো না, সিনেমায় দেখায় হিরো সব্জিওয়ালার ভ্যান উলটে দিচ্ছে। গাড়ি এসে কোন দোকানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটার ওপাশটা কেউ আর দেখায় না। হয়ত দেখা গেল সব্জিওয়ালার বাড়িতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে। তারা বাপের কাছে মাংস ভাত খেতে চেয়েছিল। বাপ হয়ত সব্জি বেচেই তাদের জন্য মাংস কিনে নিয়ে যেত। কিন্তু হিরোর লাথি তার ভ্যানে পড়ায় ব্যবসা চৌপাট হয়ে গেল। কিন্তু সেই গল্পটা তো আর আমরা দেখছি না”।
দীপ বলল “হ্যাঁ কিন্তু হঠাৎ এই কথা কেন?”
ভদ্রলোক বললেন “ওই যে, প্রসঙ্গটা হল ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি। আমাদের দেখা হয়ে যাওয়াটাও যেমন। আমরা ভুবনেশ্বর গেছিলাম আমার মেয়ের জন্য পুজো দিতে। ফ্রন্ট স্টোরিটা হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা”।
মেয়ে পাশ থেকে বিরক্ত গলায় বলল “আহ বাবা। থাক না”।
ভদ্রলোক বললেন “কেন বলব না? কত ভাল খবর! তুই বিদেশ যাচ্ছিস, এটা আমাদের জন্য কত গর্বের ব্যাপার বলত?”
মেয়ে আর কিছু বলল না। দীপ বুঝল ভদ্রলোক কন্যা গর্বে গর্বিত। সে বলল “কনগ্র্যাটস”।
মেয়েটা নিয়মরক্ষার জন্য বলল “ইউ আর ওয়েলকাম”।
ভদ্রলোক বললেন “এই আইটি আসার পরে ভারি ভাল ব্যাপার হয়েছে ভাইটি। আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়েরা বিদেশ টিদেশ ঘুরছে। আগে তো একসময় আম্রিকা মানেই ছিল কঠিন ব্যাপার। এখন ব্যাপারটা জল ভাত হয়েছে। আমরাও সন্তানদের কল্যাণে দেশ বিদেশ ঘুরতে পাব। হ্যাঁ রে মা, ওই দেশে ইলিশ পাওয়া যায় তো?”
ভদ্রমহিলা রাগী গলায় বললেন “তোমার শুধু খাওয়ার কথা। এখন কত কাজ সামনে আর তুমি সেই ইলিশ ভেটকি নিয়ে পড়ে আছ”।
কথার মাঝখানে দীপের মোবাইলটা বেজে উঠল। দীপ দেখল চিত্রলেখা ফোন করছে। রিংটা সাইলেন্ট করে দিল।
ভদ্রলোক বললেন “বাড়ি থেকে বুঝি?”
দীপ বলল “হ্যাঁ। ওই আর কী!”
ভদ্রলোক বললেন “স্বাভাবিক। কত দূরে দূরে চলে যাচ্ছে সব ছেলেমেয়েরা। বাড়ির লোক চিন্তা করবে না?”
গাড়ি রাজারহাটের রাস্তায় ঢুকে গেছিল। ভদ্রলোক বললেন “তুমি কলেজ মোড়ে নামবে?”

দীপ লুকিঙ গ্লাসে ঋতির চোখের দিকে তাকাল "হ্যাঁ"।
ভদ্রলোক তাকে বললেন "তুমি লাঞ্চ করবে তো?"
দীপ বলল "হ্যাঁ। লাঞ্চ করেই অফিসে যাব"।
ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন "তাহলে তো আমরা লাঞ্চ করেই যেতে পারি।"
ভদ্রমহিলা রেগে গেলেন "একদম না। ওসব লাঞ্চ টাঞ্চ একদম না। অনেক খেয়েছ। বাড়ি গিয়ে খাবে"।
ভদ্রলোক মুষড়ে পড়লেন "উফ। তোমার জ্বালায়... আচ্ছা ছেলেটা লাঞ্চ করবে না?"
ঋতি হঠাৎ বলল "আমি আজাদ হিন্দে নেমে যাব। উনি চাইলে নামতে পারেন। ওখানে লাঞ্চটা হয়ে যাবে"।
ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন "তাই কর। তোরা দুজন নেমে যা। তোর বাবাকে একদম নামতে বলবি না। জানিস না। কী লেভেলে খাওয়া দাওয়া করেছে পুরীতে"।
দীপ একটু অবাক হল। মেয়েটা এতক্ষণ অ্যাটি নিচ্ছিল। হঠাৎ ইনডাইরেক্টলি লাঞ্চের প্রপোজাল দিচ্ছে। ব্যাপারটা মন্দ না।
বাকি রাস্তাটা ভদ্রলোক বিভিন্ন খাবারের গল্প করে গেলেন। দীপ কিছু বলছিল না। গাড়িটা তাদের নামিয়ে দেবার পরে ভদ্রলোক বললেন "অবশ্যই এসো ভাই আমাদের বাড়িতে। আমার মেয়ের কাছ থেকে অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিও। খুব ভাল লাগল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে"।
দীপ প্রত্যুত্তরে বলল "নিশ্চয়ই। আমারও খুব ভাল লাগল"।
গাড়িটা চলে গেলে ঋতি তার দিকে তাকিয়ে বলল "কী ব্যাপার বলুন তো"?
দীপ বলল "কী?"
ঋতি বলল "বাবা কাউকে এয়ারপোর্ট থেকে লিফট দেয় না। হঠাৎ কী এমন করলেন যে একবারে লিফট দিয়ে দিল"?
দীপ হাসল "এমন কিছুই তো করলাম না। জানি না, ওনার কেন এত ভাল লেগে গেল"!
ঋতি তার দিকে তাকিয়ে রহস্যময়ীর মত হাসল "ইম্প্রেসিভ। আপনার মধ্যে একটা ইনোসেন্ট ব্যাপার আছে। আপনি সেটা বুঝতে পারেন"?
দীপ এবার অবাক হল। মেয়েটা এতক্ষণ এত ঘ্যাম নিচ্ছিল। এখন হঠাৎ করে মাঝরাস্তায় এত ভাল ভাল কথা বলছে কেন? সে বলল "লাঞ্চ করবেন না?"
ঋতি বলল "নাহ। আমি যাই। আপনার বোধ হয় আমাকে ভাল লাগছে না বলুন?"
দীপ বুঝতে পারল না কী বলবে। সে বলল "না না, কী যে বলেন, আপনার মত, কী যেন বলে, একজন সুন্দরীকে ভাল না লাগাটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার। লাঞ্চ কিন্তু করতেই হবে, আমার খিদে পাচ্ছে"।
ঋতি হাসল "থ্যাঙ্কস ফর ইউর কমপ্লিমেন্ট। চলুন"।
লাঞ্চ ব্রেক অফিসগুলোতে শুরু হয় নি বলে রেস্তোরাঁ ফাঁকাই ছিল। তারা দুজন একটা টেবিলে বসল।
দীপ বলল "আপনি কবে যাচ্ছেন?"
ঋতি বলল "এই তো। আর এক মাস"।
দীপ বলল "পার্মানেন্ট?"
ঋতি বলল "প্রথমবারে ছ মাসের জন্য। তারপর ফিরে আবার যাওয়া। সেটা ক'বছর জানি না"।
দীপ বলল "গ্রেট। বয়ফ্রেন্ড আছে?"
ঋতি মাথা নাড়ল "না। আপনার?"
দীপ বলল "না, আমার কোন বয়ফ্রেন্ড নেই। আমি স্ট্রেট"।
ঋতি হাসিতে ফেটে পড়ল, "ওরে বাবা, আপনাকে দেখে যতটা ইনোসেন্ট মনে হয় আপনি তো তা নয়। যাক গে, গার্লফ্রেন্ড আছে?"

দীপের মোবাইলটা বাজতে শুরু করেছিল। চিত্রলেখা আবার। দীপ সেটার রিংটোনটাকে আবার মিউট করে দিয়ে বলল “নাহ”।
ঋতি বলল “বাহ। এনি এক্স?”
দীপ বলল “নাহ, আপনার?”
ঋতি বলল “সেরকম কেউ নেই”।
দীপ ঋতির দিকে তাকিয়ে বলল “সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য”!
ঋতিও তার চোখের দিকে তাকাল “কেন নয়?”
দীপ বলল “আপনি এত সুন্দরী”! মনে মনে বলল আর সেক্সি তো বটেই।
ঋতি বলল “বার বার না বললেও চলবে। তবে কী জানেন, সবারই ধারণা আমার বয়ফ্রেন্ড আছে। অফিসেরও অনেকে তাই মনে করে। আমি কারও ভুল ভাঙাই না আজকাল। কেরিয়রটাই আসল যখন তখন অতটা না ভাবলেও চলবে”।
দীপ বলল “তা ঠিক। আমি কিন্তু পাতি ভাত আর চিকেনের কোন প্রিপারেশন খাব। কেন জানি না খুব ভাত খেতে ইচ্ছে করছে”।
ঋতি বলল “ওকে। একটা করেই নিন। শেয়ার করে নেওয়া যাবে। আমি খুব একটা ফুডি না”।
দীপ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল “আমিও না”।
ঋতি বলল “গুড, শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং। বাই দ্য ওয়ে, আমাকে খুব গায়ে পড়া মেয়ে মনে হচ্ছে না?”
দীপ বলল “কেন বলুন তো?”
ঋতি বলল “এই যে নিজে থেকেই লাঞ্চ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আগে থেকেই বলে নি, আমি আমার বাবাকে চিনি। বাড়ি ফিরে আমাকে শুনতে হত ফ্লাইটে একটা দারুণ ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, মিট কর, সেই ফেজটাকে কাটাবার জন্য আগে থেকেই দেখা করে নিলাম”।
দীপ অবাক হয়ে বললাম “বাবা! আপনি তো আলোর থেকেও দ্রুতবেগে ভাবতে পারেন দেখছি”।
ঋতি বলল “তা বটে। আচ্ছা আর ইউ ভার্জিন?”
দীপ হাঁ করে ঋতির দিকে তাকাল। বলল “কেন বলুন তো?”
ঋতি বলল “আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে আপনি ভার্জিন নন। আপনি অত্যন্ত হ্যান্ডু। এত হ্যান্ডু ছেলে ভার্জিন হয়ে ঘুরে বেরালে আমার পৃথিবীর উপর বিশ্বাস উঠে যাবে”।
দীপ হেসে ফেলল “আনফরচুনেটলি”।
ঋতি হাসতে লাগল। আশে পাশে যে ক’টা কাপল ছিল, দীপ পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ছেলেগুলো ঈর্ষান্বিত হয়ে ঋতিকেই দেখছে। দীপ বলল “আপনি ভার্জিন তো?”
ঋতি হাসতে হাসতেই বলল “ইয়েস, আনফরচুনেটলি”।
পরের কথাটা দীপ অনেক কষ্টে আটকাল। সে বলতে যাচ্ছিল এতই যখন আনফরচুনেট ব্যাপারটা তখন ফরচুনেট হয়ে গেলেই হয়। বলতে পারল না।
ঋতি বলল “আমি জানি না আপনার সঙ্গে এত কথা কেন বলছি তবে একটা ব্যাপার হল আমার বাবার যাকে ভাল লাগে বলে আমার মনে হয়, আমারও কেন জানি না তাকে ভাল লেগে যায়”।
দীপ বলল “আপনার বাবার আর কাকে ভাল লাগে”?
ঋতি বলল “আমাদের পেপারওয়ালা”। বলেই আবার জোরে হেসে ফেলল।
দীপও হাসতে যাচ্ছিল এই সময় আবার তার পকেট বেজে উঠল।
ঋতি বলল “ফোনটা ধরুন না। কতবার করে ফোন হচ্ছে”!
দীপ আবার রিংটোন মিউট করে বলল “আর বলবেন না, জোর করে পলিসি গছাবে। আমার এখন কোন ইচ্ছা নেই”!

১৬।

মানালির বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। মা দরজা খুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল "শীতের রাতে রাস্তায় কুকুর বেড়াল পর্যন্ত বেরোচ্ছে না, এমন চাকরি করা কেন যেখানে এত রাতে ফিরতে হয়?"
মানালি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওয়াশরুমে ঢুকল। হীমশীতল জলেই হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে বলল "খেতে দাও তাড়াতাড়ি। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে"।
মা বলল "দাঁড়া, খাবারগুলো গরম করে নি"।
মানালি বলল "কী আছে?"
মা বলল "মাছের ঝোল। আলু ফুলকপির তরকারি"।
মানালি বলল "শুধু মাছ গরম কর। একটু ভাত দিয়ে খাব শুধু"।
মা গজগজ করতে করতে মাছের পাত্র মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ঢোকাল। মানালি বলল "ফিসফিস করে কী বলছ মা? জোরে জোরে বল!"
মা বলল "বলছিলাম শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এরকম নবাবি চলবে না। সেটা বুঝিস?"
মানালি বলল "সে জন্যই তো শ্বশুরবাড়ি যাব না"।
মা রেগে গেল "কেন? যার সঙ্গে প্রেম করিস, তাকে বিয়ে করবি না?"
মানালি জিভ কাটল। মাকে আরও রাগানোর জন্য বলল "শ্বশুরবাড়ি থোড়িই থাকব! কে বলেছে শ্বশুরবাড়ি থাকব? লিভ টুগেদার করব তো"!
মা তার দিকে বড় বড় চোখ করে বলল "মানে!"
মানালি অনেক কষ্টে হাসি চেপে বলল "এরকম চমকে ওঠার কিছু নেই মা। দিন পাল্টাচ্ছে। কন্সেপ্ট চেঞ্জ হচ্ছে। তোমাদের সময় ওই সব প্রি ওয়েডিং ফটোশুট নামের কিছু ছিল? ধাড়ি উড বিকে কোলে তুলে ফটো তুলছে বর, জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে তবু ফটো তোলা বড় বালাই। ছিল? দেখেছ?"
মা অবাক হয়ে বলল "প্রি ওয়েডিং... কী সেটা?"
মানালি বলল "প্রি ওয়েডিং ফটোশ্যুট। বিয়ের আগে স্বামী স্ত্রী ফটো তোলে। আমার এক বন্ধু প্রি ওয়েডিং ফটোশ্যুটে কায়দা করে হবু বরের সঙ্গে ফটো টটো তুলে বিয়ের দিন ড্রাইভারের সাথে পালিয়েছে। নে কত আদিখ্যেতা করবি কর"!
মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল "এসব কী অলুক্ষুণে কথা বলছিস বলত? পালিয়েছে মানে কী"।
মানালি বলল "ওই আর কী! ওই জন্যই তো বলছি বিয়ের থেকে লিভ টুগেদার ভাল এখন। একসঙ্গে থাকো, পোষালে পোষাল, নইলে যে যার রাস্তায় ফিরে যাও। দেখবে দু তিন বছর পরে কলকাতায় এটাই চলবে"।
মা মাইক্রোওভেন থেকে খাবার বের করে সার্ভ করতে করতে বলল "যা ইচ্ছা কর, আমি আর কিছু বলব না। তবে বাচ্চা হবার সময় ছেলেটা যখন তোকে ছেড়ে চলে যাবে তখন বুঝবি এইসব আধুনিকতা আসলে কিছু লোক নিজেদের সুবিধার জন্যই বানিয়ে রাখে। কথাই আছে যস্মিন দেশে যদাচার। সেটার অন্যথা হলে সমস্যা বাড়ে"।
মানালি মাছ দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল "লিভ টুগেদার তারাই করে মা যাদের নিজেদের সম্পর্কের ওপর সব থেকে বেশি বিশ্বাস থাকে। সম্পর্কটা তো কাউকে জোর করে হাতে হাতকড়া পরিয়ে রাখার মত

নয়। সম্পর্কে আইন কানুন তখনই আসে, সালিশি সভা তখনই বসে যখন সম্পর্কটার বাঁধনটা আলগা হয়ে যায়। আর বাচ্চা হবার সময় কেউ চলে গেলে চলে যাবে। একটা মেয়ে জানে কী করে একটা বাচ্চাকে বড় করে তুলতে হয়। তোমার কী মনে হয়, জানে না?"

মা বেশ কিছুক্ষণ মানালির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল "তুই কি সত্যি সত্যি এসব জিনিস করতে যাচ্ছিস? আমায় ছুঁয়ে বল তো!"

মানালি হাসতে হাসতে বলল "শেষ মিসাইলটা ছুঁড়েই ফেললে বল? দেখা যাক কী করি। অত চিন্তা করতে হবে না"।

মা বলল "চিন্তা করব না? তোরা বাপ মেয়ে মিলে একেকটা কান্ড বাঁধিয়ে বসে থাকবি, আর মাঝখান দিয়ে আমাকে দৌড়ে মরতে হবে। আমি অত শত জানি না, তুই আমাকে ছুঁয়ে বল এইসব অলুক্ষুণে কান্ড তুই কিছুতেই করবি না"।

মা হাতটা তার দিকে এগিয়ে দিল। মানালির রাগ হচ্ছিল। এই সময় তাকে বাঁচাতেই হয়ত ফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। মা বলল "এই নাও, কৃষ্ণের বাঁশি বেজে উঠেছে"।

মানালি দেখল বিশ্বরূপদা ফোন করছে, সে বলল "মা প্লিজ, চুপ কর, বস"।

মা রেগেমেগে অন্য ঘরে চলে গেল।

মানালি ফোন ধরল "বল"।

"কী রিপোর্ট? ইপ্সিতা কী বলল?" ওপাশ থেকে গলাটা নির্লিপ্ত শোনাল।

মানালি বলল "কী আশা করছ?"

বিশ্বরূপদা বলল "একটা ভাল স্টোরি"।

মানালি বলল "হবে না"।

বিশ্বরূপদা বলল "সেন্টু খেয়ে গেলি তাই তো?"

মানালি বলল "এথিক্সে আটকাচ্ছে"।

বিশ্বরূপদা বলল "তাহলে তো আর কিছু বলা যাবে না, মামণির এথিক্সে আটকাচ্ছে যখন! তা এথিক্স বাবাজী কী বলছে শুনতে পারি?"

মানালি মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল "এক ভদ্রমহিলা নিজেকে সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখে একটা ভাল সোশ্যাল সার্ভিস করছেন, মানুষের জন্য কাজ করছেন, তাকে এইসব পেজ থ্রিতে আনতে আমি কোন ভাবেই পারলাম না"।

বিশ্বরূপদা বলল "ওকে, ফাইন। পেজ থ্রিতে আনতে হবে না"।

মানালি অবাক হল "মানে? স্টোরিটা না করলেও চলবে?"

বিশ্বরূপদা বলল "আমার কথার মানে কী তাই দাঁড়াল?"

মানালি বলল "তাহলে কী দাঁড়াল?"

বিশ্বরূপদা বলল "বললাম পেজ থ্রি নিউজ করব না। পেজ ফাইভ বা সিক্সে করলাম। ফ্রন্ট পেজেও করা যায়। হেডলাইন হবে নিভৃত সমাজকর্মী। কলকাতা থেকে দূরে এক অর্থনৈতিক ভাবে কোমর ভেঙে যাওয়া অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার জন্য কাজ করছেন এক মহিয়সী নারী। লেটস মেক হার আ সেলিব্রিটি। সেটা করলে তো ব্যাপারটা আন এথিকাল হবে না? কী বলিস?"

মানালি বলল "তুমি বলবে না ভদ্রমহিলা ধ্রুব বাগচীর স্ত্রী?"

বিশ্বরূপদা বলল "না। বলব না। তাহলে হবে? এথিক্সে খোঁচা টোচা লাগবে না তো?"

মানালি একটু থমকে বলল "লাগবে না হয়ত। তবু ভদ্রমহিলা সেক্ষেত্রেও রেগে যেতে পারেন। তেমন কোন সলিড গ্রাউন্ড কি আছে? অনেক হেড মাস্টার হেড মিস্ট্রেসই রাজ্যে আছেন যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে কাজ করেন। তাহলে তো তাদের নিয়েও স্টোরি করতে হয়"।

বিশ্বরূপদা বলল "সলিড গ্রাউন্ড এটসেট্রা রাবিশ ব্যাপার। নিউজ পেপার কাকে কখন তুলবে, কাকে ছুঁড়ে ফেলবে সেসব তোর বোঝার কথা না। স্পট লাইটটা ফেলার কায়দা জানতে হবে। তুই স্টোরিটা বানা। যতটা পারিস মশলাবর্জিত, আবেগ সর্বস্ব স্টোরি বানা। আমি তারপর দেখছি কী করা যায়"।
মানালি বলল "ওকে। গুড নাইট"।
বিশ্বরূপদা বলল "গুড নাইট। আর শোন, কাল ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে চাইলে করতে পারিস। আজকের জার্নিটা খুব হেকটিক ছিল শুনলাম"।
মানালি বলল "না না, কাল যাব। বাড়িতে থাকলে খবর হয়ে যাব আমি"। মানালি আড়চোখে দেখল মা টিভি চালিয়েছে।
বিশ্বরূপদা হাসল "পালিয়ে পালিয়ে কিন্তু কোন কিছু হয় না। তার মানে তুই এখনও তোর কাজের গুরুত্বটা মাকে বোঝাতে পারিস নি। দেখ, ওয়ার্কিং লেডিদের একটা এক্সট্রা লোড সব সময়েই নিতে হয়, তাদের হোম ফ্রন্ট সামলাতে হয়, অফিসে আমাদের মত ঝাটু বস সামলাতে হয়, দুদিক ঠিক ঠাক ব্যালান্স করে তবেই চলতে হয়। তুই যদি একটা দিক এখন থেকেই ইগনোর করতে শুরু করিস, সেক্ষেত্রে তোকে ফিউচারে আরও প্রবলেমে পড়তে হবে। কেউ অবুঝ না কিন্তু। কনভিন্স ইওর মাদার। আই থিংক তোর বাড়ির লোকের সঙ্গেও সময়টা ইকোয়াল ইম্পরট্যান্স দিয়ে কাটানো দরকার। এভ্রিওয়ান ইজ নট অ্যাস মাচ লাকি অ্যাস ইউ আর। আমার বাপ মা কেউ বেঁচে নেই। আমার তো মনে হয় আমারও যদি তোর মায়ের মতন একজন এক্সট্রা কেয়ারিং মা থাকতেন তবে খারাপ হত না"।
মানালি বলল "বুঝতে আমার জায়গা থাকতে। ওরম মনে হয়"।
বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল "ওকে। গুড নাইট। যা যা বললাম সেগুলোতে কনসেন্ট্রেট কর।"
মানালি ফোন রেখে প্লেট সিংকে রেখে ঘরে গিয়ে কম্বল গায়ে দিল।
ল্যাপটপটা বিছানাতেই খোলা আছে। খুলতে ইচ্ছা করছিল না।
ফোনটা আবার বাজতে শুরু করেছে।
মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী ফোন করছেন।

১৭।

অফিসে রিপোর্ট ইত্যাদি সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দীপের সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাবা বাইরের ঘরে বসে ছিল। তাকে দেখে বলল "কী খবর?"
দীপ বলল "খবর ভাল। অফিসের কাজ হল, ঘোরাও হল"।
বাবা বলল "ব্যস?"
দীপ বলল "আবার কী?"
বাবা বলল "ফ্রেশ হয়ে নে। সিঙ্গারা আছে। জাস্ট আনলাম নিরুর দোকান থেকে। নতুন খুলেছে দোকানটা। মশলাটা হিং দিয়ে যা বানায় না, জাস্ট ফাটাফাটি"!
দীপ বলল "আসছি"।
ব্যাগ ঘরে রেখে দীপ বাথরুমে ঢুকল। চেঞ্জ করে বাইরে এসে দেখল চিত্রলেখা ফোন করছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। সারাদিনে তিরিশবারের বেশি ফোন করেছে মেয়েটা। সে যে ইগনোর করতে চাইছে, বুঝতে চাইছে না, নাকি বুঝতে পারছে না?
সে টাওয়ালে হাত মুছে ফোন ধরে হ্যালো বলল।
ওপাশে বেশ কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকার পর চিত্রলেখা ধরা গলায় বলল "আমি কি জানতে পারি, কী হয়েছে ঠিক?"
দীপ বলল "কিছু হয় নি তো! কেন বলত? আমি বিজি ছিলাম সারাদিন"।
চিত্রলেখা বলল "বিজি ছিলে? একবার ফোন ধরে সেটা বলা যেত না?"
দীপ বলল "আমি এখনও বিজি। পরে ফোন করছি"।
চিত্রলেখা বলল "দাঁড়াও। এক মিনিট। আগে বল আমার দোষটা কী! কী এমন ভুল করেছি আমি যে তুমি এভাবে দূরে দূরে থাকছ?"
দীপ বলল "তুমি কিছু কর নি। অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হচ্ছে তুমি আর আমি ঠিক কম্প্যাটিবল কাপল না। সে কারণেই ডিসাইডেড টু..."
চিত্রলেখা বলল "কী ডিসাইডেড টু? বল বল!"
দীপ বলল "ছাড়ো। এত কথার কিছু নেই"।
চিত্রলেখা বলল "তুমি তো কাল রাতেও আমার সঙ্গে ভাল করে বললে। এর মধ্যে কী এমন হল বল! প্লিজ বল, আমি জানতে চাই"।
দীপ কয়েক সেকেন্ড থমকে বলল "তুমি ভার্জিন?"
চিত্রলেখা বলল "এ কেমন প্রশ্ন?"
দীপ বলল "তুমি তোমার এক্স এর সঙ্গে কোন রকম ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে ছিলে কি না?"
চিত্রলেখা কেঁদে ফেলল "এ কেমন প্রশ্ন করছ তুমি?"
দীপ বলল "আমি জাস্ট জানতে চাইছি, কিউরিওসিটি"।
বাবা দরজা খুলে বলল "সিঙ্গারাটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে"।
দীপ বলল "আসছি বাবা, পাঁচ মিনিট"।
বাবা দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল।

চিত্রলেখা বলল “তোমাকে তো কালকেই বলেছি। ও আমাকে ফোরস করত। আমি বহু কষ্টে আটকাতাম”।
দীপ বলল “সে তো অন্য কথা বলছে। ওর ফাঁকা ফ্ল্যাটে নাকি ও তোমাকে নিয়ে যেত?”
চিত্রলেখা ফোনটা কেটে দিল। দীপ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল।
ফোনটা খাটের ওপর রেখে ডাইনিং রুমে গেল। ঠোঙার ভেতর থেকে একটা সিঙ্গারা নিয়ে আবার ঘরে এল।
বাবা দুটো সিঙ্গারা নিয়ে টিভি দেখতে বসেছে। মা বাড়ি নেই। থাকলে বাবাকে কিছুতেই সিঙ্গারা খেতে দিত না।
দীপ ঘরে এসে দেখল হোয়াটস অ্যাপে ঋতি মেসেজ করেছে “হাই। কী করছ?”
দীপ লিখল “জাস্ট ফিরলাম। তুমি ফিরেছ?”
ঋতি- ক্যাবে।
দীপ – ওকে।
ঋতি – তুমি জানো, একটা কথা মনে হচ্ছে।
দীপ- কী?
ঋতি- এতদিন মনে হচ্ছিল কবে নতুন দেশ দেখব, এতদিন খুব এক্সাইটেড ছিলাম। আজ হঠাৎ করে কেন জানি না খুব মন খারাপ করছে।
দীপ- ??
ঋতি – যদি বলি একজনের সঙ্গে মিট করার পর থেকে?
দীপ- কার সঙ্গে?
ঋতি – আছে একজন। ম্যাজিক জানে। আমার বাবাকে কব্জা করে ফেলেছে। বাবা আমাকে ফোন করে তার নামে একগাদা সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে।
দীপ- কী রকম?
ঋতি- অনেক রকম। ১) এই জেনারেশনের ছেলে হলেও অত্যন্ত ভদ্র, সভ্য, ২) এই জেনারেশনের ছেলে হয়েও গুরুজনদের রেসপেক্ট করতে জানে... আরও কী কী সব...
দীপ-বাহ। ছেলেটা দারুণ লাকি তো! এত সুন্দরী একজনের বাবা এত ভাল ভাল কথা বলেছে। হি মাস্ট সেলিব্রেট টুডে।
ঋতি –অ্যাবসোলিউটলি। উইকেন্ডে ছেলেটার দাওয়াতের ফোন আসতে চলেছে আজ রাতের মধ্যেই। ছেলেটা কি উইকেন্ডে ফ্রি থাকবে?
দীপ ফোনের দিকে তাকিয়ে হাসল। লিখল “থাকবে। তবে মনে হয় ছেলেটা মেয়েটার সঙ্গে একা দেখা করতে বেশি আগ্রহী থাকবে। জাস্ট গেস”।
ঋতি – তাই নাকি?
দীপ- হ্যাঁ।
ঋতি- কিন্তু বাবা যে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তার কী হবে?
দীপ- নিশ্চয়ই করবে। অবশ্য ছেলেটা আর মেয়েটা তো কালকেও দেখা করতে পারে। অফিস থেকে বেরিয়ে।
ঋতি- তা পারে। বাই দ্য ওয়ে, আমার আবার একটা কথা মনে হচ্ছে।
দীপ – কী?
ঋতি- এত তপস্যার পর ছেলেটা ভার্জিন হইয়া রহিল, এখন কি তবে তপস্যাভঙ্গের জন্য ছেলেটি ব্যাকুল হইয়া গেল?
দীপ কয়েক সেকেন্ড স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু হেসে সে লিখল –তপস্যাভঙ্গ হইবার তো কোন রকম লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কন্যা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া গেলে ছেলেটি আর কী করিবে?

ঋতি বেশ কয়েকটা হাসির স্মাইলি দিয়ে লিখল –দু পক্ষেরই কষ্ট। অতঃপর দীর্ঘশ্বাস এবং বিচ্ছেদ।
দীপ- বাই দ্য ওয়ে ছেলেটির ভার্জিনিটি নিয়ে মেয়েটি এত চিন্তিত কেন জানতে পারি?
ঋতি- নাহ। থাক। দীর্ঘশ্বাস এবং বিচ্ছেদ অবধিই ঠিক আছে হয়ত।
দীপ- ট্রাজেডি সেক্সপিয়ারের লেখায় আর আশিকি টুয়ের গল্পেই হয়। মেয়েটা সম্ভবত সেটা জানে না।
ঋতি- রিয়েলি? সত্যিই জানে না। তা কী রকম কমেডির প্যাকেজ ছেলেটা অফার করে শুনি?
দীপ- এই মাঝে সাঝে দেখা, সুখ দুঃখের গল্প করা, দু চারটে ভাসমান চুম্বন, দু চারটে ভালবাসার কথা।
ঋতি- চুম্বন? বাহ, বাহ। ছেলেটি দেখছি সাহসীও বটে!
দীপ- দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে বেড়ালও সাহসী হয়ে যায়, ছেলেটা তো তবু মানুষ!
ঋতি- তাই নাকি? তা কেমন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল ছেলেটির? জানতে পারি?
দীপ- এত যুগ পরে একজন মনের মানুষ মেলার পর মেয়েটি যদি বলে দীর্ঘশ্বাস এবং বিচ্ছেদ, তবে কি ছেলেটির দেওয়ালে পিঠ না ঠেকা ছাড়া কোন উপায় আছে?
ঋতি- হুউউউ... ছেলেটি তবে ভাসমান চুম্বনেই সন্তুষ্ট?
দীপ উত্তর না দিয়ে কয়েকটা হাসির স্মাইলি দিল।
ঋতি- ছেলেটা খুব ভদ্র। মেয়েটির বাবা ঠিকই ধরেছিল তবে।
দীপ-সেটা হওয়া ছাড়া আর তো অপশন নেই কোন।
ঋতি- ফরচুন ফেভারস দ্য ব্রেভ। ছেলেটা জানে না বোধ হয়।
দীপ উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল, চিত্রলেখা। দীপ ধরল "হ্যালো"।
ওপাশ থেকে চিত্রলেখার থমথমে গলা শোনা গেল "অন্যের কথা শুনে আমার বিচার করে নিলে?"
দীপ বলল "আমার টায়ার্ড লাগছে, আমি পরে কথা বলি?"
চিত্রলেখা বলল "লাগুক টায়ার্ড। আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাই"।
দীপ বলল "কী করে বলি বল তো? আমার তো আর টাইম মেশিন নেই যে তোমার পাস্টে গিয়ে দেখে আসব তুমি সত্যি বলছ না ছেলেটা সত্যি বলছে, তাই না?"
চিত্রলেখা বলল "দেখতে হবে না। ইটস ওকে। তবে একটা কথা বলতে পারি, আমি হয়ত একটু ন্যাগিং,একটু ইনসিকিওর, কিন্তু আমি মিথ্যেবাদী নই। পরের মুখে ঝাল খেলে তুমি। বেশ। তবে এখানেই সব কিছু শেষ হোক। ভাল থেকো"।
দীপ কোন উত্তর না দিয়ে ফোনটা কেটে দিল। স্বস্তি লাগছিল খানিকটা। ঋতির সঙ্গে ফ্লার্ট করার সময় এক রকম গিল্টি ফিলিংস হচ্ছিল। সেটা এবারের পর থেকে আর হবে না হয়ত।
ফোনটা রাখতেই তার ফোনটা আবার বেজে উঠল। দীপ চমকে দেখল ঋতি ফোন করছে। সে ধরতেই ওপাশ থেকে ঋতি বলল "কী ব্যাপার ছেলেটা বিজি হয়ে গেল হঠাৎ করে?"
দীপ হাসার চেষ্টা করল "আর বোল না। অফিস থেকে ফোন এসেছিল"।
-হু... আই নো। আমারও সেম কেস। অফিসের জ্বালায় বাড়ির কাজ করাও মাথায় ওঠে।
-একজ্যাক্টলি, বাড়ি ফিরলে?
-এই তো বাড়ির সামনের রাস্তায়। আর পাঁচ মিনিট। আমি একটা কথা ভাবছিলাম।
-কী?
-আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরনোর সময়েও ভাবি নি, এমন কারো সঙ্গে দেখা হবে যার সঙ্গে কথা হলে মনে হবে কেউ যেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ভায়োলিন বাজাচ্ছে, বাতাসে মোহাব্বতে ব্র্যান্ড পাতা ঘুরে বেড়াবে, মিস্টার দীপ সুপুরুষ মহাশয়, আপনি কি ম্যাজিক জানেন?

১৮।

“কিছু মানুষ আছে, যারা কেচ্ছা ঘাটতে ভালোবাসে। তাদের কী বলে জানেন?”
ধ্রুব বাগচী তার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন। মানালি বিশ্বরূপদার দিকে তাকাল।
ধ্রুব বললেন “উহু, বসের দিকে তাকালে হবে না। আপনাকে প্রশ্নটা করেছি। জবাবটা আপনি দেবেন”।
মানালি একটু ইতস্তত করে বলল “কী বলে?”
ধ্রুব বাগচী তার সামনে রাখা বড় কফি মাগে চুমুক দিয়ে বললেন “তাদের পেজ থ্রি রিপোর্টার বলে। কে হেগে জল দেয় না, কোন নায়কের হাইড্রোসিল হয়েছে, কার যৌন মিলনের সময় দশ সেকেন্ডে কোর্স কমপ্লিট হয়ে যায়, এসব রিপোর্ট করা হল পেজ থ্রি রিপোর্টারের কাজ। দেশের কার কী প্রবলেম, কোথায় লোক খেতে পাচ্ছে না তাতে এঁদের কিচ্ছু এসে যায় না, টাইগার শ্রফের লেজের কালার নিয়ে এঁরা সব থেকে বেশি চিন্তিত। বুঝেছেন তো?”
ধ্রুব বাগচী একটুও উত্তেজিত না হয়ে কথাগুলো বললেন।
মানালির কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল।
আগের দিন রাত্রে ধ্রুব ফোন করে পরের দিন সকালে দেখা করতে বলেছিলেন। মানালি গলা শুনেই বুঝেছিল, রাত্রে মদ খেলেও ধ্রুব ভীষণ রেগে ছিলেন। একটাও বাড়তি কথা বলেন নি। সকালে বিশ্বরূপদাকে ফোন করলে বিশ্বরূপদা ঠিক করে সেও যাবে মানালির সঙ্গে।
“ওকে ঝেড়ে লাভ নেই। অ্যাসাইনমেন্টটা ওকে আমিই দিয়েছিলাম”। বিশ্বরূপদা বলল।
ধ্রুব বললেন “কেন দিয়েছিলেন?”
বিশ্বরূপদা বলল “সেটা তো বলা যাবে না কেন দিয়েছিলাম”।
ধ্রুব মন দিয়ে কফিটা শেষ করে মাগটা টেবিলে রেখে বললেন “ওকে। দিয়েছিলেন। বেশ করেছিলেন। এবার তবে ধ্রুব বাগচীর কেচ্ছা নামিয়ে ফেলুন। ওঁকেই বলছেন কেন, সেই লোকের পেছনের গন্ধ শুঁকে যাওয়া মালটাকেই বলুন না আমার কেচ্ছা নামাতে। নিজেকে বেশ রবীন্দ্রনাথ সুলভ মনে হবে। বইয়ের নাম দেবেন না হয় ধ্রুব বাগচীর আদরের দাগ! বুলশিট যত রাজ্যের”!
মানালি পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ধ্রুব বাগচী একটু একটু করে রাগছেন, কিন্তু উত্তেজনাটা কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছেন না।
বিশ্বরূপদা বলল “দেখুন ধ্রুব, একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে”।
ধ্রুব বাধা দিয়ে বললেন “কী বুঝতে হবে”?
বিশ্বরূপদা বলল “আমরা মুখে বাকস্বাধীনতার কথা বলি। অথচ নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই সব থেকে বেশি সেটার বিরোধিতা করি। এই আপনিই তো সেদিন বাকস্বাধীনতার পক্ষে কত কথা বললেন। আপনার মনে হয় না ব্যাপারটা সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে?”
ধ্রুব বললেন “আপনার কী হিসেবে মনে হয় লোকের ব্যক্তিগত জিনিস নিয়ে কেচ্ছা ঘাটাটা বাকস্বাধীনতার আওতায় পড়ে?”
বিশ্বরূপদা বলল “নিউজটা কি বেরিয়েছে ধ্রুব? তাহলে এত উত্তেজনা কেন? ইনফ্যাক্ট কালকে রাতেই মানালির সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথা হয়েছে। ইপ্সিতার কাজটা নিয়ে আমরা একটা স্টোরি করব, ব্যস। আপনাকে কোন ভাবেই টানা হবে না।”
ধ্রুব কয়েক সেকেন্ড বিশ্বরূপের দিকে তাকিয়ে বললেন “আমি এরকম কোন কিছু চাইছি না। ইজ দ্যাট

ক্লিয়ার?"
মানালি দেখল ধ্রুব বাগচীর চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে।
ঠিক এই সময়েই তার খেয়াল হল দেওয়ালে একটা নতুন পোস্টার লেগেছে। মগনলাল মেঘরাজের। তার হঠাৎ করে খুব হাসি পেয়ে গেল। বিশ্বরূপদাকে কেমন জটায়ুর মত পরিস্থিতিতে আছে বলে মনে হচ্ছে এখন। অনেক কষ্টে জিভ কামড়ে হাসি চাপল সে। তার এটা একটা সমস্যা। সিরিয়াস জায়গাগুলোতে হাসি পেয়ে যায় বিচ্ছিরিভাবে।
বিশ্বরূপদা বলল "সরকারি কিছু বিজ্ঞাপন বন্ধ হবে। এই তো?"
ধ্রুব বাগচী ফুঁ দেবার ভঙ্গি করে বললেন "সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করার মত ভাটের কথা বলার লোক ধ্রুব বাগচী নয় সেটা আশা করি আপনি জানেন। আমি আপনাকে এথিক্সের দিকটা বোঝাতে চাইছি। সেটুকু বোঝার মত বোধ বুদ্ধি আশা করি আপনার আছে"।
মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী বেশ আক্রমণাত্মকভাবে গোটা ব্যাপারটার দখল নিতে এগোচ্ছেন।
বিশ্বরূপদা বলল "ইঙ্গিতার ইনিশিয়েটিভের একটা নিউজ বেরবে। যেখানে কোথাও ধ্রুব বাগচীর নাম মেনশন থাকবে না, এখানে আপনার আপত্তিটা কোথায় সেটাই তো বুঝতে পারছি না"।
ধ্রুব বাগচী বললেন "আপনি এতটাও মাথামোটা নন বিশ্বরূপ"।
বিশ্বরূপদা বলল "আমি আপনাকে কথা দিতে পারছি না ধ্রুব। আমি অফিসে ফিরি। একটু ভাবনা চিন্তা করে না হয় আপনাকে জানাই?"
ধ্রুব মানালির দিকে তাকালেন "আপনি প্রেম করেন? উত্তর দিতে না চাইলে দিতে পারেন, জাস্ট আস্কিং।"
মানালি দুদিকে মাথা নাড়াল।
ধ্রুব বললেন "কেন করেন না?"
মানালি বলল "সেসব নিয়ে ভাবার সময় নেই"।
ধ্রুব বললেন "ইঙ্গিতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? সংক্ষেপে বলুন"।
মানালি বলল "খুব পারসোনালিটি আছে। চোখগুলো অসম্ভব সৎ। আপনার মতই সিনেমা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। বারে বারে মনে হয়েছে আপনারা মেড ফর ইচ আদার কাপল"।
ধ্রুব সোফায় পা তুলে বসলেন "কতক্ষণ ছিলেন?"
মানালি বলল "দুপুরটা"।
ধ্রুব বললেন "দু ঘন্টা খুব বেশি হলে?"
মানালি বলল "হ্যাঁ"।
ধ্রুব বললেন "এই টুকু সময়ের মধ্যে আপনারা দশ পাতা প্রতিবেদন রেডি করে বসে আছেন। তাই তো?"
মানালি মাথা নাড়ল "না এখনও লেখা শুরু হয় নি"।
ধ্রুব বললেন "সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিটা লোকের কাজ কী বলুন তো? ইমেজ বিল্ডিং করা। প্রতিটা সেকেন্ডে, প্রতিটা মুহূর্তে লোকটা চারদিকের লোকজনকে জানান দিয়ে চলেছে যে সে কত ভাল। কত সৎ। সে আসলে একজন সুপারম্যান, ছদ্মবেশে সাধারন মানুষের ছদ্মবেশে বেঁচে আছে। বাস্তব জীবনে গিয়ে বোঝা যায় আসল পার্থক্যটা। ইঙ্গিতা ফেসবুক করে না। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে নেই। কিন্তু শি ইজ অনেস্ট। ইমেজ বিল্ডিং করার দায় ওঁর নেই। রূপনারায়নপুরে ওঁর সঙ্গে অনেকেই আছে যারা এই কাজটার সঙ্গে যুক্ত। আপনার মনে হয় না, সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু ওকে নিয়ে লিখলে ব্যাপারটা মারাত্মক বায়াসড হয়ে যাবে? আপনার কি মনে হয় ইঙ্গিতা সেটা দেখলে খুশি হবে?"
মানালি চুপ করে বসে থাকল। ধ্রুব বললেন "বলুন। আপনার বক্তব্যটাও মূল্যবান আমার কাছে। আপনি নিজে গিয়ে ওঁর ইন্টারভিউ করে এসেছেন যখন!"
মানালি বলল "আমি তো ওঁর সঙ্গে স্কুলটা নিয়ে নিউজ করব বলেই ফোন করেছিলাম। আমি যদি সেটা নিয়ে

নিউজ করি তাহলে আশা করি ওঁর বা আপনার কারো কোন আপত্তি থাকবে না"।
ধ্রুব কাঁধ ঝাঁকালেন "ওকে। কুল। গো অ্যাহেড"।
মানালি অবিশ্বাসী চোখে ধ্রুবর দিকে তাকাল "তার মানে স্কুলটা নিয়ে স্টোরিটা করলে আপনার কোন আপত্তি নেই?"
ধ্রুব বললেন "আপাতত। তবে আশা করি স্টোরির ভিতর খোঁচা টোচাগুলো থাকবে না। সেক্ষেত্রে আপত্তি থাকবে। এবং নিউজটা বেরনোর পর আপত্তির জায়গাটা আশা করি আপনাদের পক্ষে সুখকর হবে না"।
মানালি ভাবছিল সব মিটে গেল, এবার উঠে পড়লেই হয়, এই সময় হঠাৎ তাকে অবাক করে বিশ্বরূপদা বলল "এভাবে আপনি ইপ্সিতার থেকে দূরে থাকতে পারবেন বলে আপনার মনে হয়?"
ধ্রুব বিশ্বরূপদার দিকে তাকালেন।
ঘরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।
বিশ্বরূপদা পরের তীরটা ছুড়ল "এভাবে সব সময় মেয়েটাকে পিষে রেখে যাবার চেষ্টা করে গেলেন। কী পাবেন এসব করে?"
ধ্রুব স্থির চোখে বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনারা আসতে পারেন"।
বিশ্বরূপদা উঠল "স্টোরিটা হবে মিস্টার বাগচী। আপনার হিসেবে নয়, আমার হিসেবেই হবে। আপনি যা করার করতে পারেন"।
ধ্রুব বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।
মানালি উঠল। যতক্ষণ না তারা বেরল, মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী চুপচাপ বসে তাদের দেখে গেলেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে মগনলাল মেঘরাজ।
তবে এই সময় বিশ্বরূপদাকে আর জটায়ুর মত লাগছিল না।
হাবে ভাবে জটায়ুর গল্পের প্রথম জনের মতই লাগছিল।

১৯।

দরজা ধাক্কানোর শব্দে সকালে ঘুম ভাঙল দীপের। উঠে ঘুমচোখে ঘড়ি দেখে চমকে উঠল। সাড়ে আটটা বাজে। উঠে তাড়াহুড়ো করল না। একটু চেঁচিয়ে বলল "উঠেছি"।

সে আগে বসকে ফোন করল। সমীরবাবু ফোন ধরে বললেন "বল"।

"স্যার আজ একটু ডাউন লাগছে, কাল ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে খারাপ লাগছিল বটে, আজ দেখছি একেবারেই উঠতে পারছি না"।

"ওকে ওকে। টেক রেস্ট। একটা দিন রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে আশা করি। আর ভাইরাল হলে তো হয়ে গেল। মেডিসিন নিয়ে নাও। টেক কেয়ার"।

ফোনটা রেখে দীপ বাইরের ঘরে গেল। মা উৎকণ্ঠিত গলায় বলল "কীরে, এত দেরী করে উঠলি? অফিস যাবি না?"

দীপ ব্যস্ততা দেখাল "হ্যাঁ, যাব তো, দেরী হয়ে গেল"।

মা বলল "যা যা, ভাত হয়ে গেছে, স্নান সেরে বেরোলেই দিচ্ছি"।

দীপ অফিস যাবার সময় যেমন ব্যস্ততা দেখায় তেমন ব্যস্ততা দেখিয়েই তৈরী হয়ে বেরোল। ঋতিও আজ কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে অফিস থেকে ছুটি নেবে। আগের রাতে এই প্ল্যানই হয়েছে।

অফিস টাইমের জ্যাম কাটিয়ে ঋতি যখন দীপের গাড়িতে উঠল তখন সকাল দশটা বাজে। দীপের একটা অদ্ভুত উত্তেজনা হচ্ছিল। ঋতি গাড়িতে ওঠার পর সে বুঝতে পারল তার হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সে বলল "তৈমুর ড্রাইভ?"

ঋতি অবাক হয়ে বলল "মানে?"

দীপ হাসল "লং ড্রাইভ?"

ঋতি বলল "আমিও সেটাই ভাবছিলাম, কলকাতায় থাকলে অফিসের কেউ দেখলে দুজনেই কেস খাব। তুমি কি শরীর খারাপ বললে?"

দীপ বলল "ইয়েস"।

ঋতি হাসতে হাসতে বলল "সেম হিয়ার"।

দীপ গাড়ি স্টার্ট দিল। কেজো অফিসের বাইরে গিয়ে একদিন আচমকা ছুটি নেওয়া, সঙ্গে ঋতির সান্নিধ্য, তার নেশার মত লাগছিল। সে বলল "পারফিউমটা দারুণ কিন্তু, ব্র্যান্ডটা?"

ঋতি বলল "দারুণ মানে তো অনেক রকম দারুণ হয়। তুমি কোনটা মিন করতে চাইছ?"

দীপ বলল "সিডাকটিভ। তুমি ড্রাইভ করতে জানো তো? সিডাকশন বেশি হয়ে গেলে আমার ঘুম পেয়ে যায়"।

ঋতি হাসল "তাহলে তো বিপদ। ঘুমিয়ে পড়লে বউ পালাবে যে"।

দীপ ছদ্ম টেনশন আনল গলায় "সত্যিই। তাহলে তো ভারি বিপদ। আচ্ছা বউয়েরও তো একটা দায়িত্ব থাকা উচিত তাই না? আমাকে জাগিয়ে রাখার?"

ঋতি হাসল "হুউ, শখ কত! উনি পড়ে পড়ে ঘুমোবেন আর ওনার বউ ওনাকে জাগিয়ে রাখবে!"

দীপ বলল "হ্যাঁ শুনেছি লিপস্টিকের গন্ধ নাকি খুব ভাল জাগিয়ে রাখতে পারে"।

ঋতি বলল "ওহ!!! এটা তো জানতাম না! তা অফিসে ঘুমিয়ে পড়লে বুঝি কোন মেয়ে এরকম লিপস্টিকের গন্ধেই ঘুম ভাঙায়?"

দীপ কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল “নাহ, অত সৌভাগ্য এখনও হয় নি। আপাতত খোঁজ চলছে”।
ঋতি বলল “খোঁজ চলছে বুঝি? এখনও পাওয়া হয় নি? আমিও খুঁজতে শুরু করি তবে?”
দীপ বলল “শিওর, সবাই মিলে খুঁজলে তবেই তো অরূপরতন পাওয়া যাবে”।
ঋতি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এই সময়ে বুক পকেট থেকে দীপের ফোনটা বেজে উঠল।
ঋতি বলল “অফিস থেকে নাকি?”
দীপ বলল “যেখান থেকেই হোক। ড্রাইভ করার সময় আমি ফোন রিসিভ করি না”।
ঋতি বলল “ইও আর এ বিজি পার্সন। যখনই দেখা হয়, তোমার ফোন রিং হয়ে যায়”।
দীপের সিক্সথ সেন্স বলছিল ফোনটা চিত্রলেখাই করছে। সে মিথ্যা করে বলল “অফিসের প্রোজেক্টটা নিয়ে একটু বিজি আছি এখন। ওই ব্যাপারেই হয়ত”।
ঋতি জিভ কাটল “ঈশ, তাহলে কি আমি দেখা করার আবদারটা করে ভুল করলাম?”
দীপ বলল “ধুস, আমার নিজেরই কি রোজ রোজ অফিস করতে ভাল লাগে নাকি? এসব নিয়ে ভেবো না। আমি ফোনটা সাইলেন্ট করে দিচ্ছি”।
তারা দ্বিতীয় হুগলী সেতুর টোল প্লাজায় চলে এসছিল। টোল ট্যাক্স দিয়ে দীপ বলল “বলুন মেমসাহেব একদিকে যাইতেছে দিল্লি রোড, অপরদিকে মুম্বই। আপনি কোন দিকে যাইতে আগ্রহী?”
ঋতি বলল “মুম্বই ক’দিনে পৌঁছব, আর দিল্লি? বেশ একটা পথ যদি না শেষ হয় টাইপ ফিলিং আসছে কিন্তু”।
দীপ বলল “ডিসিশন প্লিজ”।
ঋতি তার ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমা দীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল “একটা আঙুল ধর”।
দীপ ঋতির তর্জনীটা ছুঁয়ে দিল। সামান্য স্পর্শেই একটা ম্যাজিক হল তার ভেতরে।
ঋতি বলল “দিল্লি জিতল। দিল্লি চলো”।
দীপ বলল “ওকে। তাই হোক”।
ঋতি বলল “একটা কোথাও ফাঁকা দেখে একটু দাঁড় করানো গেলে দাঁড়িও। একটা ইম্পরট্যান্ট কথা বলব”।
দীপ বলল “ওকে”।
সাঁতরাগাছি পেরিয়ে, আরও কয়েকটা লোকালয় ছাড়িয়ে দীপ রাস্তার বা দিকে গাড়িটা দাঁড় করাল।
বলল “ইয়েস। প্রসিড প্লিজ”।
ঋতি তাকে চমকে দিয়ে তার দিকে ঝুঁকে তার ঠোঁটে একটা চুমু খেল।
দীপ প্রথমে বুঝে উঠতে পারে নি। সেও ঋতিকে জড়িয়ে ধরল।
কয়েক মিনিট ধরে পরস্পরকে তারা পাগলের মত চুমু খেল।
হাইওয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়িগুলো প্রচন্ড গতিতে চলে যাচ্ছে।
ঋতি একটু সময় নিয়ে নিজেকে সামলে বলল “আই অ্যাম সরি। অনেক কষ্টেও নিজেকে আটকাতে পারলাম না, বিলিভ মি”।
দীপ কয়েক সেকেন্ড পর বলল “সরির কিছু নেই। আমারও খুব ভাল লাগছে”।
বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। দুজনে নিজেদের সামলে নিচ্ছিল।
ঋতি বলল “তো?”
দীপ বলল “লং ড্রাইভ?”
ঋতি বলল “অ্যাস ইউ উইশ। রাস্তাঘাটে তো...”
দীপ ঋতিকে কথাটা শেষ করতে দিল না। আবার ঋতির ঠোঁটে চুমু খেল।
ঋতি আটকাল, “এখানে আর দাঁড়িও না। লোকে দেখলে বাজে ব্যাপার হয়ে যাবে। চল”।
দীপ বলল “আমি তোমাকে পুরোটা পেতে চাই ঋতি। এভাবে রাস্তা ঘাটে না”।

ঋতি দীপের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল "কোথায়?"
দীপ বলল "যেখানে সম্ভব"।
ঋতি বলল "নিয়ে চল। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, আমি চোখ বন্ধ করে সেখানেই যাব"।
কয়েক মিনিট চুপ করে বসে দীপ গাড়ি ঘোরাল।
ঋতি বলল "কোথায় যাচ্ছ?"
দীপ বলল "তোমার কোন আই কার্ড আছে তোমার সঙ্গে? আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড?"
ঋতি বলল "দুটোই আছে"।
দীপ বলল "দেন বুক আ রুম। আনম্যারেড কাপলদের জন্য অ্যাপস আছে। ডাউনলোড কর"।
ঋতি বলল "হোটেল?"
দীপ বলল "হু। সেফ। আমার অনেক কলিগই যায়"।
ঋতি বলল "আর কোন অপশন নেই?"
দীপ বলল "মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করবে পুরনো বাংলা সিনেমার মত?"
ঋতি হেসে ফেলল।
ঘণ্টা খানেক বাদে তারা পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে চেক ইন করল।

২০।

সকালে সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় টিফিন নিয়ে আসা হয় নি।
মানালি ভেবেছিল বাইরে গিয়ে লাঞ্চ করবে। বিতস্তাই বারণ করল।
বিতস্তা লাঞ্চে চাউ এনেছিল। পরিমাণে অনেকটাই ছিল। আশে পাশের ডেস্কগুলো ফাঁকা। বেশিরভাগই অফিসের নিচের খাবারের স্টল থেকে খেতে গেছে।
বিতস্তা খেতে খেতে বলল "তোর মনে হচ্ছে না এই ধ্রুব বাগচীর ব্যাপারটা নিয়ে বিশ্বরূপদা একটু বেশিই তেতেপুড়ে রয়েছে?"
মানালি বলল "সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার ওপর দিয়ে জাস্ট ঝড় চলছে। আমি আর পারছি না বিশ্বাস কর"।
বিতস্তা কাঁধ ঝাঁকাল "তো সেটা নিয়ে খোলাখুলি ডিসকাস তো কর। বলে দে বিশ্বরূপদাকে"।
মানালি মাথা নাড়ল "নাহ। বলব না। আমিও শেষ দেখতে চাই। দেখ আমি একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি। বিশ্বরূপদা চাকরি ছাড়বে বা যাই করবে, যাওয়ার আগে ধ্রুব বাগচীর সঙ্গে একটা বড় সড় পাঙ্গা নিয়ে যেতে চাইছে"।
বিতস্তা বলল "সেটাই তো বলছি। কানাঘুষো শুনছিলাম বাইরের কোন ইউনিভার্সিটিতে নাকি আরও কী সব পড়ার জন্য যেতে পারে। যদি সেটাই হয় তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যাওয়ার আগে কোন স্কোর সেটল করতে চায়"।
মানালি বলল "যা পারে করুক। বাদ দে তো। এখন লাঞ্চ টাইমে এসব বালের কথা বাদ দে। তোর কথা বল। তোর স্কোর কেমন চলছে?"
মানালি চোখ মারল।
বিতস্তা বলল "অ্যাপটা সুপার ভাই। কখনও ট্রাই করে দেখিস"।
মানালি অবাক হল "কোন অ্যাপটা?"
বিতস্তা বলল "রুম ফর আনম্যারেড কাপল। জাস্ট সার্চ কর, হোটেলে আই কার্ড দিয়ে চেক ইন করে যা"।
মানালি চোখ বড় বড় করল "হোটেলে"?
বিতস্তা বলল "ইয়েস। হোটেলে। আমি আর সৌরভ তো একদিন হোটেলেই মিট করলাম। রেটটা যদিও একটু হায়ার সাইডে থাকে কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই ভেরি স্মুদ"।
মানালি বলল "সৌরভের ফ্ল্যাটে যেতিস যে, সেসব?"
বিতস্তা মুখ ব্যাকাল "আরে সে আর বলিস না, অতিথি তুম কব যাওগে কেস। ওর এক মামার ছেলে এসেছে। সে ব্যাটা তিন দিন থাকব বলে সাত দিন থেকে গেল। কী করব বল? আমাদেরও তো কিছু একটা জুগাড় করতেই হবে তাই না?"
মানালি বলল "দেখিস বাবা, পুলিশের ঝামেলায় পড়িস না"।
বিতস্তা বলল "দেশের তো কোন আইনে বলে না হোটেলে আন ম্যারেড কাপল থাকতে পারে না। তবে কীসের ঝামেলা?"
মানালি বলল "তাহলে হোটেলগুলোতে রেইড হয় কেন?"
বিতস্তা বলল "আই কার্ড ছাড়া থাকলে রেইড তো হতেই পার। সিকিউরিটি ইস্যুসও তো আছে। তবে

সমস্যা হল, যে কারণে হেলমেট থাকলেও তোকে রাস্তাঘাটে পুলিশ ধরতে পারে, হোটেলগুলো ঠিক সে কারণেই রেইড হতে পারে। একটু স্ট্যান্ডার্ড হোটেলে অবশ্য এই ঝামেলা হয় না। আরেকটা ব্যাপার কী জানিস, শহরে গুচ্ছ গুচ্ছ হোটেল আছে, পুলিশ কি আর সব রুমে গিয়ে নক করে করে দেখবে যে ভিতরে কী চলছে?"

মানালি বলল "দেখিস, আর যাই হোক হেডলাইন হোস না, তবেই হবে"।

বিতস্তা আক্রমণাত্মক হল "আসুক না, বুঝে নেব। আমার রিলেশন, কীভাবে হ্যান্ডেল করব আমি বুঝে নেব। পাড়ার জ্যেঠিমা কাকীমার মত বিহেভ করবে আর আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলব?"

মানালি হেসে ফেলব "এত ডেসপারেট হয়ে গেছিস কেন? সেরকম হলে বিয়ে বা লিভ টুগেদার কিছু একটা করে নিলেই তো পারিস! সপ্তাহে একদিন দুদিন খেপ খেলতে হয় না"।

বিতস্তা বলল "করব। সৌরভ আর আমি আরেকটু সেটল হলেই করব। দ্যাখো বস, ভিতরে খিদে থাকবে, আর থার্টিসের নির্বাক সিনেমার নায়ক নায়িকার মত চোখ দিয়ে চু কিত কিত খেলতে পারলাম না জাস্ট"।

মানালি বলল "বাড়িতে বলেছিস সৌরভের ব্যাপারে?"

বিতস্তা বলল "বলেছি। বাবা গাইগুই করছে"।

মানালি অবাক হল "কেন?"

বিতস্তা বলল "সৌরভ ব্রাহ্মণ না। বাবার জাত্যাভিমানে লাগছে"।

মানলি চোখ কপালে তুলল "সেকীরে! তাহলে কী করবি?"

বিতস্তার চাউ শেষ হয়ে গেছিল। সে আঙুল চাটতে চাটতে বলল "বাবাকে বলে দিয়েছি, মানুষ মঙ্গলগ্রহে ক্রিকেট খেলবে দুদিন পরে। তুমি এখন ব্রাহ্মণ মুচি মেথর দেখে বেরিও না। বাবা শুনে হালকা খচেছে, তবে ক্যাজ করে নেব। চাপ নেই"।

মানালি বলল "আর আন্টি?"

বিতস্তা বলল "মা? মা হল জাতির থুড়ি আমার বিবেক। শুধু বলে বিয়ে কর বিয়ে কর"।

মানালি দীর্ঘশ্বাস ফেলল "ঘর ঘর কী কাহানি ভাই। কী আর করবি"।

ইন্টারকমের ফোনটা বাজছে, বিতস্তা বলল "নে, তোরই হবে। বিশ্বরূপদা নিশ্চয়ই"।

মানালি ধরল "হ্যালো"।

"চলে আয়"।

ফোনটা কেটে গেল।

বিতস্তা বলল "ঠিক গেস করেছিলাম তো?"

মানালি বলল "আর কী! কপাল!"

বিতস্তা বলল "মুখটা ধুয়ে যা। বাচ্চাদের মত খাস এখনও। ঠোঁটের কোণায় চাউ লেগে আছে। তোর একটা বয়ফ্রেন্ড দরকার ছিল। এই সময় ঠোঁট দিয়ে চাউটা টুক করে খেয়ে নিত"।

মানালি বা হাত দিয়ে বিতস্তাকে ঘুষি মারল "সব সময় এক জিনিস ভেবে যাচ্ছিস। ভাক"।

বিতস্তা চোখ মারল "জওয়ানি কা জোশ বেটা, তুম নেহী সমঝোগে রমেশ বাবু"।

মানালি রেগে গেল "কেন বে? আমার কি জওয়ানি নেই? সব শিলা কি জওয়ানি তোরই আছে?"

বিতস্তা হাসতে হাসতে হাত নাড়ল "ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়াচ্ছে, তোকে দেখে তো মনে হয় এসব নিয়ে তোর কোন ইন্টারেস্টই নেই। হাউ ক্যান ইউ বি সো কাম মা? হাউ?"

মানালি বলল "থাম। তোর সঙ্গে এত ভাট বকতে থাকলে বিশ্বরূপদা খচে যাবে। আমি যাই"।

বিতস্তা বলল "যা যা। দেরী না, যা"।

মানালি ওয়াশরুমে মুখ ধুয়ে মুখ টুখ মুছে বিশ্বরূপদার চেম্বারে ঢুকল।

বিশ্বরূপদা ল্যাপটপে কাজ করছিল। তাকে দেখে বলল "পেজ ফোর না, ওটা পেজ থ্রিই বানা"।

মানালি বুঝল না “মানে?”
বিশ্বরূপদা বলল “পেজ থ্রি নিউজ বানা অ্যাবাউট ধ্রুব বাগচী এন্ড ইঙ্গিতা বাগচী। স্টোরিটা এভাবে বানা যে ফেমাস ডাইরেক্টর ধ্রুবর ঘর ভাঙল কেন? শ্রীপর্ণা ঘোষাল নাকি অন্য কেউ? ইঙ্গিতা বাগচী কেন এত দূরে গিয়ে জনসেবা করে যাচ্ছেন? এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে?”
মানালি হাঁ করে বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে বলল “তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?”
বিশ্বরূপদা বলল “না। সব ঠিক আছে”।
মানালি বলল “তাহলে এরকম একটা ডিসিশন নিলে কেন হঠাৎ করে?”
বিশ্বরূপদা কাঁধ ঝাঁকাল “আমার ইচ্ছে। একটা লোক ফালতু অ্যাটিটিউড নিয়ে যাবে, আর আমরা তাকে খোলা বাজারে ফ্রি স্পেস দিয়ে দেব, তা আর হবে না। অনেক হয়েছে লুকোচুরি। ধ্রুব বাগচীকে এক্সপোজ করার টাইম এসে গেছে। নিউজ হিসেবেও পাব্লিক খাবে। আমাদের এক্সক্লুসিভ নিউজ থাকবে। একটা গোটা পাতা জুড়ে”।
মানালির নার্ভাস লাগছিল। বলল “সব আমার নামে যাবে?”
বিশ্বরূপদা বলল “হোয়াই নট? তোর আবার কী প্রবলেম হল?”
মানালি বলল “তুমি বুঝতে পারছ এই নিউজের ফলে ঠিক কী কী ঘটতে পারে? তাছাড়া... আমি ইঙ্গিতা ম্যামকে কথা দিয়েছিলাম, ওঁর রিলেশন সম্পর্কিত কোন কিছু এক্সপোজ করব না”।
বিশ্বরূপদা মানালির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল “ওকে, নিউজটা এমনভাবে বানা তুই ইঙ্গিতাকে মিট করিস নি। তাহলে হবে তো?”
মানালি উশখুশ করে বলল “তোমার আবার কী হল? ধ্রুব বাগচীর সঙ্গে কি তোমার কোন ইগো ক্ল্যাশ হল?”
বিশ্বরূপদা পেপার ওয়েটটা হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলল “হতেই পারে। একটা লোক ঘরে বসে বিশ্বশুদ্ধ লোককে তুচ্ছ প্রমাণ করে যাবে, আর তার সিরিয়াস প্রবলেমগুলো দেখাতে গেলে সে ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে ফেলবে, আমি তো তা হতে দিতে পারি না। লিখে ফেল”।
মানালি মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল “আমার এথিক্সে আটকাবে। তুমি লেখ বরং। আমাকে তো এই হাউসে চাকরি করতে হবে বিশ্বরূপদা। তুমি বাইরে চলে যাবে বা অন্য চাকরি পেয়ে যাবে তোমার যা এক্সপেরিয়েন্স আছে। আমার কী হবে?”
বিশ্বরূপদা বিরক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল “তোকে হাতে ধরে কাজ শেখাচ্ছি আমি। বাকিদের মধ্যে তুইই একটু কমজোরি, সেটা তুইও জানিস। সব কিছুর মধ্যে ইনভল্ভড হয়ে যাস, রি অ্যাক্ট করে ফেলিস বলে এখনও তোকে যতটা পারি আমিই গার্ড দি। এবারও দেব। আর কিছু?”
মানালি উঠল “ওকে। লিখছি। দেখে দিও। তবে নিজের ইচ্ছায় আমি কাজটা করব না। তোমার কথাতেই করব। এটা মনে রেখো”।
আর একটা কথাও না বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
বিশ্বরূপদা কী বলে শোনার জন্য দাঁড়াল না।

২১।

"তোমার অপরাধবোধ হচ্ছে না তো?" প্রশ্ন করল দীপ।
দীপ সোফায় বসে ছিল। ঋতি খাটে শুয়ে। অনাবৃত। গায়ে কেবল একটা চাদর।
ঋতি দীপের দিকে তাকিয়ে হাসল "একটু ব্যথা আর ছাড়া কোন বোধ হচ্ছে না"।
দীপ বলল "ব্যথা? কোথায়? মনে?"
ঋতি বলল "তোমার কী মনে হয়"?
দীপ বলল "হু। ইট হার্টস"।
"তুমি ওই গানটা জানো? তুমি নরম ঠোঁটে স্বেচ্ছা ব্যথায় নীল?"
দীপ ঋতির দিকে তাকাল "চন্দ্রবিন্দু?"
ঋতি হাসল "ইয়েস"।
দীপ বলল "ইয়েস"।
ঋতি বলল "কর তাহলে"।
দীপ বলল "আমি গান জানি না"।
ঋতি বলল "আমি জানি না। করতেই হবে"।
দীপ বলল "বেসুরো? শুনলে পালাবে না তো?"
ঋতি বলল "না করলে পালাব। প্লিজ"।
দীপ একটু গুণগুণ করে বলল "ধুস। হচ্ছে না"।
ঋতি হেসে বলল "জীবন কত অদ্ভুত না? দিন দুয়েক আগেও আমরা দুজন দুজনকে চিনতাম না। সেক্টর ফাইভেই হয়ত পাশাপাশি গেছি, কিন্তু কোন দিন মুখোমুখি হই নি"।
দীপ সোফা থেকে উঠল। ঋতির পাশে বসে ঋতির চুলে আদর করতে করতে বলল "আর একমাস পরে সবটাই লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ হয়ে যাবে"।
ঋতি বলল "প্লিজ মনে করিয়ে দিও না। তবে তুমি যদি চাও..."
দীপ বলল "তুমি যদি চাও সূর্যকে নিয়ে যাব তোমাদের বাড়ি?"
ঋতি বলল "জানি। এটা নচিকেতার গান। আমি সিরিয়াস দীপ। তুমি যদি চাও আমি যাওয়াটা ক্যান্সেল করে দেব"।
দীপ বলল "চাকরি চলে যায় যদি?"
ঋতি বলল "যাক না। ক্ষতি কী?"
দীপ বলল "তোমার অনুশোচনা হবে না কোনদিন?"
ঋতি অধৈর্য হল "আজ থেকে এক বছর পরে কোন এক অচেনা শহরে একা একা থাকার চেয়ে আমি আমার প্রিয়জনের কাছে থাকাটা বেশি প্রেফার করব দীপ"।
দীপ বলল "জীবনটা সত্যিই অদ্ভুত ঋতি, দিন কয়েক আগে আমিও স্টক মার্কেট ছাড়া আর কিছু বুঝতাম না। আজ আমি একবারও দেখি নি সেনসেক্সের কী হাল। আমার ফান্ডগুলো কোন পজিশনে আছে। ইউ চেঞ্জড মি। ইউ চেঞ্জড মি আ লট"।
ঋতি দীপের হাতটা নিয়ে চুমু খেল "আমাকে একজন বলেছিল প্রেম এমন একটা জিনিস যেখানে কারও সঙ্গে দেখা হবার পরে অদ্ভুত ভাবে সব কিছু তার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আমি জানি না দীপ, তোমার মধ্যে

কী আছে। কিন্তু কাল থেকে কী যে হয়েছে, তুমি যাবার পর থেকে আমি অন্য কিছু নিয়ে ভাবতেই পারছি না। আমি জানি, আর পাঁচটা লোক আমাকে খারাপ মেয়ে ভাববে... কিন্তু...”
দীপ ঋতির কথা শেষ করতে না দিয়ে ঋতিকে কাছে টেনে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল।
বলল “আর পাঁচটা লোক আমরা কী করব সেটা ঠিক করবে না ঋতি। আমরা কী করব সেটা আমি আর তুমি ঠিক করব”।
ঋতি বলল “সো দীপবাবু? অফিশিয়ালি আজ থেকে তুমি আর আমি আজ ভার্জিনিটি হারালাম, বল?”
দীপ হাসল “ইয়েস। অফিশিয়ালি। অ্যান্ড ইট ফিলস লাইক হেভেন”।
ঋতি বলল “আমরা এবার বেরোতে পারি না? আমার কেমন ভয় ভয় লাগছে। যদি পুলিশ রেইড হয়?”
দীপ বলল “আমার মনে হয় না এত ভাল হোটেলে পুলিশ আসবে। ওসব সস্তার হোটেলে হয়। তাছাড়া অ্যাপটা যথেষ্ট রিলায়েবল”।
ঋতি বলল “আইডিগুলো নিয়ে রেখে দিয়েছে। ওগুলো দিয়ে কী করবে?”
দীপ বলল “সেটা তো সিকিউরিটি পারপাস। রিসেপশনে বলল শুনলে না? বেরনোর সময় ফেরত দিয়ে দেবে”।
ঋতি বলল “হোটেল যতই সেফ হোক, আমরা এর পর অন্য কিছু খুঁজি বরং”।
দীপ বলল “তাই হোক। চল লেটস ম্যারি”।
ঋতি ব্যাজার মুখে বলল “ধুস! তুমি একেবারেই রোম্যান্টিক নও! এটা কোন ধরণের প্রপোজ হল?”
দীপ বলল “তুমি কোন ধরণের প্রপোজ চাও?”
ঋতি বলল “অ্যাটলিস্ট জ্যোৎস্না রাত হবে, ক্যান্ডেল লাইট ডিনার হবে। এই দুটো ক্রাইটেরিয়া তো থাকতেই হবে। আর হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউন্ডে ভায়োলিন না, বাজবে ‘তুমি যে আমার’”।
দীপ বলল “তথাস্তু। লেকিন, পূর্ণিমা কব হে? আরে ও সাম্বা, পূর্ণিমা কব হ্যায়?”
ঋতি হেসে ফেলল “এক কাজ কর, রুম সার্ভিসে ফোন করে একটা ক্যালেন্ডার আনাও”।
দীপ বলল “ভাল মনে করালে, রুম সার্ভিসের কথায় মনে পড়ল। লাঞ্চ অর্ডার করে দি?”
ঋতি বলল “এখানে খাবে?”
দীপ বলল “তাহলে কোথায় খাবে?”
ঋতি বলল “হাইওয়ের কোন ধাবায়?”
দীপ খাটে শুয়ে পড়ল “পারলাম না। জাস্ট আর ড্রাইভ করতে পারলাম না বস। আমি ল্যাদ খেয়ে গেছি। আজ থেকে আমি সংসারী মানুষ। ভুঁড়ি বাগিয়ে সংসার করব, ব্যস”।
ঋতি বলল “তাহলে আমিও ছেড়ে চলে যাব। ভুঁড়ি আমার দু চোখের বিষ। ইয়াক। আমি কল্পনাও করতে পারছি না তোমার ভুঁড়ি”!
দীপ বলল “আরেকটু দূর কী শোচো। আমার একটা বড় টাক হয়েছে। বারান্দার মত। ইয়াব্বড় একটা ভুঁড়ি। তুমি অফিস যাওয়ার আগে আমাকে একটা ইয়াব্বড় টিফিন কৌটো ধরিয়ে দিলে। আমি অফিস গিয়ে সে টিফিন খুললাম। টিপিক্যাল বাঙালি টিফিন। ভাত। ট্যালট্যালে ডাল। মাছের ঝোল”।
ঋতি বলল “ঈশ!!! ছিঃ! আমি দূর কেন, কোনভাবেই এতকিছু ভাবতে পারছি না। আমাকে দিয়ে দয়া করে এসব ভাবিও না। তোমার পায়ে পড়ি”।
দীপ বলল “জিম পাঠানোর ট্রাই নেবে নাকি?”
ঋতি বলল “সে যা ইচ্ছা কর, কিন্তু ভুঁড়ি যেন না হয়। ওর থেকে বড় টার্ন অফ আর কিছু হয় না আমার কাছে”।
দীপ বলল “ওকে ম্যাম। তাই হোক”।
কলিং বেল বাজল।

ঋতি বলল “দেখো কে এল। পুলিশ না তো?”
দীপ বলল “ধুস! পুলিস কেন হবে? এত ভয় পাও কেন? দাঁড়াও দেখি”।
দীপ উঠল। জামাটা পরে কী হোলে চোখ রেখে বলল “হোটেলের বয়”।
ঋতি শ্বাস ছাড়ল, “উফ! ভয় পেয়ে গেছিলাম সত্যি”।
দীপ দরজা খুলল “কী চাই?”
ছেলেটা বলল “স্যার রিসেপশনে লাঞ্চের জন্য বলেছিলেন। কিছু লাগবে?”
দীপ বলল “আমি ফোন করছি। নক করার দরকার নেই ওকে?”
ছেলেটা বলল “ওকে স্যার”।
ছেলেটা যেতে ঋতি বলল “এই চল তো। আমার একদম টেনশন পোষায় না। কলকাতা এখনও যথেষ্ট সেফ না আনম্যারেড কাপলদের জন্য”।
দীপ কাঁধ ঝাঁকাল “আমার আচ্ছা খাসা ল্যাদটা নষ্ট হল। ঠিক আছে। তাই হোক, আমি ওয়াশরুম যাই। তুমি যাবে আগে?”
ঋতি উঠল “না, যাও রেডি হয়ে নাও। আমিও যাই। ফালতু দেরী করে লাভ নেই”।
দীপ ওয়াশরুমে ঢুকল। ঋতি তৈরী হচ্ছিল এমন সময় দীপের ফোনটা ভাইব্রেট হতে শুরু করল। ফোনটা ঋতির চোখের সামনেই ছিল। ঋতি দেখল লেখা “চিত্রলেখা” নামটা ভেসে উঠছে। সে ফোনটা ধরল না।
দীপ বেরোলে বলল “চিত্রলেখা কে?”
দীপ ঋতির দিকে তাকিয়ে একটু থতমত খেয়ে বলল “কলিগ। কেন বলত?”
ঋতি বলল “টোটাল কাব্যিক নাম তো! ফোন করেছিল”।
দীপ মুখে ছদ্ম বিরক্তি ফুটিয়ে বলল “উফ, এঁরা একদিন ছুটি নিতেও দেবে না। অফিস জুনিয়র বুঝলে তো? একেবারে কিছুই কাজ জানে না। ক্ষণে ক্ষণে শুধু বিরক্ত করতে জানে”।
ঋতি হাসল “বিরক্ত না, ওরম বলে না। এমন হ্যান্ডু সিনিয়র থাকলে একটু জ্বালানো তো হক বনতা হ্যায় বস। জানো তো, আমারও এরকম একজন সিনিয়র ছিল অফিসে। আমি খুব বোকা সেজে তাকে ফোন করতাম। একদিন সানডেতে তাকে ফোন করেছিলাম। তার বউ ধরে সেকী ঝাড়! কেন অফিস আওয়ারসের বাইরে ফোন করেছি এটসেট্রা এটসেট্রা। বোঝো! আমি তখন জাস্ট কয়েকদিন হল জয়েন করেছি। ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হয়েছে আর নতুন প্রজেক্ট দিয়েছে। আমি কী করে বুঝব ব্যাটার বউ ওমন সন্দেহ করে। ইনফ্যাক্ট উনি যে ম্যারেড সেটাই জানতাম না। খুব কেঁদেছিলাম”।
দীপ বলল “হু। ক্রাশ ছিল তাহলে”।
ঋতি চোখ নাচাল “জ্বলল?”
দীপ ঠোঁট ওল্টাল “সুন্দরী বউ হবে। আরও কত জ্বলা বাকি”!
ঋতি বলল “সুন্দরী না ছাই। তুমিও তো কম হ্যান্ডু না বাপু। তোমাকেও আমি চোখে চোখে রাখব দেখে নিও। একদম অন্য মেয়েদের দিকে তাকাবে না, চোখ গেলে দেব”।
বলেই ঋতি হাসতে শুরু করল।
দীপ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আবার ফোনটা বেজে উঠল।
ঋতি বলল “এই ফোনটা রিসিভ কর। নইলে বার বার ফোন করবে”।
দীপ বিরক্ত গলায় বলল “ছাড়ো তো। রিসিভ করলেও হ্যাজ দিতে শুরু করবে। অত হ্যাজ এখন নিতে পারব না। চেক আউট করি চল”।
ঋতি বলল “এক কাজ করি? আমি রিসিভ করি? ঝাড়ব না বিলিভ মি। ভাল করে কথা বলি”।
দীপ আঁতকে উঠেও সামলে নিল “না না, কোন দরকার নেই। চল চল বেরোই”।
ঋতি অবাক হয়ে বলল “তুমি এত রি অ্যাক্ট করে ফেলছ কেন?”

দীপ নিজেকে সামলে নিল “আরে সেটা না, অফিসে শরীর খারাপ বলেছি না, এখন যদি তুমি ধর তখন অন্য ঝামেলা হতে পারে। ভেবে নেবে অ্যাপো মারছি। বুঝলে তো?”
ঋতি মাথা নাড়ল “পয়েন্ট। ওকে। চল বেরোই”।
দীপ বলল “তোমার ইচ্ছাই থাকল। তবে হাইওয়েতে ধাবায় পৌঁছতে পৌঁছতে খিদে পাবে না তো?”
ঋতি হাসল “পাবে না। এত চুমু খেয়েছ পেট ভরে গেছে”।

২২।

মানালি ঘুমাচ্ছিল।
ঘুম ভাঙল ফোনের শব্দে।
মানালি কোন মতে হাত বাড়িয়ে ফোনটা রিসিভ করল, "হ্যালো"।
"কী রে, এটা কী নিউজ করেছিস"?! বিতস্তার উত্তেজিত গলা ভেসে এল ওপাশ থেকে।
মানালি ঘুম চোখে বলল "রাখ এখন। পরে করছি"।
বিতস্তা বলল "শোন শোন শোন। রাখিস না প্লিজ"।
মানালি বিরক্ত গলায় বলল "বল। কাল সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফিরেছি সব কাজ সেরে। আজকে যাওয়ার কথা ছিল না তো নিউজটা। চলে গেছে?"
বিতস্তা বলল "সেটাই তো বলছি। পেজ থ্রি নিউজ এত প্রম্পট বেরোয় এই প্রথম দেখলাম। আর তার ওপর এ তো পাতাজোড়া কেচ্ছা রে! কেচ্ছা নামানো তাও যুদ্ধকালীন তৎপরতায়! ইম্প্রেসিভ!"
মানালি বলল "দেখিনি নিউজপেপার এখনও। রাখ দেখছি"।
বিতস্তা বলল "ওকে, দেখা মাত্র কলব্যাক করিস। অফিস আসছিস কখন?"
মানালি বলল "দেখি"।
ফোনটা কেটে দিল সে।
সকাল সাড়ে আটটা বাজে। মানালি উঠে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। মা তাকে দেখে বলল "বাবা ফিরছে আজ। ছুটি পাবি?"
মানালি বলল "দেখছি তাড়াতাড়ি চলে আসা যায় নাকি। কাগজ এসেছে?"
মা বলল "হ্যাঁ, টিভির টেবিলে দেখ। কী এমন রাজকাজ আছে আজ যে ছুটি পাবি না"?
মানালি উত্তর না দিয়ে ড্রয়িং রুমে গেল। মা গজগজ করতে লাগল।
বহুদিন পরে তার এমন পাতাজোড়া একটা স্টোরি বেরিয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ নিজের নামটা দেখল মানালি। তারপর নিউজটা পড়তে শুরু করল। গত রাতে বিশ্বরূপদার সঙ্গে বসে যতটা লেখা হয়েছিল তেমনটাই বেরিয়েছে। ইপ্সিতা বাগচীর একটা ছবিও বেরিয়েছে কাগজে।
শ্রীপর্ণা ঘোষালের সঙ্গে ধ্রুবর একটা ছবি বেরিয়েছে।
"কী কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ধ্রুবর? শ্রীপর্ণা নাকি অন্য কেউ? পর্দার আড়ালে কে? খুঁজলেন মানালি"।
হেডলাইনটা এই। কাগজটা নিয়ে নিজের ঘরে গেল সে।
উত্তেজিত লাগছিল খানিকটা।
একটু ভেবে বিশ্বরূপদাকে ফোন করল সে। একটা রিং হতেই ধরল বিশ্বরূপদা "এই তো, তোর ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, বল। ধ্রুব ফোন করেছে নাকি?"
মানালি কথার উত্তর না দিয়ে বলল "নিউজটা শনিবার যাবার কথা ছিল না?"
বিশ্বরূপদা বলল "দেরী হয়ে যেত তো। অন্য কোন মিডিয়া নিউজটা করে দিলে ফুল কেলো হয়ে যেত। রিস্কটা নেওয়া গেল না আর কী! এত বড় স্কুপ অন্য কোন মিডিয়া পেলে ছাড়ত? তোর কী মনে হয়? তুই তো এখন টক অফ দ্য টাউন হয়ে যাবি। এতবড় এক্সক্লুসিভ নিউজ করলি। দেখ দেখ, কত ফোন আসবে আজ"।
মানালি বলল "হু। রাখছি। শোন আজ যাচ্ছি না। কাজ আছে"।

বিশ্বরূপদা বলল "রাগ হল নাকি?"
মানালি বলল "নাহ। বাবা আসবে। বাড়িতে অনেক কাজ আছে। বাই"।
বিশ্বরূপদাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা কেটে দিল সে। ফোনে একটা এস এম এস এসেছে। ইপ্সিতা বাগচীর। সকালেই এসেছে। লেখা "ফ্রি থাকলে ফোন করবেন একটু"।
মানালি বেশ খানিকক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু ভেবে ফোনটা করল।
ইপ্সিতা ধরলেন একবারেই "গুড মর্নিং"।
মানালি খানিকটা কুণ্ঠিত ভাবে বলল "গুড মর্নিং ম্যাম। নিউজটার ব্যাপারে ফোন করেছেন?"
ইপ্সিতা বললেন "হ্যাঁ। আমার একটাই কথা বলার। আমি ভেবেছিলাম এখনও হয়ত কেউ কেউ আছে যাকে ভরসা করা যায়। আপনাকে দেখে আমার তেমনটাই মনে হয়েছিল। ভুলটা আজ ভাঙল"।
মানালি বলল "দেখুন ম্যাডাম, আমি এই ব্যাপারে একেবারেই কিছু বলতে পারব না। নিউজটায় শুধু নামটা আমার গেছে। গোটাটাই আমার বস বিশ্বরূপদার পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখা"।
"রিপোর্টটা তো আপনার নামেই হয়েছে। আর দিনের শেষে সেটাই ম্যাটার করবে তাই না?" ইপ্সিতার গলাটা শান্ত।
মানালি একটু থেমে বলল "দেখুন ম্যাম, আমার কেরিয়রটা জাস্ট শুরু হয়েছে। অনেক সিদ্ধান্তই আমি নিতে পারি না যেটা হয়ত নিতে চেয়েছিলাম। এই স্টোরিটার ব্যাপারও একেবারেই তাই। ধ্রুব বাবুর সঙ্গে বিশ্বরূপদার সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে যে এই নিউজটা তৈরী হবে, বিশ্বাস করুন ম্যাম, আমি কালকে এই সময়ে দাঁড়িয়েও ভাবতে পারি নি"।
ইপ্সিতা বললেন "বিশ্বাস করা না করার ওপরে তো আর কিছু দাঁড়িয়ে নেই এখন। যা হবার তা তো হয়েই গেল। যাই হোক, ভাল থাকুন। আর হ্যাঁ, ওকে তো চেনেনই।একটু সামলে থাকবেন। নিজের মত অনুযায়ী কিছু না ঘটলে লোকটাকে আর চিনতে পারা যায় না"।
ফোনটা কেটে গেল।
মানালি ফোনটা অফ করে সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজল। মা ঘরে এসে বলল "টিফিন রেডি আছে। স্নান করে নিয়ে যাস"।
মানালি বলল "আজ ছুটি নিলাম"।
মা খানিকক্ষণ অবিশ্বাসী চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল "সূর্যটা কোনদিকে উঠেছে আজ কে জানে"।
মা বেরোলে মানালি ফোনটা নিয়ে অন করল।
বাবাকে ফোন করল। বাবা বলল "কীরে, এই ফ্লাইট থেকে নেমে ফোন অন করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে ফোন? বল কী বলবি"।
মানালি বলল "আর কতক্ষণ বাবা?"
বাবা বলল "আর বড়জোর দেড় ঘণ্টা। কী আনব বল"।
মানালি বলল "কিছু আনতে হবে না। শিগগির এসো তো"।
বাবা অবাক গলায় বলল "শিগগির মানে? কী হল আবার? মা ঠিক আছে তো?"
মানালি বলল "উফ, তুমিও না। ওসব কিছু না। তুমি এসো তারপর কথা হবে"।
বাবা ফোন রাখতে মানালি ফোনটা আবার অফ করতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখল ধ্রুব বাগচী টেক্সট করেছেন "কনগ্র্যাচুলেশন্স"। শুধু এই শব্দটা লেখা। আর কিচ্ছু না।
মানালি প্রথমে ভাবল রিপ্লাই দেবে। পরক্ষণে সিদ্ধান্ত বদলাল। তার ফোন বাজতে শুরু করল আবার। মানালি দেখল এবার শ্রীপর্ণা ফোন করছেন, ধরল সে "হ্যালো"।
"এসব কী হল আজ?"
শ্রীপর্ণা ওপাশ থেকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

মানালি বলল “আই ক্যান এক্সপ্লেইন ম্যাম”।
শ্রীপর্ণা বললেন “কী এক্সপ্লেইন করবে? আর কী বাকি আছে এক্সপ্লেইন করার? সেই ধ্রুবকে জড়িয়েই নিউজটা করতে হল?”
মানালি বলল “গোটাটাই এডিটরের নির্দেশে ম্যাম”।
শ্রীপর্ণা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন “আজ আমার জন্মদিন। তোমরা কী অসাধারণ গিফটটাই না দিলে আজ! স্পিচলেস!”
মানালি বলল “প্লিজ ম্যাম। রাগ করবেন না। আমার ওপর যেমন যেমন ইন্সট্রাকশন ছিল তেমনটাই লিখেছি”।
শ্রীপর্ণা বললেন “একজন মেয়ে হয়ে এই লাইনটা লিখতে লজ্জা হল না তোমার? এটা... এটা কী লাইন? শ্রীপর্ণার ফাঁকা ফ্ল্যাটে বার বার কীসের আকর্ষণে যেতেন ধ্রুব? ছিঃ! একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ককে তোমরা এভাবে খোলাবাজারে খেলো করে দিলে! আমি ভাবতেই পারছি না”।
মানালির দম আটকে আসছিল। সে কোনমতে “ম্যাম এই নিউজ রিলেটেড সব রকম কথা বিশ্বরূপদার সঙ্গে করলে ভাল হয়” বলে ফোনটা কেটে দিল।
সে কয়েক সেকেন্ড বসে ধ্রুব বাগচীকেই ফোন করল। টেনশন এতটাই হচ্ছিল তার যে আর নিজেকে সে সামলে রাখতে পারল না।
ফোনটা ধরে ধ্রুব শান্ত গলায় বললেন “নিশ্চয়ই আপনি কিছুই জানেন না নিউজটার ব্যাপারে?”
মানালি থমথমে গলায় বলল “আমার ওপর যা ইন্সট্রাকশন ছিল তাই লেখা হয়েছে। এর বাইরে আর কিছু বলার নেই আমার”।
ধ্রুব বললেন “দারুণ কাজ করেছেন। আমি খুশি হয়েছি। এস এম এসটা পড়েন নি? আমি তো আপনাকে কনগ্র্যাচুলেট করলাম আবার।”
মানালি বুঝতে পারল না ধ্রুব এত ঠান্ডা মাথায় কেন কথা বলে যাচ্ছেন। ঝড়ের খানিকটা আভাস সে পাচ্ছিল।
ধ্রুব বললেন “ইয়েলো জার্নালিজম অনেক দেখেছি। তবে আপনাদের মত নির্লজ্জ এবং নির্বোধ জার্নালিস্ট এই প্রথম দেখলাম। চাকরি চলে গেলে কী করবেন ভেবেছেন? ওহ আপনারা তো মেয়ে। মেয়েদের তো সাত খুন মাফ। কিছু বলা যাবে না। বললেই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কেস করে দেবে।”
মানালি বুঝল ধ্রুবর রাগ ওয়ার্ম আপ শুরু করে দিয়েছে। সে ফোনটা কেটে অফ করে রেখে দিল।

২৩।

ঋতিকে নামিয়ে দীপের ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা হয়ে গেল।
বাড়ি থেকে বার বার ফোন আসছিল রাস্তাতেই। দীপ ধরে নি। দরজা খুলে তাকে দেখে মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "ফোন ধরছিলি না কেন?"
দীপ বলল "বার বার বলেছি যখন ফোন ধরব না তখন বুঝে নেবে ড্রাইভ করছি, রাস্তায় যা জ্যাম ছিল"।
বাবা বসার ঘরে বসে টিভি দেখছিল। বলল "একবার ফোন করে দিলেই পারতিস। তোর মা তো সন্ধ্যে সাতটার পর থেকেই রোজ ঘর বার করা শুরু করে দেয়। ইতিহাসে কাঁচা ছিল তো"।
দীপ অবাক হয়ে বলল "মানে? এর সঙ্গে ইতিহাসে কাঁচা হবার সম্পর্ক কোথায়?"
বাবা বলল "ওই যে, তোর যে রোজ ফিরতে দেরী হয় সেটা ভুলে যায়"।
মা বাবাকে ধমক দিল, "তুমি থামো তো! আমার কেমন চিন্তা হয় তা যদি বুঝতে"।
বাবা বলল "আমার ভাগের চিন্তাটাও তুমি নিয়ে রেখেছ আগেকার দিনের সুলতানদের মত। আমি আর কী করব"।
মা বলল "তুই হাত পা ধুয়ে আয়, আমি খেতে দিচ্ছি"।
দীপ বলল "না না, আমি খেয়ে এসেছি, অফিসেই। আজ আর খাব না"।
বাবা অবাক গলায় বলল "বাবা, অফিসগুলো দেখছি আজকাল খাবারও দিচ্ছে। কালে কালে কত দেখব। আমাদের অফিসে তো ক্যান্টিনের খাবার একদিন খেলে দশদিন পেট খারাপে শুয়ে থাকতে হত। সবই আইটির দয়া"।
মা গজগজ করছিল। দীপ তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে হাত পা ধুয়ে ঘরে ঢুকে গেল।
ঋতি মেসেজ করেছে বাড়ি ফিরে গেছে। দীপ দেখল হোয়াটস অ্যাপে চিত্রলেখার একগাদা মেসেজ এসেছে। শেষে একটা ভয়েস মেসেজ এসেছে। রাত আটটা নাগাদ। দীপ প্লে বাটন টিপল, ওপাশ থেকে চিত্রলেখার গলা ভেসে এল "দীপ, তোমাকে সারাদিন ধরে বার বার চেষ্টা করে গেলাম। পেলাম না। আমি বুঝতে পারছি তুমি একটা সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে একটা ডিসিশন নিয়েছ। আমি জানি, বুঝতে পারি তুমি যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছ সেটা তোমার দিক থেকে খুবই ভ্যালিড কিন্তু বিশ্বাস কর, ছেলেটা ইচ্ছা করে তোমাকে কথাগুলো বলেছে। আমাদের মধ্যে এমন কোন কিছুই হয় নি। ছেলেটা একটা সাইকো দীপ। ও চায় আমার জীবনটা দুমড়ে মুচড়ে যাক। আজ ও সফল। আমি হেরে গেলাম দীপ। ভালো থেকো। এইটুকুই বলব। আর কখনও তোমাকে বিরক্ত করব না। সব শেষে একটা রিকোয়েস্ট করব। আমরা একবার শেষ বারের জন্য মিট করতে পারি? অনেক হ্যাংলার মত কথাগুলো বললাম। তবু জানিও।"
থেমে থেমে কথাগুলো একটু একটু করে বলেছে চিত্রলেখা। দীপ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থাকল। হঠাৎ করে একটা অপরাধবোধ তার মাথায় একটু একটু করে চেপে বসছিল।
সে ফোনটা রেখে ড্রেস চেঞ্জ করে খাটে এসে বসল। ঋতি ফোন করছে। ধরল দীপ "সব ঠিক ঠাক তো?"
ঋতি বলল "ইয়েস অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ"।
দীপ বলল "ফর হোয়াট?"
ঋতি বলল "আর কীসের জন্য হতে পারে? সব কিছুর জন্য। বিশেষ করে আজকের দিনটার জন্য"।
দীপ বলল "তাহলে তো সেম টু ইউ বলতে হয় ঋতি রাণী"।
ঋতি বলল "বাড়িতে সব ঠিক ঠাক তো? এত রাতে ফিরলে বাবা মা কিছু বললেন না?"

দীপ বলল "আমার তো হয়েই থাকে রাত। প্রায়ই। অতটা চাপ হয় না। তোমার বাবা কিছু বললেন বুঝি?"
ঋতি হাসল "আমারও হয়, তবে আজ একটু বেশিই হল। তবে সব থেকে খারাপ পার্ট হল আমাকে ভাত খেতে হল"।
দীপ আঁতকে উঠল "সেকী! বল নি তুমি যে খেয়ে এসেছ?"
ঋতি বলল "না। বললেই মা একগাদা প্রশ্ন শুরু করে দিত। ওই গ্র্যান্ড ভাইভা অ্যাটেন্ড করার থেকে ভাল খেয়ে নেওয়া। বমি করলাম অবশ্য"।
দীপ বলল "বোঝ। বমি করলে যখন মা কিছু বুঝল না?"
ঋতি বলল "আমার দোতলায় ঘর তো। ওরা নীচে থাকে। বুঝবে না। এসেই মিউজিক সিস্টেমে হাই ভলিউমে গান চালিয়ে দিয়েছিলাম"।
দীপ হাসতে হাসতে বলল "যাহ্‌, তাহলে তো কোন চিন্তাই নেই"।
ঋতি বলল "নেই আবার। হুহ। আমার মার প্রশ্নের সামনে তো কোন দিন পড়নি, তাই বলছ এই কথা। যেদিন পাবে, দেখবে একে ফরটি সেভেনের মত থেকে একের পর এক প্রশ্ন বেরিয়ে আসছে"।
দীপ বলল "ওরে বাবা। সেটা আবার কবে হবে? ফ্লাইটে তো সেরকম কিছু মনে হল না"।
ঋতি বলল "কী করে মনে হবে? তুমি তখন অপরিচিত একজন মানুষ ছিলে। এর পরে তো আর থাকবে না দীপবাবু। তখন বুঝবে"।
দীপ বলল "আচ্ছা? বেশ তাই হোক"।
ঋতি বলল "তো? কাল থেকে আবার সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়?"
দীপ বলল "আর একমাস পরে তো তোমার সেটা থাকছে না। তখন?"
ঋতি বলল "তোমাকে বলেছি না এটা মনে করাবে না?"
দীপ বলল "তবে কী মনে করাব বল? মনে করতে না চাইলেও তো সেটাই মনে পড়ে যাচ্ছে। কী করব?"
ঋতি বলল "মনে করবে না ব্যস। তুমি আমাকে এমন করে ভালোবেসো যেন কোথাও যেতে না হয়। পারবে?"
দীপ বলল "পারব। অবশ্যই পারব"।
ঋতি বলল "ফেসবুকে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস দেব ট্যাগ করে?"
দীপ বলল "ইয়েস। গো অ্যাহেড"।
ঋতি বলল "রাখছি। স্ট্যাটাসটা দিয়েই ঘুমোতে যাব। সকালে রি অ্যাকশনগুলো দেখব"।
দীপ হাসল "বেশ। গুড নাইট"।
ফোনটা রেখে দীপ সবার আগে ফেসবুক খুলে ব্লক করার জন্য চিত্রলেখার ফেসবুক প্রোফাইল খুঁজল। পেল না। বুঝল চিত্রলেখা প্রোফাইল আবার ডি অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছে।
কয়েক মিনিট পরেই দেখল ঋতি তাকে ট্যাগ করেছে। ট্যাগটা অ্যাক্সেপ্ট করল সে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ফেসবুকে কনগ্র্যাচুলেশন আসতে শুরু করল। নোটিফিকেশনের ঠেলায় দীপ নেট অফ করে দিল।
খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পরে তার ঘুম এসে গেল।
ঘন্টাখানেক ঘুমিয়েছিল সে, ফোন রিং হবার শব্দে ঘুম ভাঙল তার। ভেবেছিল চিত্রলেখা ফোন করছে, ফোনে চোখ পড়তে ভুলটা ভাঙল। ঋতি। সে ধরল "বল"।
"তুমি এটা কী করলে দীপ?"
ওপাশ থেকে ঋতির গলা গম্ভীর।
দীপ অবাক হল "কী করলাম?"
ঋতি বলল "তুমি এত বড় মিথ্যাবাদী আমি আগে বুঝলাম না কেন?"
দীপের একটা হার্টবিট মিস হল "কেন?"

ঋতি বলল “এইমাত্র চিত্রলেখার সঙ্গে আমার কথা হল। তুমি ওর সঙ্গে রিলেশনে ছিলে? আর আমাকে সারাদিন ধরে এতগুলো মিথ্যে কথা বলে গেলে?”
দীপের মুখ থেকে নিজে থেকেই বেরিয়ে এল “হোয়াট দ্য ফাক”।
ঋতি কেঁদে ফেলল “আমি ভাবতেই পারছি না তুমি আমার সঙ্গে এত বড় একটা... জাস্ট...”
দীপ কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে আক্রমণাত্মক হল “দেখো ঋতি, আমি তোমাকে সব বলতেই যাচ্ছিলাম। চিত্রলেখা যা বলছে তার সবটা মিথ্যা। বিলিভ মি”।
ঋতি বলল “পরে কথা বলছি। কিংবা আদৌ আর কোন দিন তোমার সঙ্গে কথা বলব নাকি ভাবব। আমাকে আর ফোন কোর না। বাই”।
ফোনটা কেটে গেল। দীপ সঙ্গে সঙ্গে কল ব্যাক করতে গিয়ে দেখল ঋতি ফোনটা অফ করে দিয়েছে। সে বেশ খানিকক্ষণ উঠে চুপচাপ বসে থাকল। মাথায় আগুন জ্বলছিল তার। চিত্রলেখাকে ফোন করল সে। ফোন বাজছিল। চিত্রলেখা ফোন ধরছিল না।
সাত আটবার টানা রিং করে যাবার পরে অবশেষে চিত্রলেখা ফোন ধরল, বলল “বল”।
দীপ বলল “তুমি যখন বুঝলে আমি তোমায় ফোন করছি না, আশা করি তখনই বুঝে গেছিলে তোমায় আমি চাইছি না”।
চিত্রলেখা হাসল অনেকক্ষণ ধরে। হাসতে হাসতে কেঁদে দিল শেষমেশ।
দীপ চাপা গলায় গর্জন করল “ন্যাকামি করবে না চিত্রলেখা। একদম ন্যাকামি করবে না”।
চিত্রলেখা বলল “তা তো করবই না। সম্পর্কে থাকতে থাকতে আরেকজনকে পেয়েই আমাকে ভুলে গেলে একটু ন্যাকামি করব না তা কি হয়? কী ভাগ্যে ফেসবুকটা ডি অ্যাক্টিভেট করা ছিল। আর কী ভাগ্যেই না অসাবধানতাবশত লগ ইন করলাম। নইলে এত বড় যাত্রাপালাটা দেখার সৌভাগ্যই গত না”।
দীপের মাথায় আগুন জ্বলছিল। সে ফোনটা কেটে দিল।
ফেসবুক খুলে দেখল ঋতি তাকে ব্লক করে দিয়েছে।

২৪।

"কীরে তোদের খবর কী?"
ঘরে ঢুকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল বাবা।
মানালি বলল "সব ঠিক ঠাক। নাগপুর কেমন ছিল?"
বাবা বলল "ভাল। খাওয়া দাওয়া ক'দিন বাইরে হল এই যা"।
মা বলল "হ্যাঁ, তোমার তো ভালই। ঘরের খাবার তো তোমার আবার মুখে রোচে না"।
বাবা বলল "সে বললে হবে? বাইরে থাকলে বোঝা যায় ঘরের খাবারের আসল দাম। যাক গে, মানির বিয়ে ফাইনাল করে ফেলেছ নিশ্চয়ই? আমি বেরনোর আগে তো অনেক আশার কথা শোনালে"।
মা কড়া চোখে বাবার দিকে তাকাল "সবই তো জানো। জেনে শুনে কেন অ্যাক্টিং করছ"?
মানালি অবাক হয়ে মার দিকে তাকাল, "মানে? তোমার সবটাই প্রি প্ল্যান্ড ছিল?"
মা ব্যাজার মুখে বলল "সে যাই থাক, তুই তো আর সেসব দিনের আলো দেখতে দিলি না। কোন না কোন একটা ছেলে ধরে নিয়ে আসবি কে জানে!"
বাবা মানালির দিকে তাকাল "কই রে, দেখালি না তো! আমাকে তো অ্যাটলিস্ট দেখাতে পারতিস ছেলেটাকে"।
মানালি বিরক্ত হয়ে বলল "তোমরা একটু থামবে প্লিজ? আমার একদম এসব কথা ভাল লাগছে না। অফিস নিয়ে এমনিতেই ভীষণ টেনশনে আছি"।
বাবা অবাক হল "কেন? কী হল আবার অফিসে?"
মা গজগজ করতে করতে বলল "ও অফিস করার কী মানে বুঝি না বাপু! ফেরার ঠিক নেই, যাওয়ার ঠিক নেই, আজ এখানে যাচ্ছে, কাল ওখানে যাচ্ছে। কী দরকার আছে তোর চাকরিটা করার?"
মানালি বাবার দিকে তাকাল "আমি বেরোই বাবা। পরে কথা বলব"।
মা রেগে গেল "দেখলে? যেই আসল কথাটা বললাম মেয়ের ঝাল লেগে গেল। তুই তো বলেছিলি আজ ছুটি নিবি"।
মানালি উঠে পড়ল "ঘরে আর কুড়ি মিনিট থাকলে দেখতে পাব বিকেলের মধ্যে তুমি আমার বিয়ে দিয়ে দিয়েছ। আমার এমনিতেই অনেক প্রেশার আছে। বেরলাম। রাতে কথা হবে"।
ঘরে গিয়ে স্নান করে চেঞ্জ করে চার্জার আর ফোন নিয়ে মানালি বেরোল।
মা রান্না বসিয়েছিল। বাবা তাকে দেখে ফিসফিস করে বলল "তাড়াতাড়ি ফিরিস। সন্ধ্যেয় আমরা চাইনিজ খেতে যাব"।
মানালি রেগে ছিল, বলল "তুমি মাকে বল সর্বক্ষণ একই ক্যাসেট রি ওয়াইন্ড না করে যেতে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি জাস্ট"।
বাবা বলল "বলব বলব। সাবধানে যা। তাড়াতাড়ি ফিরিস"।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে মানালি ঠোঁট কামড়াল।
যখনই মনে পড়ছিল অফিস গেলেই আবার গোটা কন্ট্রোভারসিটা সামলাতে হবে তাকে তখনই গায়ে জ্বর চলে আসছিল। রাস্তায় খানিকটা পথ উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে একটা বাসে চড়ে বসল। ঠিক করল কোন একটা শপিং মলে গিয়ে সারাদিন সিনেমা দেখবে, নিজের সাথে সময় কাটাবে একা একা। চাকরি করার

আগে এভাবে সময় কাটাত সে। সব সময় সঙ্গী দরকার পড়ে না। একা ঘোরারও একটা আলাদা মজা আছে। বাসটায় খুব বেশি ভিড় ছিল না। মানালি বসার জায়গা পেল। শুনতে পেল তার সামনের সিটেই কমবয়সী দুজন ছেলে বেশ উত্তেজিত ভাবে চাপা গলায় ধ্রুব বাগচীর ব্যাপারে আলোচনা করছে।
একজন বলছে "ভাই, আমি ভাবতাম আর যাই হোক, এই লোকটা অন্তত সাদা কাপড়ের লোক। এ তো দেখছি আরও এক কাঠি সরেস। কেচ্ছাটা জানতামই না ভাই?"
পাশের জন বলছে "যাই বল, শ্রীপর্ণা ঘোষালের মধ্যে একটা অ্যাপিল আছে। এই বয়সেও ভদ্রমহিলা নিজেকে যা তা লেভেল মেন্টেন করেছে। ধ্রুব বাগচীর আর দোষ কী! ফাঁকা ফ্ল্যাট পেত। চলে যেত"।
দুজনেই উদ্দেশ্যপূর্ণ হাসল। প্রথম জন বলল "আমাদের কপাল দেখ, পরকীয়া করব কী, নিজেরটা করার মত পাব্লিক জোটাতেই প্যান্ট হলুদ হয়ে যাচ্ছে"।
পাশের জন বলল "থাম, ওই লেভেলটায় গেলে সবার হয়। কোথায় ঝাঁসির রাণী আর কোথায় বিছনায় মুতুনি"।
প্রথমজন রেগে গেল "কেন বে? দাঁড়া না, চাকরিটা পেতে দে, দেখবি সামনে পিছনে দুটো করে মামণি নিয়ে ঘুরব। তুই দেখবি আর জ্বলবি, সি এফ এলের মত ফুলবি"।
মানালির হাসি পাচ্ছিল। সে দেখতে পেল তার পাশে বসা গম্ভীর ভদ্রলোকও ছেলেদুটোর কথায় মুচকি মুচকি হাসছেন। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ওঠার আলাদা মজা আছে। মাঝে মাঝে এমন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায়, যা মনের ভারকে অনেকটাই লাঘব করে দেয়।
ফোনটা একবার অন করল মানালি। একগাদা এস এম এস এসেছে। বেশি কিছু ভাবতে পারল না সে। ফোনটা অফ করে দিল।
হাইল্যান্ড পার্কে বাস থেকে নেমে গেল সে। সবে মলের দোকানগুলো খুলছে। খুব বেশি লোক আসে নি। বিগ বাজারে একা একা ঘুরল। এসকেলেটরে করে উপর নীচ করল। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করে হঠাৎই তার চোখ পড়ল দীপের ওপরে। একা একা দাঁড়িয়ে কাঁচের ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।
মানালি এগিয়ে গেল "কী ব্যাপার? অ্যাপো আছে নাকি?"
দীপ খানিকটা চমকে তাকে দেখে বলল "ওহ আপনি! না না, ওসব কিছু নেই। অফিসের জন্যই বেরিয়েছিলাম। মাঝরাস্তায় এসে এখানে চলে এলাম কিছু না ভেবেই"।
মানালি অবাক চোখে দীপের দিকে তাকিয়ে বলল "সেম হিয়ার। আমিও অফিস বাঙ্ক করেছি। মনে হচ্ছে না আর কোনদিন অফিসে যেতে পারব বলে। আচ্ছা, আপনার চোখ মুখ এরকম বসা বসা লাগছে কেন?"
দীপ খানিকটা সচেতন হয়ে বলল "ওহ, একটু স্ট্রেস যাচ্ছে আর কী!"
মানালি বলল "আমারও তো। আজ সময়ের কণ্ঠস্বর পড়েছেন? দ্যাট বিগ ব্রেকিং নিউজ?"
দীপ অপ্রস্তুত হল "না, মানে আজ আর কাগজ পড়ার মত অবস্থায় ছিলাম না। কী ব্রেকিং নিউজ বলুন তো!"
মানালি বলল "ধ্রুব বাগচীকে চেনেন?"
দীপ বলল "না! কে সে? নামটা একটু শোনা শোনা লাগছে।"
মানালি বলল "আপনি বাংলা সিনেমা দেখেন না?"
দীপ বলল "সেরকম দেখা হয় না। সময় কোথায়? শেষ মনে হয় হলে গিয়ে দেখেছিলাম কয়েক বছর আগে। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। ইন্টারভ্যালের বেশি টিকতে পারি নি। গান শুনি অবশ্য"।
মানালি হাসল "ওহ তাহলে আপনি ধ্রুব বাগচীকে চিনতে পারবেন না। উনি এই সময়ের একজন বিখ্যাত পরিচালক। ওঁর একটা কেচ্ছা ফাঁস করেছি আমি আজকে"।
দীপ বলল "তাহলে তো আপনার ভাল খবর! এর জন্য এত স্ট্রেস নিচ্ছেন কেন?"
মানালি মাথা নাড়ল "মোটেও ভাল খবর নয়। খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। আমার কপালে দুঃখ আছে। আর

এই নিউজটা আমার এডিটর খানিকটা জোর করেই করালেন। তবে সেসব না, কোথাও গিয়ে একটা এথিক্সে লাগছে আমার"।

দীপ অন্যমনস্ক হয়েছিল। মানালির কথা শুনছিল না। ওভাবেই বলল "ও"।

মানালি বলল "ধ্রুব বাগচীর ওয়াইফ ইপ্সিতা খুব ভাল মানুষ। আমি হয়ত ওঁর জীবনটাকে আরেকটু কঠিন করে দিলাম"।

দীপ বলল "আচ্ছা"।

মানালি বলল "বাদ দিন। ভাবতে চাইছি না এসব নিয়ে। আপনি বলুন, আপনার লাভ লাইফ কেমন চলছে?"

দীপ বলল "ভয়াবহ"।

মানালি অবাক হল "মানে?"

দীপ বলল "আমার কোন লাভ লাইফ নেই। যেটুকু ছিল কাল রাতেই সব ভেসে গেছে"।

মানালি জিভ কেটে বলল "এ বাবা, তাই জন্য আপনিও আমার মত এভাবে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

দীপ বলল "হ্যাঁ। জীবনের ট্রাজেডি কী জানেন?"

মানালি বলল "কী?"

দীপ বলল "যখন জীবনে মেয়ে আসে না, তখন কেউ আসে না, যখন আসে, তখন ঠিক আরেকজনকে সাথে নিয়ে আসে। অন্তত আমার জীবনে এসেছিল"।

মানালি বলল "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না"।

দীপ বলল "না বোঝারই কথা, বিশেষ করে আমার সম্পর্কে যখন আপনি কিছুই জানেন না"।

মানালি বলল "বলতে পারেন। আমারও বিশেষ কাজ নেই আজকে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া"।

দীপ বলল "কী বলব বলুন! নিজেকে ভিলেন দেখিয়ে পৃথিবীতে ক'টা লোক গল্প বলেছে আজ অবধি?"

মানালি বলল "আপনি বলুন। সে হিসেবে দেখতে গেলে আমিও তো ভিলেনই আজ। এথিক্স ভেঙেছি, বস যা বলেছে তাই করেছি, নিজের মেরুদণ্ড সোজা পর্যন্ত রাখতে পারি নি। আপনি বলতে পারেন। আমার তেমন পি এন পিসি করার মত কেউ নেই। আপনার তথ্য সুরক্ষিত থাকবে"।

দীপ শূন্য দৃষ্টিতে কাঁচের জানলার দিকে তাকিয়ে বলল "সম্প্রতি এক বিয়েবাড়িতে এক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমারও তাকে পছন্দ ছিল। তারও আমাকে। ফোন করা হল। যেভাবে সব কিছু চমৎকার ভাবে শুরু হয়, আমারও তেমনভাবেই শুরু হয়েছিল। সম্পর্কটা একটু এগোতেই আমি ব্যাপারটাতে নিজেকে তেমনভাবে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ঠিক এই সময় আরেকজনের সঙ্গে আলাপ। একদিনের আলাপেই..."

দীপ চুপ করে গেল।

মানালি বলল "একদিনের আলাপে প্রপোজ করে ফেললেন?"

দীপ মাথা নাড়ল "একদিনের আলাপে আমাদের ফিজিক্যাল রিলেশন হয়ে গেল। কাল। রাত্তিরে ব্রেক আপ"।

মানালি চোখ বড় বড় করে দীপের দিকে তাকিয়ে বলল "মানে? একদিনে শুরু একদিনে শেষ? আপনি তো বুলেট ট্রেনকেও হার মানিয়ে দেবেন দেখছি"।

দীপ অপ্রস্তুত মুখে বলল "এখানে দাঁড়িয়ে সব কিছু সাম আপ করার পরে আমারও সেটাই মনে হচ্ছিল"।

মানালি বলল "শেষ মানে ঠিক কীভাবে শেষ জানতে পারি?"

দীপ গত রাত্রের ঘটনাটা বলল।

মানালি সবটা শুনে মাথায় হাত দিল। বলল "এবার কী করবেন?"

দীপ ম্লান হাসল "অনেকদিন স্টক মার্কেটের খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম না। আপাতত সেগুলোই শুরু করি। এই ক'দিনে যা বুঝলাম এসব আমার জন্য না। যেমন ছিলাম তেমনই ভাল ছিলাম"।

মানালি বলল "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। সকাল থেকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব কেস আমি একা খেয়ে বসে আছি। আপাতত মনে হচ্ছে আমার থেকেও খারাপ অবস্থার কেউ আছে"।

দীপ বলল "সে আর বলতে। আচ্ছা আমি এখন কি ঋতির কাছে ক্ষমা চাইব? আপনার কী অ্যাডভাইস?"
মানালি মাথা নাড়ল "লাভগুরু হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা শূন্য। তবে সিক্সথ সেন্স বলছে এখনই ক্ষমা চাইতে গেলে জুতো খেতে পারেন। অপেক্ষা করলেই ভাল"।
দীপ বলল "ক'দিন অপেক্ষা?"
মানালি বলল "অন্তত এক মাস"।
দীপ মাথা নাড়ল "অত দিন নেই। ও বাইরে চলে যাবে"।
মানালি বলল "তাহলে শেয়ার মার্কেটই ঠিক আছে। খারাপ হবে না"।
দীপ অস্ফূটে বলল "আমারও তাই মনে হচ্ছে। ধুস, আমি অফিসই যাই বরং। জিজ্ঞেস করলে বলা যাবে ডাক্তার দেখাতে গেছিলাম"।
কোন দিকে না তাকিয়ে দীপ হন হন করে চলে গেল।
মানালি বলল "বোঝো"!
সে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফোন অন করল।
ধ্রুব বাগচী এস এম এস করেছেন "গেট রেডি ফর লিগাল প্রসিডিংস"।

২৫।

"তোর হল কী ভাই?"
রাম কখন তার ডেস্কে চলে এসেছে দেখতে পায় নি দীপ। বলল "ওই শরীর খারাপ বললাম তো"।
রাম তার পিঠ চাপড়ে বলল "না ভাই, শরীর খারাপ বসকে বলেছিস ঠিক আছে। তোকে তো আমি চিনি। এ শরীর খারাপ না। অন্য কিছু হয়েছে"।
দীপ বিরক্ত হয়ে বলল "বললাম তো শরীর খারাপ"।
রাম বলল "ঠিক আছে। শরীর খারাপ। আচ্ছা আজকের সেনসেক্স কত বলত?"
দীপ বলল "জানি না"।
রাম অবাক হয়ে তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল "জানিস না? তেরা তো হো গায়া ভাই!"
দীপ বলল "হো গায়া তো! অব খুশ? ফুটে যা এবার"।
রাম বলল "ঠিক আছে ভাই, টেক ইওর টাইম। পরে কথা বলছি"।
রাম চলে গেলে দীপের একটু খারাপ লাগছিল। সে বুঝতে পারছিল দুর্ব্যবহারটা একটু বেশিই হয়ে গেল। অফিসে ঢুকতে ঢুকতে দেড়টা বেজে গেছে। সমীর স্যারকে বলে দিয়েছে ডাক্তার দেখিয়ে ঢুকেছে। বেশি প্রশ্ন করেন নি ভদ্রলোক। পরের সপ্তাহে আরেকবার ভুবনেশ্বর যেতে হবে সেটা অবশ্য শুনিয়ে দিয়েছেন। দীপ কিছু বলে নি আর। কয়েক দিন কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে থাকতে পারলে আরও ভাল হত।
মোবাইলে কোন ফোন আসে নি সকাল থেকে। হোয়াটস অ্যাপ ফেসবুক দুটোই আন ইনস্টল করে দিয়েছে সে।
অফিসে সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা অবধি কাটিয়ে বেরিয়ে দেখল রাম বেরচ্ছে। সে নিজেই এগিয়ে গেল "চল ভাই মদ খাওয়াব"।
রাম বলল "তুই খাওয়াবি?"
দীপ বলল "হ্যাঁ, আমি খাওয়াব। চল"।
রাম তার দিকে তাকিয়ে হাসল "খুব বড় কিছু পাকিয়েছিস তাই তো?"
দীপও হাসল "হ্যাঁ ভাই"।
রাম বলল "চল। গিয়ে শুনি। তবে মদ না আজ, কফি হোক"।
দীপ বলল "তাই হোক"।
দুজনে মিলে একটা কফি শপে ঢুকল। ওপিয়ামের মত ভিড় নেই। ফাঁকাই ছিল।
দীপ বলল সবটাই। রাম শুনে টুনে বলল "এটাই হয় ভাই। বহুদিন ভুখা থাকার পর মানুষের যখন খেতে পায়, তখন সে তোর মতই পাগলাচোদা হয়ে যায়। তোর আর দোষ কোথায়। কিন্তু যতক্ষণ না তোকে ওই কী যেন নাম বললি চিতরলেখা না কী নাম, ওই মেয়েটাকে ব্লক করলি ততক্ষণ রিলেশনশিপ অ্যাক্সেপ্ট করা উচিত হয় নি"।
দীপ বলল "আমি কী করে জানব সে মেয়ে রাতে লগ ইন করে ফেলবে!"
রাম বলল "খুব ফ্রাস্ট্রু মাল। বোঝাই যাচ্ছে"।
দীপ বলল "আমি কী করব সেটা বল। ক্যারেক্টার অ্যানালিসিস করতে দিই নি তোকে"।
রাম বলল "তুই আর কী করবি ভাই। কোন একটা গুরু পাকড়ে ফেল। গায়ে নামাবলী জড়িয়ে একটা খোল

কর্তাল জোগাড় করে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে পড়। তোর দ্বারা তো এর বেশি কিছু হবে না"।
দীপ বলল "এই জন্য তোকে বলতে চাই না। সব কিছুর খিল্লি উড়িয়ে দিস"।
রাম বলল "খিল্লি উড়াব না? এটা নিয়ে খিল্লি উড়াব না তো কী নিয়ে খিল্লি উড়াব বল তো? তোকে সিরিয়াসলি বলছি এসব থেকে দূরে থাক। কোন মেয়ের সঙ্গেই কোন কিছু করিস না এখন"।
দীপ বলল "সে চাইলেও করতে পারব না কিন্তু তুই দূরে থাকতে বলছিস কেন?"
রাম বলল "যে হোটেলে উঠেছিলি সেখানে আই কার্ড জমা রেখেছিলি?"
দীপ বলল "হ্যাঁ"।
রাম বলল "ওই মেয়েটার কত সেকেন্ড লাগবে এটা প্রমাণ করতে যে তুই ওকে নিয়ে ওই হোটেলে গেছিলি?"
দীপ অবাক হল "ও কেন এসব প্রমাণ করতে যাবে?"
রাম বলল "আজকালকার দিনের মেয়েদের চেনো মামা? বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস টার্মটা শুনেছ কখনো?"
দীপ জোরে জোরে মাথা নাড়ল "না না, ঋতি একেবারেই সে মেয়ে নয়"।
রাম দীপকে ভেঙিয়ে একই ভাবে মাথা নেড়ে বলল "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাল মদু বেত্যা নয়। সবাই এরকমই ভাবে। তুই তো কোন ছাড়"।
দীপ বিরক্ত হয়ে বলল "ভাট বকছিস তুই এবার। দয়া করে থাম। পোষাচ্ছে না এসব। ঋতি ভালো ফ্যামিলির মেয়ে। তাছাড়া হোটেলের ঘরে সব সময় সহবাস করার জন্যই যাওয়া হয় এরকম তো কোন রুল নেই"।
রাম বলল "তাহলে হোটেলের ঘরে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কী করতে যায় ভাই? সাপলুডো খেলে?"
দীপ বলল "আড্ডা মারতেও যায়। আমি বলে দেব আড্ডা মারতে গিয়েছিলাম। কী হয়েছে তাতে?"
রাম বলল "তোকে যা বলছি তাই কর। পারলে মোবাইল নাম্বার চেঞ্জ করে ফেল। এই দুটো মেয়ের কারও সঙ্গেই কোন রকম কন্ট্যাক্টস রাখিস না এখন"।
দীপ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল। চিত্রলেখা ফোন করছে।
রাম বলল "ধরিস না"।
দীপ বলল "দাঁড়া না, কী বলে দেখি"।
রাম বলল "যা পারিস কর"।
দীপ ধরল "হ্যালো"।
ওপাশ থেকে চিত্রলেখা বলল "কী করছ?"
দীপ রামের দিকে তাকাল। বিরক্ত মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল "কিছু না"।
চিত্রলেখা বলল "তোমাকে একটা খবর দেওয়ার আছে"।
দীপ বলল "বল"।
চিত্রলেখা বলল "ঋতি আর আমি এখন খুব ভাল বন্ধু"।
দীপ বলল "তোমার এক্সটাকেও জুটিয়ে নাও। একটা সাইকো জুটে গেলে ভাল থ্রি সাম হবে"।
চিত্রলেখা ফোনটা কেটে দিল।
রাম চারদিকে তাকিয়ে বলল "আস্তে ভাই। কী সব বলছিস!"
দীপ বলল "মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না ভাই। হট করে মাথায় রক্ত উঠে গেল"।
রাম বলল "শোন। তোকে যা বলছি কর। সিমটা ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ কর"।
দীপ রেগে গেল, "কী হবে চেঞ্জ করে? আমার ব্যাঙ্ক ট্রানজাকশন থেকে শুরু করে সব অ্যালার্ট এই নাম্বারে

আসে। চেঞ্জ করে কোথায় যাব?”
রাম বলল “ওসব অল্টারনেটিভ নাম্বারে শিফট করতে ম্যাক্স এক দিন লাগবে। তুই ইনবক্স চেক কর, কোন কোন কোম্পানি তোকে মেসেজ পাঠায়, কোন কোন নোটিফিকেশন পাস, সবাইকে একসঙ্গে মোবাইল নাম্বার চেঞ্জের অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দে। বেশিক্ষণ লাগবে না। ট্রাস্ট মি। শোন ভাই, তুই মেয়েদের চিনিস না, আমি চিনি, দুটো মেয়ে যদি মনে করে তোর গাঁড় মেরে তোকে সাদ্দাম হুসেন বানিয়ে দেবে, ওদের বেশি সময় লাগবে না। সো বিওয়্যার”।
দীপ বলল “আমার দোষটা কোথায় আমাকে একটু বোঝাতে পারবি? আমার যদি মনে হয় চিত্রলেখা ন্যাগিং, চিত্রলেখা ডিজঅনেস্ট, তার জন্য যদি আমি রিলেশনটা কাটিয়ে দিতে চাই, ওকে ইগনোর করি, ঋতির সঙ্গে নতুন করে স্টার্ট করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি দোষটা কী করলাম? চিত্রলেখা নিশ্চয়ই গোটা ব্যাপারটা এমন করে ঋতিকে বুঝিয়েছে, যেন আমি কতবার চিত্রলেখার সঙ্গে একইভাবে হোটেলে শুয়ে এসেছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই? তা তো নয়! ঋতি কেন আমার ফোন ধরবে না, আমার জন্য ফোন অফ করে রেখে দেবে?”
রাম চোখ ছোট ছোট করে বলল “তুই হঠাৎ করে ঋতিকে নিয়ে হোটেলে গেলি কেন?”
দীপ বলল “না যাওয়ারই বা কী আছে? শোন ভাই, এসব ব্যাপারে আমি যথেষ্ট আধুনিক। প্রেমিকাকে নিয়ে হলে কিংবা ভিক্টোরিয়ার ঝোপে বসে দোতলার কাজ সেরে প্যান্ট ভিজিয়ে বাড়ি ফেরার পাব্লিক আমি নই। আমার মনে হয়েছিল রিলেশনশিপে থাকলে ফিজিক্যাল হলে প্রবলেমের কিছু নেই। সো আই ডিড ইট”।
রাম বলল “ওয়েল, তোর কথায় যুক্তি আছে তবে এখানে অনেক কিন্তুও আছে। ঋতি সম্পূর্ণ স্ট্রেঞ্জার একটা মেয়ে। তুই ওর সম্পর্কে কিছু না জেনেই শুয়ে পড়লি? যদি কোন রোগ হত? বা বড় কোন ট্র্যাপ হত? কী করতিস?”
দীপ বলল “আমি ওর বাবা মার সঙ্গে কথা বলেছি। যথেষ্ট ডিগনিফায়েড ফ্যামিলি ওরা”।
রাম বলল “বাড়ি গেছিস? ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যানালিসিস করেছিস? যদি ফ্রড হত? যদি জাল কারবারি হত? কী করতি তখন? ওকে লিভ ইট, সব ছেড়ে দিলাম, ওয়ান ফাইন মর্নিং তোকে যদি ফোন করে বলে তোমার বাচ্চার মা হতে চলেছি তখন কী করবি তুই?”
দীপ কিছু বলতে পারল না। চুপ করে থাকল।
রাম বলল “শোন ভাল কথা বলছি। একটা ভাল ভদ্র মামণি দেখে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ কর। সব শনি থেকে দূরে থাকবি”।
দীপের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল “আবার ম্যারেজ!”
রাম বলল “এখনই না, দশ বছর পরে। আপাতত বনবাসে চলে যা ভাই”।

২৬।

দরজা খুলে তাকে দেখে ধ্রুব অবাক হলেন না।
মৃদু হেসে বললেন "একটা ওয়াইল্ড গেস করেছিলাম বটে। আসুন"।
মানালির নিজেরই অবাক লাগছিল। এস এম এসটা পাবার পর থেকে এমন উত্তেজনা হচ্ছিল যে সে আর কিছু চিন্তা করে নি। হাইল্যান্ড পার্ক থেকে ট্যাক্সি ধরে সোজা ধ্রুবর বাড়ি চলে এসেছে।
সে ঢুকল না। সসংকোচে বলল "আমি আপনাকে এটুকুই বলতে এসেছিলাম..."
ধ্রুব তার কথা শেষ হবার আগেই বললেন "আপনি একা নিউজটা করেন নি তাই তো?"
মানালি থতমত খেয়ে বলল "হ্যাঁ"।
ধ্রুব বললেন "সে তো জানা কথা। কেসটা পেপারের এগেইন্সটেই করব। আপনার ভয় পাবার কিছু নেই"।
মানালি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বলল "আমি আসি তাহলে"।
ধ্রুব বললেন "ভিতরে আসুন। আপনি টেন্সড হয়ে আছেন। কফি খেয়ে যান"।
মানালি ইতস্তত করে ড্রয়িংরুমে ঢুকল।
ধ্রুব দরজা বন্ধ করে কিচেনে ঢুকলেন।
মানালি খানিকটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সে চুপ করে বসে থাকল খানিকক্ষণ।
ধ্রুব কফি মাগ মানালির দিকে এগিয়ে সোফায় বসে বললেন "আপনাদের জেনারেশনের সমস্যাটা কী জানেন? আপনারা কোন কিছু করার আগে সামনে পিছনে চিন্তা করেন না। তারপরে হঠাৎ করে হুড়কো খেয়ে গেলে খোলা বাজারে দৌড়ে বেড়ান। সত্যিটার মুখোমুখি হতেই বা এত ভয় কীসের? ফোনটা অফ করে রেখেছেন কেন?"
মানালি কিছু বলতে পারল না। ফ্যাকাসে হাসল।
ধ্রুব কফি মাগে চুমুক দিয়ে বললেন "আমরা মানুষের প্রাইভেসীকে সম্মান করতে জানি না। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে একজন লেখক, একজন শিল্পীর থেকে অনেক বেশি দাম পায় একজন তৃতীয় শ্রেণীর সিরিয়াল অভিনেতা যে কতগুলো শেখানো বুলি কপচে অভিনয় করে চলে আসে। কেন জানেন? আমরা মেধার সম্মান দিতে জানি না। শুধু তাই নয়, এদেশে একজন স্টার মানে আমরা যতক্ষণ না তাদের ঘরের ভিতর উঁকি না মেরে দেখতে পারছি, ততক্ষণ আমাদের কোন শান্তি হয় না"।
মানালি বলল "আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন"।
ধ্রুব একটা সিগারেট ধরালেন, বললেন "শুধু আপনি কেন, যে কোন সেন্সিবল মানুষই বুঝতে পারবে কিন্তু তাতে কি কোন লাভ হবে? আপনি আমাকে জাস্ট একটা কথার উত্তর দিন, আজকের নিউজটা বেরনোর পরে কার কী এমন লাভ হবে? ক্ষতিটা তো একটা মেয়ের হবে যে দাঁতে দাঁত চেপে একটা পিছিয়ে পড়া জায়গার কতগুলো অনাত্মীয় ছেলে মেয়ের জন্য লড়ে যাচ্ছিল। সম্পর্ক বলতে কি একসঙ্গে থাকাটাকেই বোঝেন আপনারা?"
মানালি মাথা নীচু করে বলল "সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তটাই বিশ্বরূপদার... আমি আরেকবার বলছি। তাছাড়া নিউজটা এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার কথাও ছিল না। আমি যদি জানতাম স্টোরিটা কবে বেরোবে তার আগে নিশ্চয়ই আপনাকে জানিয়ে দিতাম"।
ধ্রুব মাথা নাড়লেন "একটা যুদ্ধ হবে। একটা বড় যুদ্ধ শুরু হবে। আপনাকে না চাইলেও হয়ত একটা পক্ষে

থাকতে হবে। আপনি জানেন আজ সকাল থেকে ক'টা পেপার আমাকে ফোন করেছে?"
মানালি উত্তর দেবার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল। ধ্রুব দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন "এই যে, এসে গেছে কোন চ্যানেল। কেচ্ছার খোঁজে খোঁজে। কেচ্ছায় কেচ্ছা বাড়ে। দেখবেন কাল অন্য কোন পেপারে আমার সম্পর্কে আরও নতুন নতুন কেচ্ছা জানতে পারবেন। এঁরা মাইনেই পান লোকের গায়ে কালি ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য। যে কথা কেউ কোনদিন বলে নি, সে কথাও কারও মুখে বসিয়ে দিতে এঁরা দুবারও ভাবেন না"।
ধ্রুব উঠলেন, দরজা খুললেন।
মানালি দেখল দুজন ধ্রুবর পিছন পিছন ড্রয়িং রুমে ঢুকল। দুজনের কাউকেই সে চিনতে পারল না।
ধ্রুব বললেন "বসুন, আপনারাও বসুন। আমরা কি আরও কয়েকটা চ্যানেল আসার জন্য অপেক্ষা করব?"
দুজনের মধ্যে একটা ছেলে মাথা নাড়ল "না স্যার, প্লিজ আমরা আগে এলাম আমাদের একটু অ্যাটেন্ড করুন"।
ধ্রুব বললেন "এক্সক্লুসিভ নিউজ? সে তো আজকে বেরিয়েই গেছে সময়ের কণ্ঠস্বরে"।
সেই প্রথমজনই বলল "স্যার, একটা জিনিসই জাস্ট জানার, ওই নিউজে যা যা লেখা হয়েছে সবই কি সত্যি?"
ধ্রুব বললেন "আংশিক। পৃথিবীতে কোন কিছু একশো শতাংশ খাঁটি হতে পারে না"।
দ্বিতীয়জন বলল "স্যার শ্রীপর্ণা ম্যাডামকে আমরা ফোন করেছিলাম, উনি সব অ্যাবসারড বলে উড়িয়ে দিয়েছেন"।
ধ্রুব বললেন "সেটা তো বলাই স্বাভাবিক। বন্ধুত্বর সম্পর্ক আপনারা বোঝেন না" ধ্রুব একবার মানালির দিকে তাকিয়ে আবার ছেলেদুটোর দিকে মনযোগী হলেন "আপনারা এবার আসুন। এই ব্যাপারে আমার একটাই বক্তব্য। নো কমেন্টস"।
ছেলেদুটো পরস্পরের মুখ চাওয়াচাউয়ি করল।
ধ্রুব বললেন "খাজনার থেকে বাজনা বেশি হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে। কে কেমন সিনেমা বানাচ্ছে তা নিয়ে কিন্তু বিন্দুমাত্র কারও উৎসাহ নেই। শুধু কে কার সঙ্গে শোবে, কে কবে কী গোপন কথা কাকে বলেছিল, সেসব নিয়ে কন্টিনিউয়াস হ্যাজ হয়ে যাচ্ছে। ওরা যা ইচ্ছা লিখুক"।
প্রথম ছেলেটা বলল "স্যার আপনার মনে হয় না এই কন্ট্রোভারসিটা সামনে আসার ফলে আসলে আপনার লাভই হল? আপনার বাজারটা পড়ে যাচ্ছিল, অনেকটা বুস্ট আপ হল সম্প্রতি"।
ধ্রুব আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন "যে বাজার লোকের ঘরকে পৃথিবীর সবার সামনে তুলে ধরতে বিন্দুমাত্র ভাবে না, যে বাজার মানুষের প্রাইভেসীকে বিন্দুমাত্র সম্মান দেয় না, সে বাজারের মুখে আমি মুতি। বুঝলেন?"
ছেলেদুটো এবার একরাশ অস্বস্তি নিয়ে মানালিকে দেখে বলল "তবে আমরা আসি স্যার"।
মানালিও উঠল। বলল "আসছি স্যার"।
ধ্রুব হাত নাড়লেন। মানালির খানিকটা অপমানিত লাগছিল। সঙ্গে নিজের প্রতি রাগও হচ্ছিল। কোন দরকার ছিল না এরকম ঝোঁকের মাথায় ধ্রুব বাগচীর বাড়ি চলে আসার। ব্যাপারটা সবাই জানলে আরও বেশি খিল্লি হতে পারে। বিশ্বরূপদা রেগেও যাবে ভীষণ।
ধ্রুবর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতেই দুজন ছেলের একজন তাকে জিজ্ঞেস করল "আপনিও প্রেস?"
মানালি অন্যমনস্ক ভাবে বলল "সময়ের কণ্ঠস্বর"।
দুটো ছেলেই মানালির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে প্রায় একসঙ্গে বলল "আপনিই রিপোর্টটা করেছেন?"
মানালি বলল "হ্যাঁ"।
দুজন মুখ চাওয়া চাউয়ি করল আবার।

মানালি দাঁড়াল না। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল একটা। উঠে অফিসের অ্যাড্রেস বলে দিল।
বিশ্বরূপদা চেম্বারেই ছিল। ল্যাপটপে কাজ করছিল। মানালিকে দেখে অবাক হয়ে বলল "কী হল? ছুটি নিবি ভেবেই নিলি না?"
মানালি বলল "ধ্রুব বাগচীর বাড়ি থেকে আসছি। উনি লিগাল প্রসিডিংসে যাবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। আর ভীষণ ঠান্ডা মাথায় কথা বলছিলেন। আগের মত রেগে রেগে না"।
বিশ্বরূপদা ল্যাপটপে মন দিল "গেলে যাবেন। আমাদের ল সেল আছে ওরা বুঝবে। তারপর তারিখ পে তারিখ তারিখ পে তারিখ হয়ে কেসটা ধামাচাপা পড়ে যাবে। মাঝখান থেকে তুই নার্ভ ফেল করলি, এটাই যা কষ্ট থেকে যাবে আমার"।
মানালি চুপ করে গেল। বিশ্বরূপদা বলল "ফোনটা অন কর দয়া করে"।
মানালি বলল "স্টোরিটার কোথাও তোমার নাম নেই। সর্বত্র আমার নাম। তুমি কেস খাবে কেন? কেস খেলে আমিই খাব"।
বিশ্বরূপদা বলল "ওই আনন্দেই থাক। এডিটরের এগেন্সটে কেসটা হবে। হলে হবে। কী আর করার আছে!"
বিশ্বরূপদা কাঁধ ঝাঁকাল।
মানালি বলল "খাল কেটে কুমীর আনলে"।
বিশ্বরূপদা তার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

২৭।

দীপ দুঃস্বপ্ন দেখছিল। একটা ওভারব্রিজে উঠেছে সে। নীচ দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় ওভারব্রিজটা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। কপালটা ঘামে ভিজে গেছে। মোবাইলটা বের করে সময় দেখল। আড়াইটা বাজে। বিছানার পাশেই বোতল থাকে। অনেকটা জল খেল সে।
অস্বস্তি হচ্ছিল তার। শীতের রাত। কম্বলটা সরিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল খানিকক্ষণ। শীত লাগছিল। তবু কম্বল গায়ে জড়াল না সে।
ফেসবুক গত রাত থেকে ডি অ্যাক্টিভেট করা ছিল। সে লগ ইন করল নিজের অ্যাকাউন্টে। ঋতি কিংবা চিত্রলেখা কারও অ্যাকাউন্টই দেখা যাচ্ছে না।
সে বুঝল তাকে ব্লক করা হয়েছে।
দীপ বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে একটা নতুন আইডি খুলল। সেটা থেকে দুজনের প্রোফাইলে উঁকি মারল।
চিত্রলেখা বেশ লম্বা একখানা স্ট্যাটাস দিয়েছে। পুরুষ মাত্রেই ভয়ংকর, এটাই তার বক্তব্য। দীপ দেখল ঋতি সেখানে কমেন্ট করেছে। পুরুষ শুধু একটা জিনিসই চায়, সব পুরুষ সমান ইত্যাদি।
দীপ বেশ কিছুক্ষণ কমেন্টগুলো দেখল। ঋতির প্রোফাইল খুলল। প্রবল অস্বস্তির সঙ্গে সে লক্ষ্য করল হোটেলের রুমের কথাগুলো বারবার মাথায় চলে আসছে তার। ঋতিই কি তাহলে ঠিক? আদতে ঋতির শরীরটাই চেয়েছিল সে? ঠিকই তো, ঋতিকে সেভাবে মিসও করছে না সে। একটা গোটা দিন চলে গেল, চিত্রলেখা কিংবা ঋতি, কাউকেই সে মিস করে নি। বরং অনেকটা বিতৃষ্ণা এসেছে সম্পর্কের প্রতি। টানটা যেটা আসছে ঋতির প্রতি তা সম্পূর্ণই জৈবিক কারণে।
দরজা খুলে বাথরুমে গিয়ে হীমশীতল জল দিয়ে মুখ ধুল দীপ। ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে এসে হোয়াটস অ্যাপ ইনস্টল করল। বেশ খানিকক্ষণ ভেবে ঋতিকে মেসেজ করল "মিসড ইউ। টেরিবলি। এক্সপ্লেইন করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে?" মেসেজটা না চাইতেই যেন করে ফেলল সে। শরীর যে কত রকমভাবে মানুষকে মিথ্যা বলাতে বাধ্য করে!
ঋতি ফোন করছে। দীপ ধরল।
ওপাশ থেকে ঋতির গলা ভেসে এল "কী চাই? এত রাতে ডিস্টার্ব করছ কেন?"
দীপ বলল "আমি তোমায় জাস্ট একটা কথাই বলতে চাই। চিত্রলেখাকে আমি ইগনোর করা শুরু করেছিলাম। আমি কখনই ওর সঙ্গে সেভাবে সম্পর্কে ছিলাম না"।
ঋতি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল "ব্যস?"
দীপ মরিয়া হল "দেখো ঋতি, আমি তোমাকে মিথ্যা বলতে চাই নি। কিন্তু তুমিই ভেবে দেখো আমি যদি তোমাকে বলে দিতাম আমি কারও সঙ্গে সম্পর্কে আছি, তুমি কি এগোতে? আমি চাইছিলাম আমাদের কেমিস্ট্রিটা ওয়ার্ক আউট করুক। জাস্ট একটাই কারণে, বিশ্বাস কর আমি চিত্রলেখার থেকে বেরোতে চাইছিলাম। ও ভীষণ ন্যাগিং, কনফিউজড, আমি জানি, ও আজকে আমায় বলেছে ও তোমার সঙ্গে নাকি দারুণ বন্ধুত্ব করেছে, তুমি দুটো দিন ওর সঙ্গে কাটাও, নিজেই বুঝে যাবে আদতে ও কেমন মেয়ে"।
ঋতি বলল "তুমি সত্যি আমাকে মিস করছিলে?"
দীপ বলল "তোমার ঠোঁটের পাশের তিলটার দিব্যি, তোমার পারফিউমের দিব্যি, তোমার শ্যাম্পুর দিব্যি,

বিলিভ মি”।
ঋতি ফোনটা কেটে দিল।
দীপ চুপচাপ বসে রইল।
নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল তার। খানিকটা ভয়ও হচ্ছিল। ঋতি যদি কল রেকর্ডিং করে? কেন এমন হচ্ছে বার বার? কেন নিজের ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না সে? যতবার ভাবছে সবকিছুর থেকে দূরে চলে যাওয়া দরকার, ততবারই হোটেলের ঘরটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রাত বাড়তে মনে পড়ে যাচ্ছে দরজা বন্ধ করেই কিভাবে পরস্পরের শরীরটা দখল করতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অন্য কোথায় কী হচ্ছে, কিছুই মাথায় আসছিল না সেই সময়টা।
ফোনটা বাজছিল দীপের।
দীপ দেখল ঋতি ফোন করছে। ধরতেই ওপাশ থেকে ঋতির গলা ভেসে এল “তুমি সত্যি আমাকে মিস করছিলে?”
দীপ গলায় খানিকটা নাটকীয়তা আনল “তোমার কী মনে হয়? আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলছি?”
ঋতি বলল “না আমার মনে হয় না, কালকে মিট করা যায়?”
দীপ কয়েক সেকেন্ড ফোনটা ধরে বলল “থ্যাঙ্ক ইউ”।
#
সকালে তৈরী হয়ে দীপ ন’টার মধ্যেই বেরোল।
ঋতিকে যখন তুলল তখন পৌনে দশটা বাজে।
হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল তার।
এক অদ্ভুত নেশা মাথায় ভর করতে শুরু করেছিল।

২৮।

দরজা খুললেন রত্না ব্যানার্জি নিজেই। মানালি খানিকটা চাপে পড়ে গেল। সে ভেবেছিল অন্য কেউ দরজা খুলবে। অফিসে ধ্রুব বাগচীর ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশি টেন্সড হয়ে ছিল সে, বিশ্বরূপদা জোর করে রত্না ব্যানার্জির ইন্টারভিউ নিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে ঋপণ এসেছে।
তাকে দেখে রত্না বললেন "সময়ের কণ্ঠস্বর?"
মানালি বলল "হ্যাঁ ম্যাডাম"।
রত্না বললেন "ভিতরে এসো"।
মানালি ঘরের ভেতর ঢুকল। ঘর ময় বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগের ছবি।
সে সোফায় বস জিজ্ঞেস করল "আপনি কি একা থাকেন?"
রত্না মাথা নাড়লেন "না, আমার ভাইয়ের মেয়ে থাকে আমার সঙ্গে। এখন কলেজে গেছে। ও লেকচারার"।
মানালি রত্নার দিকে ভালো করে তাকাল। এককালে যে প্রবল সুন্দরী ছিলেন তার রেশ এখনও আছে। তবে বয়স অনেকটাই থাবা বসিয়েছে সত্তরোর্ধ অভিনেত্রীর চেহারায়। চুল সব সাদা। মানালি অনেককেই দেখেছে বয়স হলেও চেহারায় তার ছাপ ফেলতে দেন না। রত্না ব্যানার্জির মধ্যে সেই চেষ্টাটা নেই।
সে বলল "শুরু করব ম্যাডাম ইন্টারভিউটা?"
রত্না বললেন "তোমরা কিছু খাবে না?"
মানালি মাথা নাড়ল "না না ম্যাডাম ওই সব একদম না। আপনি ব্যস্ত হবেন না"।
রত্না বললেন "আচ্ছা। তবে শুরু কর। অনেক দিন কেউ ইন্টারভিউ নেয় না। ভুলেই গেছে সবাই"।
মানালি বুঝল রত্নার গলায় অভিমানের ছাপ স্পষ্ট। সে বলল "শুরু থেকেই বলি? আপনার অভিনয় শুরু কার হাত দিয়ে?"
রত্না বললেন "তুমি সিনেমার কথা বলছ না মঞ্চের? মঞ্চে আমি বারো বছর বয়েস থেকেই অভিনয় করি। ওখান থেকেই আমায় সিনেমায় নেওয়া হয়েছিল। সে এক সময় ছিল। আমার বাবার তো কিছুতেই মত ছিল না। আমার জ্যাঠামশাই বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি হয়েছিলেন। প্রথম সিনেমা করি ষোল বছর বয়েসে। "রামের বনবাস"। তারপরেই তো পর পর ডাক পেতে শুরু করলাম"।
ঋপণ উশখুশ করছিল। মানালি বলল "আপনার ছবি নেবে ম্যাডাম?"
রত্না বললেন "নাও। আর বারবার ম্যাডাম বোল না। কেমন কেমন লাগে শুনতে। তুমি আমায় দিদি বলতে পারো। যদিও তুমি আমার নাতনীর বয়সী"।
মানালি হাসল "দিদিটা ঠিক আছে"।
ঋপণ কয়েকটা ছবি তুলল। রত্না বললেন "কী আর হবে ছবি তুলে। শেষ দিনটার জন্য অপেক্ষা করছি এখন শুধু"।
মানালি বলল "দিদি অভিনয়ের প্রশ্ন থেকেই শুরু করি। আপনার স্বামী একজন ফিল্মের বাইরের জগতের মানুষ ছিলেন। ওঁর কোনদিন আপনার সিনেমা করা নিয়ে আপত্তি ছিল না?"
রত্না বললেন "সেভাবে ছিল না। বরং উল্টোটা বলাই সমীচীন। ও আমাকে বরাবর উৎসাহ দিত। চার বছর আগে এক সকালে হঠাৎ সেরিব্রাল হল। সময় দিল না লোকটা"।
রত্নার চোখে শূন্যতা এল।

মানালি অপ্রস্তুত হল “দুঃখিত দিদি। আপনাকে আঘাত দিতে চাই নি”।
রত্না হাসলেন “নাহ, ঠিক আছে। কী আর করবে। সবাইকেই একদিন না একদিন যেতে হবেই। আজকাল আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো? আমরা সবাই এক অদ্ভুত সাজানো পৃথিবীতে বেঁচে আছি। কয়েক সেকেন্ড পরে আমার কী হবে আমরা কেউ বলতে পারি না। এইসব ভেবেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখি। একসময় যেভাবে মানুষের চোখে নিজের প্রতি সম্মান দেখেছি, ধীরে ধীরে যখন দেখেছি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবটাই অবজ্ঞায় পর্যবসিত হয়, তখন প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত। পরে এসব ভেবেই সামলে উঠেছি”।
মানালি বলল “অনেকেই তো টিভি সিরিয়ালে কাজ করছেন আপনার সমসাময়িকরা, আপনি করছেন না কেন?”
রত্না বললেন “পারব না গো। বড় পরিশ্রম। অত পরিশ্রম এখন আর হয়ে উঠবে না। আমাকে এক প্রোডাকশন হাউস থেকে বলেছিল। আমি না করে দিয়েছি। তবে ধ্রুব, চেনো তো নিশ্চয়ই, ধ্রুব বাগচী, ওর একটা সিনেমায় আমাকে অফার করেছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। আমাকে ও বলেছে কোন সমস্যা নেই নাকি, বাড়ি নিয়ে যাওয়া, বাড়ি দিয়ে আসা সবকিছু নাকি ও নিজে দেখবে। আমি না করা সত্ত্বেও জোর করে এই সিনেমাটা আমাকে দিয়ে করাতে চায়। আমি ওকে এও বলেছি, সিনেমার মাঝপথে যদি আমার কিছু হয়ে যায় তখন কী হবে? শুনে ছেলে তো একবারে রে রে করে উঠল। এখন এই নিয়েই ভাবছি। করব কি না। করলে প্রায় পনেরো বছর পরে স্ক্রিনে ফেরা। সঙ্গে কত ঝক্কি!”
মানালি মনে মনে কপালে হাত দিল। এখানেও ধ্রুব বাগচী! তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে বিশ্বরূপদা সব জেনে বুঝেই এই খবরটা করতে তাকে পাঠিয়েছে।
মানালি বলল “আপনি সাম্প্রতিক কালের সিনেমা দেখেন?”
রত্না বললেন “কয়েকটা দেখেছি। সাউথের রিমেকগুলো ইচ্ছা করেই আর দেখতে যাই না। ওরকম সিনেমা আমাদের ভালো লাগবারও কথা নয়। বড় পীড়াদায়ক জানো তো! এককালে এই বাংলা থেকে কত বড় বড় সাহিত্যিকের লেখা নিয়ে সিনেমা হত। তারাশঙ্কর, আশুতোষ কিংবা রবীন্দ্রনাথের দেশে যে দক্ষিণ থেকে গল্প টুকে নিয়ে এসে সিনেমা বানাতে হচ্ছে এই ভাবনাটাই বড় কষ্ট দেয় আমায়। এর বাইরে যে সিনেমাগুলো হচ্ছে তার বেশ কয়েকটা দেখেছি। কয়েকটা মনে হয়েছে বড় তাড়াহুড়ো করে বানানো। কয়েকটা দেখে মনে হয়েছে একটু বেশি স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে গল্পটা আর সামলে উঠতে পারে নি। তবে এখন তো সবটাই বাজার নির্ভর। বাজার যেভাবে ঠিক করে দেয়, মানুষের স্বাদ সেভাবেই তৈরী হয়। আমাদের পছন্দ অপছন্দে কার কী যায় আসে বল?”
মানালি বলল “রাস্তা ঘাটে বেরোলে মানুষজনের সাড়া কেমন পান?”
রত্না ম্লান হাসলেন “বেশিরভাগই চেনে না। যারা চিনতে পারে সেলফি নিতে চলে আসে। এই এক নতুন কায়দা হয়েছে তোমাদের প্রজন্মের। মানুষ যেখানে যাচ্ছে সেলফি তুলছে। অথচ জানো, আমার মনে পড়ে, আমরা যখন প্রথম ক্যামেরা কিনেছিলাম তখন কী অবস্থা ছিল? আমার উনি, দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আগফা। এই ক’বছরে কত কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল”।
মানালি বলল “আপনাদের সময়ে সেই সময়ের সব থেকে বড় ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনা ঘটেছিল। সে ঘটনা আপনাকে কীভাবে নাড়া দিয়েছিল?”
রত্না বললেন “মহানায়ক?”
মানালি হাসল।
রত্না বললেন “সত্যি কথা বলতে কী ওঁর ত্রিকোণ প্রেম ছিল না। আমরা সবাই ওঁর প্রেমিকা ছিলাম”।
বলেই হেসে ফেললেন রত্না। মানালিও হাসল। বলল “তা বটে”।
রত্না বললেন “এই প্রসঙ্গ থাক ভাই। ওঁদের তিনজনই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। অনেক তো হল। আর কত?”

মানালি বলল “আচ্ছা দিদি। আমি প্রসঙ্গ বদল করছি। অন্য কথা বলি, ধ্রুব বাগচীর সিনেমা যদি আপনি করেনও সেক্ষেত্রে আপনার অসুবিধে হবে না এতদিন পরে আবার নতুন করে শুরু করতে?”
রত্না বললেন “হবে না মানে? হবে তো বটেই। কিন্তু কী বল তো, সাঁতার আর অভিনয় ভোলা যায় না। আমার স্বপ্নে এখনও সে দিনগুলো আসে। কীসব দিন ছিল! একদিকে রাজনৈতিক উথাল পাথাল সময়, অন্যদিকে এমন সিনেমা বল, গান বল একের পর এক কিংবদন্তী! এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়!”
মানালি একটু ইতস্তত করে বলল “ধ্রুব বাগচীকে নিয়ে আজ একটা খবর বেরিয়েছে সময়ের কণ্ঠস্বরে, সেটা পড়েছেন?”
রত্না বললেন “হ্যাঁ, আমি কাগজ খুটিয়েই পড়ি। পড়েছি। আমার কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তেমন আগ্রহ কোনকালেই ছিল না। এখন তো আরও চলে গেছে। তবে ধ্রুবর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে জানো তো। কারও কারও মধ্যে এই ব্যাপারটা থাকে”।
মানালি অবাক হল “কী ব্যাপার দিদি?”
রত্না হাসলেন “কিছু কিছু মানুষকে দেখলে মনে হয় সে লোকটা কিছুতেই ভুল কিছু করতে পারে না। ধ্রুব এক্কেবারে সেই ধরণের মানুষ। আমার কেন জানি না ওকে ভীষণ সৎ মানুষ বলে মনে হয়”।
মানালি বলল “আপনি ধ্রুবর স্ত্রী ইপ্সিতার ব্যাপারটা জানতেন?”
রত্না বললেন “না। জানার চেষ্টা করি নি কোন দিন। হয়ত ওকে জিজ্ঞেস করলে বলত”।
মানলি বলল “জানতে চাইবেন এর পরে?”
রত্না মাথা নাড়লেন, “নাহ। কাউকে বিব্রত করতে কোন কালেই খুব একটা ভাল লাগে না। ধ্রুবর মত একজন গুণী মানুষকে তো নয়ই। সংবাদপত্র তো লিখবেই। আমরা এই ছায়াছবির জগতের মানুষেরা যদি তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়ি তা দুর্ভাগ্যজনক হবে”।
মানালি মুগ্ধ হচ্ছিল। ভদ্রমহিলা বেশি জোরে জোরে কথা বলেন না, বয়সের ভারে অনেকটাই ক্লান্ত, কিন্তু ওঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা আছে, অনেকদিন পরে তার মনে হল কাউকে দেখে নত করাই যায়।
সে বলল “আপনার কি মনে হয় না রূপোলী জগতটা খুব দুর্ভাগ্যজনক একটা জগত। সম্পর্কের ভাঙা গড়ার জন্য এই জগতের গ্ল্যামার অনেকাংশে দায়ী?”
রত্না হাসলেন “না। মনে হয় না। সবাই রক্ত মাংসের মানুষ। আর পাঁচটা মানুষ যা করে, আমরাও তাই করি। সম্পর্কের ভাঙাগড়া আর পাঁচটা সম্পর্কেও থাকে। আজকাল তো তোমাদের কী সব ফেসবুক না কী এসছে, আমার ভাইঝি মাঝে মাঝে আমাকে দেখায়, ওখানেই তারা সম্পর্কে জুড়ছে, ওখানেই তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তো বলতে হয় আধুনিক পৃথিবীটাই দুর্ভাগ্যের জগত”।
মানালি পরের প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল এই সময় কলিংবেল বেজে উঠল। রত্না উঠলেন “দাঁড়াও, ভাইঝি এল বোধ হয়”।
রত্না দরজা খুলতে দরজা থেকে যিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন তাকে দেখে মানালি আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।
ধ্রুব বাগচী!

২৯।

“একটা রাত, একটা দিন, আমার দুঃস্বপ্নের মত কাটল”।
গাড়ি চলছিল। ঋতি কথাগুলো বলে থামল।
পেছন থেকে একটা গাড়ি অনেকক্ষণ থেকে অনাবশ্যক হর্ন বাজিয়ে চলছিল, দীপ সেটাকে সাইড দিল।
শহর থেকে শীত ছেড়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। চিরপরিচিত উষ্ণতা গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে প্রতিটা কোণা।
দীপের হৃদস্পন্দন বাড়ছিল। পাশে বসে থাকা ঋতির প্রতিটা ছোঁয়া তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল।
সে বলল “আমারও। তোমার কাছে অনেকটা ক্ষমা চাওয়া বাকি আমার”।
ঋতি বলল “একটা মেয়ে কখনও কাছের মানুষকে কারও সঙ্গে শেয়ার করতে চায় না দীপ। আমি যখনই চিত্রলেখার কাছ থেকে তোমার কথা শুনেছিলাম আমার মনে হচ্ছিল...” ঋতি কথা শেষ করতে পারল না।
দীপ বলল “এসব কথা থাক। হোটেল সার্চ কর প্লিজ। অ্যাপটা ওপেন কর”।
ঋতি মোবাইল বের করে হোটেল সার্চ শুরু করল। মিনিট পাঁচেক পর হোটেলের লোকেশন বলে দিল।
জ্যাম বাড়ছে শহরে। দীপের অস্থির লাগছিল। কাজের সময়েই যত বড় বড় জ্যামগুলো শুরু হয়।
আধ ঘন্টা লাগল হোটেলে পৌঁছতে। গাড়ি পার্ক করে তারা রিসেপশনে গেল। দুজনের আই কার্ড নিয়ে বয় রুম দেখিয়ে দিল।
দীপ দেরী সহ্য করতে পারছিল না। রুমের দরজা বন্ধ হতেই ঋতিকে জড়িয়ে ধরল।
ঋতি তাকে ছাড়িয়ে নিল, “একটু ওয়াশ রুম হয়ে আসি”।
দীপ বলল “ওকে ওকে”।
ঋতি ওয়াশরুমে ঢুকল।
দীপের হোটেলের রুমের দিকে চোখ গেল। আটঘন্টার স্লটে হোটেল ভাড়া নিচ্ছে সাড়ে তিন হাজারটাকা। সে তুলনায় ঘরগুলো বিরাট কিছু না। একটা বড় এল ই ডি টিভি আছে। দীপ অন্যমনস্কভাবে রিমোট নিয়ে টিভিটা চালাল।
ঋতি বেরোল মিনিট পাঁচেক পরে। দীপ টিভিটা বন্ধ করল।
ঋতি বলল “টিভিটা বন্ধ করলে কেন? চলুক না”!
দীপ ঋতিকে জড়িয়ে ধরল। পাগলের মত ঋতির ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল।
ঋতি দীপকে দূরে ঠেলে দিল “প্লিজ এখন ভাল লাগছে না”।
দীপ অবাক হল “মানে?”
ঋতি বলল “একটু বসি প্লিজ। একটু গল্প করি। আজ ঠিক ভাল লাগছে না”।
দীপের রাগ হচ্ছিল। সে বলল “তাহলে হোটেলে এলাম কেন?”
ঋতি বলল “কথাটাও তো বলা দরকার আমাদের তাই না?”
দীপ অবাক হচ্ছিল।
এই ঋতিকে সে চিনতে পারছিল না।
ঋতি খাটের সামনের সোফায় বসল। বলল “আমাদের কিছু কথা বলা দরকার দীপ। শুরু করি?”
দীপ বলল “কর”।
ঋতি বলল “চিত্রলেখাকে তোমার ঠিক কোন কারণে অপছন্দ? তুমি সন্দেহ কর ও ভার্জিন নয়? ও

মিথ্যাবাদী?”
দীপ খানিকটা হকচকিয়ে গেল। বলল “এসব কথা কখন হল তোমার সঙ্গে?”
ঋতি বলল “উত্তরটা দাও প্লিজ”।
দীপ বলল “হ্যাঁ। অবশ্যই তাই। যখন থেকে বুঝতে পেরেছি ও মিথ্যে কথা বলছে আমি সরে এসেছি”।
ঋতি বলল “আমিও তোমায় মিথ্যে কথা বলেছি দীপ। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে আমার দুটো অ্যাফেয়ার ছিল। দুবারেই আমার ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছিল”।
দীপ অবাক হয়ে ঋতির দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড পর খানিকটা নিজেকে সামলে বলল “তবে আমাকে দেখে এতটা মুগ্ধতা? প্রথম বার হোটেলের রুমে... বললে... যেগুলো...”
ঋতি দীপের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল “সব ফেক ছিল। আমার মনে হয়েছিল তুমি একটা ন্যালাভোলা ছেলে যাকে বাবামারও পছন্দ হয়। মেয়ে হিসেবে আমি যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চার লাভার দীপ। তুমি আর আমি তো অনেক ভদ্রভাবে হোটেলে এসে সব কিছু করছি, আমার লাস্ট যে এক্স ছিল তার সঙ্গে আমি যেখানে সেখানে যা ইচ্ছে করে বেড়াতাম। প্রায় সব উইকেন্ডেই, কখনও শান্তিনিকেতন, কখনও দীঘা, মন্দারমণি, বাবাকে বলতাম অফিস ট্যুরে বেরচ্ছি, আদতে সব এসব করতে যেতাম। সমুদ্রের বালিতে রাত দেড়টার সময় সেক্স করার থ্রিল ইজ হেভেনলি...”
দীপের কথা বন্ধ হয়ে গেল। সে হাঁ করে ঋতির দিকে তাকিয়ে বলল “এত সব কথা এখন আমায় বলছ কেন? না বললেও তো পারতে?”
ঋতি বলল “তোমার সব কথা আমি জেনে গেছি। আমার কেন জানি না মনে হয় আমার সব কথাও তোমাকে বলে দি। আমি ভেবেছিলাম তুমি একেবারেই ভোলাভালা টাইপ ইনসান। ভেবেছিলাম সেটল হয়েই যাব সব কিছু ছেড়ে। চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তুমি একেবারেই সেরকম নও। তুমি ট্রুথ হাইড করতে পারো, তুমি সব কিছু লুকিয়ে ফেলতে পারো। আমার মনে হল আমি বরং তোমার সামনে কিছু অপ্রিয় সত্যি নিয়ে আসি। দেখি তুমি সহ্য করতে পারো কিনা”।
দীপ ঋতির দিকে তাকাল। খানিকক্ষণ আগে তার নিজের ভেতরে যে উত্তেজনাটা তৈরী হচ্ছিল, ঋতির কথাগুলো সে সবকিছুর মুখে নুন ছুঁড়ে মেরেছে।
দীপ খানিকটা আক্রমণাত্মক হতে চেষ্টা করল “আমি তো তোমাকে কাল রাতেই খুলে বলেছি সবটা। বলি নি?”
ঋতি বলল “চিত্রলেখা যদি আমাকে না বলত তাহলে কি আদৌ কোনোদিন বলতে?”
দীপ বলল “ভাগ্যিস বলেছিল। নইলে তো জানতেই পারতাম না তুমিও সব কোর্স কমপ্লিট করেই আমার কাছে সতী সাবিত্রী সেজে এসেছিলে। আমার অবশ্য প্রথমেই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, যখন তুমি আমাকে চুমু খেতে চলে এসেছিলে”।
ঋতি হাসতে লাগল। বেশ খানিকটা অপ্রকৃতিস্থের মত হেসে বলল “আমি এরকমই খানিকটা এক্সপেক্ট করেছিলাম তোমার কাছে দীপ। একটু অন্য সুরে কথা বলতেই তোমার ভিতরের অন্য মানুষটা কীভাবে বেরিয়ে এল। বিশ্বাসও করে নিলে দেখো কী সুন্দর, যা বললাম সবটাই। তোমরা কখনই মেনে নিতে পারবে না মেয়েটা প্রথম চুমু খেতে আসবে। এলে সেই খারাপ তাই না?”
দীপ বলল “মানে? যা বললে এগুলো সত্যি না?”
ঋতি তার দিকে তাকিয়ে বলল “হতেও পারে, নাও হতে পারে”।
দীপের রাগ হচ্ছিল। প্রত্যাশাভঙ্গের রাগ। সে বলল “এই নাটকটা তুমি না করলেই পারতে ঋতি। ফোনে বলে দিতে, ব্রেক আপ হত, সেটাই ভাল হত। এখানে ডেকে আনার কোন দরকার ছিল না”।
ঋতি বলল “শোন দীপ, ওইসব শরীর নিয়ে ন্যাকামো আমারও কোন কালেই ভাল লাগে না। ভালোবাসায় শরীর আসবেই। যারা বলে আসবে না, তাদেরও পেটে খিদে থাকবে। ফোনে তো বললে হতই, আমি

তোমার মুখোমুখি হতে চেয়েছিলাম”।
দীপ বলল “তো? তুমি কী চাও?”
ঋতি উঠে তার পাশে এসে বসল। ঠোঁটটা দীপের কানের কাছে নিয়ে এসে বলল “প্রেমটা মিথ্যে। প্রেম ছাড়া শরীরটাও। চল বেরিয়ে যাই”।
ঋতি কাছে এলেও দীপের মধ্যে কোন রকম যৌনাকাঙ্ক্ষা তৈরী হচ্ছিল না। বরং গোটা ব্যাপারটাই তিতকুটে লাগছিল তার কাছে। সে উঠল “চল”।
ঋতি উঠল না, বলল “নিজেকে ডিফেন্ড করবে না দীপ?”
দীপ নিঃস্পৃহ গলায় বলল “চল তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি। আগে বললে অফিসটা ডুব মারতাম না”।
ঋতি বলল “আমার আর চিত্রলেখার একসঙ্গে মুখোমুখি হবার সৎসাহস আছে তোমার?”
দীপ চোখ বড় করে বলল “মানে? রিয়ালিটি শো পেয়েছ নাকি?”
ঋতি বলল “যদি বলি তাই?”
দীপ বিরক্ত হল “আমি বেরলাম। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি থেকে যাও। এখানে থেকে ফালতু সময় নষ্ট করতে পারছি না জাস্ট”।
ঋতি হাসল “এখন সবই ফালতু লাগবে। এটাই স্বাভাবিক”।
দীপ বলল “দেখো ঋতি, মরাল অফ দ্য স্টোরি ইজ আমি তোমাদের কারও সঙ্গেই কোন রিলেশনে যাব না। সুতরাং এসব অর্থহীন জিনিস করে কোন লাভ নেই”।
ঋতি বলল “আমাকে একটা কথা বল তো। তুমি তো চিত্রলেখাকে অ্যাভয়েড করছিলে জাস্ট। মেয়েটাকে সরাসরি বলে দিলে না কেন যে তোমার ওকে পছন্দ নয়?”
দীপ বলল “তুমি কি এভাবে ইমোশনাল অত্যাচার করার জন্য হোটেলে রুম নিতে বললে?”
ঋতি ঠান্ডা গলায় বলল “মানুষজন যদি জানে একটা মেয়েকে ভুলভাল বুঝিয়ে হোটেলের রুমে এনে এক্সপ্লয়েট করার চেষ্টা করেছ, তোমার কী হবে ভেবে দেখেছ?”
দীপের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা শীতল স্রোত চলে গেল। সে ফ্যাল ফ্যাল করে ঋতির দিকে তাকিয়ে থাকল। ঋতিকে কোনভাবেই আর চিনতে পারছিল না সে।

৩০।

ধ্রুব ড্রয়িং রুমে ঢুকে মানালিকে দেখে বললেন "বাহ, আপনি এখানেও?"
মানালি একেবারেই শকড অবস্থায় ছিল। কিছু বলতে পারল না।
রত্না অবাক হয়ে বললেন "ওঁর এখানে না থাকারই বা কী হল?"
ধ্রুব সোফায় বসতে বসতে বললেন "সে আর আপনার শুনে কাজ নেই দিদি"।
রত্না বললেন "বেশ। তুমি যখন বলছ যখন তখন নেই"।
ধ্রুব মানালির দিকে তাকালেন "আপনার কতক্ষণ লাগবে?"
মানালি ঋপণকে উঠতে ইশারা করে নিজে উঠে দাঁড়াল "আপনারা কথা বলবেন। আমি আসি বরং"।
রত্না হাঁ হাঁ করে উঠলেন "একদম না। সবে তো এলে। বস। সর্বক্ষণ তো একা একাই কাটাচ্ছি। একটু থাকো। ভাল লাগবে"।
রত্নার কণ্ঠস্বরে কিছু একটা ছিল যেটা মানালি অবজ্ঞা করতে পারল না। চুপচাপ বসে পড়ল।
ধ্রুবর প্রশ্নটায় সে হঠাৎই খানিকটা অপমানিত বোধ করছিল, রত্নার কথায় খানিকটা প্রলেপ লাগল তাতে।
রত্না বললেন "ওঁর সামনেই বল ধ্রুব। অসুবিধা নেই"।
ধ্রুব চোখ ছোট করে তাকে আর ঋপণকে খানিকটা দেখে বললেন "বলব? ওরা কারা জানেন তো?"
রত্না বললেন "জানব না কেন। প্রেস তো। যদি তোমার সিনেমার প্রচার হয় তাহলে সমস্যা কোথায়?"
ধ্রুব বললেন "সিনেমা শুরু হল কোথায়? আপনিই বা রাজী হলেন কখন? আমি তো সেই ব্যাপারে জানতেই এলাম।"
রত্না বললেন "ভাবছি ধ্রুব। ভেবে যাচ্ছি"।
ধ্রুব বললেন "বেশ। ভাবুন। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ভাবুন। আপনার ওপরই নির্ভর করে আছে এই সিনেমার ভবিষ্যৎ"।
রত্না অবাক হলেন "এরকম ব্যাপার?"
ধ্রুব বললেন "অবশ্যই। আমি যে চরিত্রে আপনাকে ভেবেছি, সেটা আপনি না করলে সিনেমাটাই আমি বানাব না"।
রত্না একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন "এই কিছুদিন আগেও একা একা এই ঘরে বসে থেকে যখন টিভি দেখতাম ধ্রুব, আমার প্রতিদিন মনে হয়েছে আমাকে বোধ হয় আর কেউ মনে রাখে নি। সবাই সব কিছু ভুলে গেছে। মানুষ স্বর্ণযুগ স্বর্ণযুগ বলে এত মাতামাতি করে অথচ নায়করা যে সম্মানটা পেয়ে বাঁচেন তার সিকিভাগও নায়িকারা পান না। কেমন নিঃশব্দে সবাই চলে যান। অথবা হয়ত যেতে না চাইলেও যেতে বাধ্য হন। তোমার এই কথাগুলো আমাকে অনেকটা বল দিল ধ্রুব। আমি তোমার সিনেমা করব। তবে আমি বয়স্কা একজন মানুষ। আশা করব..."
ধ্রুব হাত তুললেন "আর কিছু বলতে হবে না। ওসব চিন্তা আমার"।
পরক্ষণেই ধ্রুব মানালির দিকে তাকালেন "নিউজটা করছেন তো?"
মানালি অপ্রস্তুত হল "আমি শুধু এটুকু জানলাম আপনি একটা সিনেমা বানাচ্ছেন, তাতে দিদি অভিনয় করবেন। এর বেশি আমি এমন কিছুই জানি না যা নিয়ে কোন স্টোরি করা যায়"।
ধ্রুব বললেন "টার্মটা একদম পারফেক্ট বলেছেন। স্টোরিই বটে। আপনারা নিউজ করেন না। স্টোরি করেন"।
রত্না বললেন "এসব কথা এখানে না বললে খুশি হতাম ধ্রুব। ও কিন্তু আমার বাড়িতে এসেছে আজকে"।

রত্না যে রুষ্ট হচ্ছেন, বুঝল সবাই। মানালি ভেতরে ভেতরে একটু স্বস্তি বোধ করল।
ধ্রুব বললেন "সরি সরি দিদি। আর হবে না। তবে কী জানেন তো, বাড়ি বয়ে এসে কেউ যদি কেচ্ছা খুঁড়ে বের করে নিউজ করে তখন খানিকটা রাগ হওয়া জায়েজ। সব সুস্থ মানুষই হয়ত রাগ করত, যেমন আমি করেছিলাম।সকাল থেকে ফোন আর টিভির ব্রেকিং নিউজের জ্বালায়... যাই হোক"।
রত্না বললেন "বেশ তো। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে না হয় ঝগড়াটা কোর। আপাতত বন্ধ রাখো"।
ধ্রুব কাঁধ ঝাঁকালেন "আচ্ছা। আপাতত তাই হোক। অবশ্য আমার খুশি হবার কথা এখন। আমার এতদিনের পরিশ্রম আজ সফল হল। এবার প্রি প্রোডাকশনের কাজ আমরা শুরু করে দিতে পারব"।
রত্না বললেন "আর কে কে থাকবে?"
ধ্রুব একবার মানালির দিকে তাকালেন, তারপর রত্নার দিকে তাকিয়ে বললেন "শিগগিরি জানাচ্ছি দিদি"।
মানালি বুঝল তার সামনে বলতে চাইছেন না ধ্রুব।
রত্না বললেন "যেই থাকুক আমার কোন অসুবিধা নেই অবশ্য। আমার শুধু আমার শরীরটা নিয়েই যা ভয় লাগে। কখনো খুব খারাপ হয়ে পড়লে তোমাদের বড় সমস্যা হয়ে যাবে"।
ধ্রুব মাথা নাড়লেন "সেসব ব্যাপার আমি বুঝব দিদি"।
রত্না খুশি হলেন "বেশ। তাই হোক। দেখি কতটা কী করতে পারি"।
মানালি উঠল "আমি আসি দিদি। আমাকে আবার বাড়িতে ফিরতে হবে"।
রত্না বললেন "অনেকটা দূরে বাড়ি তোমার?"
মানালি বলল "হ্যাঁ দিদি। আমি আসি"।
রত্না বললেন "বেশ। সাবধানে যেও। খবরটা বেরোলে আমায় জানিও একটু ফোন করে"।
মানালি হাসল "নিশ্চয়ই দিদি। গুড নাইট"।
রত্না বললেন "সাবধানে যেও"।
মানালি আর ধ্রুবর দিকে তাকাল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।
রত্না ব্যানার্জি দরজা অবধি এলেন তাদের পৌঁছে দিতে।
রাস্তায় নেমে মানালি একটা শ্বাস ছাড়ল "উফ, দেখলি? যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়"।
ঋপণ বলল "হয়েছিল তোর আজকে। মালটা তক্কে তক্কে আছে"।
মানালি ম্লান হল খানিকটা "আমার বোধ হয় আর বেশিদিন চাকরি করা হয়ে উঠবে না।"
ঋপণ ক্যামেরার ব্যাগ ঠিক করতে করতে বলল "ধুস, ছাড় তো! অফিসে এসব চলতেই থাকে। তবে তোকে অনেক বেশি স্টেডি হতে হবে। তোর মধ্যে এখনও কলেজ স্টুডেন্ট ভাবটা রয়ে গেছে। এই জন্যই হয়ত বিশ্বরূপদাও বেশি বেশি করে তোকে এসব সিচুয়েশনে ফেলে টেস্ট করে যাচ্ছে"।
মানালি বলল "হু, আমি তো গিনিপিগ। এক আমাকেই পেয়েছে এই সব সিচুয়েশনে ফেলার জন্য। কই বাকিদের তো ফেলে না"!
ঋপণ বলল "জানিস না তবে তুই। প্রান্তিকের ঘটনাটা জানিস তো?"
মানালি মাথা নাড়ল "কী ঘটনা"?
ঋপণ বলল "সেই যে সেই মন্ত্রীটার কোরাপশনের নিউজটা জোর করে করাল প্রান্তিককে দিয়ে। প্রান্তিক প্রায়ই থ্রেট খায়। বিশ্বরূপদার কাছে গেছিল। বিশ্বরূপদা ভাগিয়ে দিয়েছে এই বলে যে জারনোদের ক্ষেত্রে এসব কমন ব্যাপার। অত ভয় খেলে বাড়িতে বসে সাপলুডো খেলো গে যাও"।
মানালি বলল "প্রবলেমটা তো অন্য জায়গায়। অতই যখন তোমার সাহস তখন নিজের নামে নিউজটা কর না বাপু। আমাদের ফাঁসাচ্ছো কী করতে!"
ঋপণ বলল "ওখানেই তো কবি কেঁদে দিয়েছে। দেখবি ক'দিন পরে কোন প্রাইজ গিভিং সেরিমনিতে ধ্রুব বাগচী আর বিশ্বরূপদা পাশা পাশি বসে চিয়ার্স করছে আর তুই দৌড়ে বেড়াচ্ছিস কেসের ভয়ে। এসবই তো

হয় এই লাইনে। কেউ নিজের ঘাড়ে কোন কিছু নিতে চায় না”।
মানালি বলল “যে যা পারে করুক, আমার না পোষালে আমি সিম্পলি চাকরি ছেড়ে দেব”।
ঋপণ বলল “সেই ভাল। সংসার করবি মন দিয়ে”।
মানালি কড়া চোখে ঋপণের দিকে তাকাল। তার ফোনটা বেজে উঠল। মানালি দেখল আন নোন নাম্বার। সে ধরল “হ্যালো”।
“হ্যালো, আমি ট্রিভিয়া মিডিয়া হাউজ থেকে বলছি। মানালি বলছেন?”
মানালি অবাক হল। বলল “হ্যাঁ বলছি”।
“একটু হোল্ডে থাকুন ম্যাম, আমাদের স্যার একটু আপনার সঙ্গে কথা বলবেন”।
ফোনের ওপাশ থেকে ইন্টারকমের মিউজিক শুরু হল।
মানালি বলল “যাহ্ বাবা”।
ঋপণ বলল “কী কেস?”
মানালি ঠোঁট ওল্টালো “কে জানে। কিছুই বুঝছি না”।
ফোনের ওপাশ থেকে এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল “মানালি বলছেন?”
মানালি বলল “হ্যাঁ, কে বলছেন”।
“আমি বিপ্রতীপ রায় বলছি”।
মানালির অবাক হল। বিপ্রতীপ রায়? যার একার নামেই ট্রিভিয়ার নিউজ চ্যানেলটা এত বিখ্যাত? সে বলল “হ্যাঁ বলুন স্যার”।
“কনগ্র্যাচুলেশন্স আজকের নিউজটার জন্য। আজ এই শহরে এই একটাই খবর। আপনি এক্কেবারে বুলস আই হিট করেছেন মানালি”।
মানালি বুঝল না তার এত তারিফ করছেন কেন ভদ্রলোক। শুধু বলল “থ্যাংক ইউ স্যার।”
“মানালি আপনার স্যালারির তিনগুণ আমরা আপনাকে অফার করছি। আপনি ট্রিভিয়া মিডিয়ায় জয়েন করতে আগ্রহী”?
রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ এই প্রস্তাবে মানালির হাত থেকে ফোনটা পড়ে যাচ্ছিল। সকাল থেকে এত টেনশন, তার ওপর হঠাৎ করে এমন প্রস্তাব, সে কোনমতে নিজেকে সামলালো।

৩১।

ন্যাশনাল হাইওয়েতে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল দীপ। ঘন্টাখানেক আগে হোটেল থেকে বেরিয়েছে দুজনে।
ঋতি আর গাড়িতে ওঠে নি তার। গাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিল সে।
স্টার্ট যখন দিল তখন আর মাথা কাজ করছিল না।
বেশ কিছুক্ষণ শহরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি চালিয়ে যখন দেখল বার বার গাড়ি দাঁড় করাতে হচ্ছে জ্যামের জন্য, গাড়ি নিয়ে দ্বিতীয় হুগলীসেতু ধরে দিল্লি রোড ধরে ফেলল। ডানকুনির টোল প্লাজা পেরিয়ে আধ ঘন্টাটাক চালিয়ে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করাল।
গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে দাঁড়াল। নিজের ওপর একটা অদ্ভুত রাগ হচ্ছিল তার। বারে বারে মনে হচ্ছিল আদতে সে হেরে গেছে। নিজের কাছে, নিজের ইন্দ্রিয়র কাছে।
ঝড়ের গতিতে এক একটা গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। দীপ গাড়িতে গিয়ে বসল।
দেখল রাম মিসড কল মেরেছে। কলব্যাক করল সে।
রাম ধরতে বলল "আজ ডুব মারলি। আবার কোন চক্করে পড়লি তাই তো?"
দীপ বলল "ছিল। আর থাকবে না"।
রাম রেগে গেল "সে তো সবাই তাই বলে। কাজের সময় দেখা যায় আবার গন্ধ পেলেই পেছন পেছন দৌড়তে শুরু করবি। কী হয়েছে, খুলে বল"।
দীপ কাটাল "কাল বলব। ফোনে বলা যাবে না"।
রাম বলল "কাল কেন? আজ কিউ নেহী? কোথায় তুই এখন?"
দীপ বলল "দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে"।
রাম আঁতকে উঠল "লড়কী সাথ মে? ক্যা কর রহা হে বে?"
দীপ বলল "না না লড়কী নেই। একাই আছি"।
রাম বলল "একা একা কী করছিস?"
দীপ বিরক্ত হল "বললাম তো পরে বলব। রাখ এখন"।
ফোনটা কেটে দিল সে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে গাড়ি ঘুরাল। বিকেলের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেল।
তাকে ঢুকতে দেখে মা বলল "সে কী রে, আজ সূর্য কোন দিকে উঠেছিল! এত তাড়াতাড়ি চলে এলি!"
দীপ বলল "ছুটি হয়ে গেল। আমি এখন ঘুমাব। পরে কথা বলছি"।
মা বলল "এই বিকেলে ঘুমোবি? পাগল নাকি?"
দীপ উত্তর না দিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। জামা কাপড় পরেই খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। অদ্ভুত একটা অস্থিরতা গ্রাস করছিল তাকে। বেশ খানিকক্ষণ পর শুয়ে থেকে যখন বাইরের ঘরে এল দেখল বাবা মা বসে টিভি সিরিয়াল দেখছে।
বাবা তাকে দেখে বিরক্ত গলায় বলল "দেখ, বাংলা সিরিয়াল। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান কিছুই মানে না। এঁদের ধরে ধরে ম্যাপ পয়েন্টিং করানো উচিত"।
দীপ গম্ভীর গলায় বলল "টিভিটা বন্ধ কর একটু। কথা আছে"।
মা বিরক্ত গলায় বলল "বল না। বলতে কী অসুবিধা"।
দীপ বলল "ঠিক আছে এটা দেখে নাও, তারপরে বলছি"।

মা বলল “পরে কী করে বলবি? এর পরে সন্ন্যাসী রাজা আছে, কুসুমদোলা আছে, গোপাল ভাড় আছে, রাত এগারোটার আগে আমি উঠতেই পারব না টিভির সামনে থেকে আজকে। যা বলার টিভি চলতে চলতেই বল”।
দীপ বলল “আমার জন্য মেয়ে দেখো। আমি বিয়ে করব”।
দীপের মুখ থেকে কথাটা বেরোতে বাবা মা তার দিকে হা করে তাকাল। মার হাত থেকে রিমোটটা খসে গিয়ে মেঝেতে পড়ে সেটার ব্যাটারি বেরিয়ে গেল। বাবা বলল “তোর নাকি নিজে নিজেই মেয়ে দেখা ছিল?”
দীপ বলল “সব ক্যান্সেল। তোমরা মেয়ে দেখো। আমি বিয়ে করব”।
মা রিমোটটা তুলে ব্যাটারি লাগিয়ে টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে বাবাকে বলল “ওর কথায় কান দিও না। তুমি মেয়ে দেখে আনবে তারপর ও ঠিক ভেগে যাবে”।
বাবা বলল “বুঝেছি। চতুর্থ পানিপথ”।
মা বলল “মানে?”
বাবা বলল “চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ হয়েছে আর কী! ঝগড়া করেছে”।
দীপ বলল “দেখো মা, আমি সেদিন ইচ্ছা করেই বলেছিলাম, আমার গার্ল ফ্রেন্ড আছে, তোমাদের কাটানোর জন্য। কোন কালেই ছিল না। তোমরা মেয়ে দেখো”।
মা বাবার দিকে তাকাল। বাবা মায়ের দিকে।
কয়েক সেকেন্ড পরে মা বলল “কালকে তোকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাব। কথা বলিস সামনা সামনি। উনি যা চাইবেন তাই করা যাবে”।
দীপ রেগে গেল “গুরুদেব কী করবে? তাছাড়া এসব ভন্ড পাবলিক আমি কাকে বিয়ে করব সেটা ঠিক করে দেবে নাকি? বাবা, তুমি মাকে বোঝাও! এসব ধর্মগুরু সবক’টা জালি হয়। যে জিনিসটার অস্তিত্বই নেই, তার দালালি করে মানুষকে টুপি পরিয়ে যাবে, তারা আবার ঠিক করে দেবে কে কাকে বিয়ে করবে, এসব অ্যাবসাড়ড না?”
মা রেগে গেল “এসব কথা বলবি না আমার সামনে। আমি কিন্তু সব কিছু মানি”।
বাবা বলল “পিকে আমিও দেখেছি দীপ, ব্যাপারটা সেটা না। ব্যাপারটা হল কী এমন হল যে হঠাৎ করে তুই বিয়ে করার জন্য এরকম ক্ষেপে উঠলি”?
দীপ বলল “ইচ্ছা হল”।
বাবা বলল “ইচ্ছা হওয়া ভাল। কিন্তু কোন প্রবলেমে আছিস, সেটা থেকে বাঁচার জন্য যদি বিয়ে করতে চাস তাহলে তুই বড় ভুল করবি। মানে তপ্ত কড়াই থেকে ফুটন্ত তাওয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব একটা লাভ হয় কি?” বাবা গলা খাকড়াল “বিয়ে করে লাইফটা নরক করার কোন অর্থ নেই”।
মা বলল “তুমি থামো। আমি কাল সকালে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিচ্ছি গুরুদেবের চেম্বারে। তুই আমার সঙ্গে একবারে রেডি হয়ে বেরবি। ওখান থেকে অফিসে চলে যাবি”।
দীপ গোঁজ হয়ে রইল।
#
গুরুদেব শ্রী শ্রী একশো আট চাঁদবদন মহারাজ আলাউদ্দিন খলজীর মত একটা পদ্ম ফুল নাকে গুঁজে বসেছিলেন। সামনের ফরাসে খান তিরিশেক লুচি সাজানো। দীপ আর মা গুরুদেবের চেম্বারে ঢুকতে গুরুদেব ইশারায় দীপের মাকে বেরিয়ে যেতে বললেন।
মা বেরিয়ে গেল। ঘরে আর কেউ নেই। শুধু দীপ আর গুরুদেব।
নাক থেকে পদ্মফুলটা নামিয়ে গুরুদেব একটা লুচি মুখে পুরে বললেন “তোমার মা বলছেন তুমি নাকি বিয়ে করতে চাও? কেন?”

দীপ বলল “ইচ্ছা”।
গুরুদেব বললেন “কেন? এমন ইচ্ছা হবার কারণ?”
দীপ গুরুদেবের দিকে তাকাল। মাথার বেশিরভাগ চুল পেকে গেছে। খুব করে চন্দন সাবান দিয়ে স্নান করেছেন সম্ভবত। ঘর ময় চন্দনের গন্ধ। ঘরের ধুপকাঠিতেও চন্দনের গন্ধ।
দীপ একটু অধৈর্য হয়ে বলল “আপনার কী দাবি? সারাজীবন একা একা কাটিয়ে দেব?”
গুরুদেব কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন “তোমার কম বয়েস। এই বয়স ঠাকুর দেবতা মানার বয়স নয়। তুমি সেটা মানোও না সেটা তোমাকে দেখলে বোঝা যায়। নিতান্ত সমস্যায় পড়েই তুমি এখানে এসেছ। আমরা বন্ধুর মত কথা বলতে পারি। তুমি নির্দ্বিধায় আমাকে তোমার সমস্যা বলতে পারো। ভয় নেই। আমি তোমার কোন কথাই পাঁচ কান করব না”।
দীপ গুরুদেবের কথায় একটু অবাক হল। এতটা যুক্তি দিয়ে কথা বলবেন উনি সেটা সে ভাবতে পারে নি। চারদিক তাকিয়ে বলল “আমি সেক্স করেছি দু তিন দিন হল। তারপর থেকে আমি অন্য কিছুতে মন বসাতে পারছি না”।
গুরুদেব বললেন “তার মানে তোমার কথা অনুযায়ী শারীরিক চাহিদার জন্যই তুমি বিয়ে করতে চাইছ, তাই তো?”
দীপ বলল “অনেকটা তাই”।
গুরুদেব গম্ভীর হলেন। বললেন “বলতে পারবে কেন যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে গানটা এই জনপ্রিয়?”
দীপ বলল “এর মধ্যে এই গানটা এল কোথা থেকে”?
গুরুদেব দীপের কথার উত্তর না দিয়ে বললেন “এই কারণেই জনপ্রিয় যে মানুষ সব থেকে বেশি নিজেকেই ভালোবাসে। গানটা শুনতে শুনতে যখন মানুষ ভাবতে শুরু করে সত্যিই তো, যেদিন আমি থাকব না, তখনও তো সব থাকবে। শুধু আমি থাকব না। যাই হোক, বেশি বলে ফেলছি তবু বলি, তুমি যে কথাটা বললে সেটা আসলে নিজেকে ভালোবাসা। তুমি এই মুহূর্তে কাউকে ভালোবাসার অবস্থায় নেই। তোমার ভালোবাসায় ভালোবাসা কম, শরীর বেশি।এভাবে সম্পর্ক টেকে না যদিও”।
দীপ বলল “সেই জন্যই তো ঠিক করেছি বিয়ে করব। এক কাজ করুন, আপনিও আমার জন্য একটা মেয়ে দেখুন। ঘটকালিও হবে, গুরুদেবগিরিও হবে। কী বলেন?”
গুরুদেব কটমট করে দীপের দিকে তাকালেন।

৩২।

মানালির বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে রাত ন'টা বাজল। বাবা টিভি দেখছিল। তাকে দেখে বলল "চাইনিজ খাওয়াটা আর হল না আজ। যাক গে, আসন্ন ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে ব্যবসায়ী সমিতির উন্নতিকল্পে কত টাকা দান করছিস?"
মানালি হাসল। বাবার কথাবার্তা এমনই। তার ক্লান্ত লাগছিল। ব্যাগটা সামনের টেবিলের রেখে সোফায় বসে বলল "মা কোথায়?"
বাবা বলল "ঘুমোচ্ছে। সান্ধ্যকালীন নিদ্রা"।
মানালি বলল "যাক বাঁচা গেল, তবে দশটার মধ্যেই উঠে পড়ে সাধারণত"।
বাবা বলল "অদ্ভুত অভ্যাস যাই বলিস, এর পর রাত বারোটা অবধি বাসন মাজবে। সেই কবে থেকে দেখছি"।
মানালি বলল "তার আগে খেয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। নইলে আবার শুরু করবে"।
বাবা বলল "শুরু যাতে না করে সেই ব্যবস্থা করলেই তো পারিস"।
মানালি বলল "প্লিজ বাবা। তুমিও শুরু কোর না"।
বাবা বলল "শুরু করছি না। জাস্ট আসকিং। ছেলেটা কে? কী করে?"
মানালি অবাক হয়ে বলল "ছেলে পেলে কোত্থেকে?"
বাবা বলল "তুই যে বলেছিস তোর বয়ফ্রেন্ড আছে, ভুলে গেলি?"
মানালির মনে পড়ল। সে বলল "ও আছে একজন"।
বাবা বলল "অফিসের?"
মানালি মাথা নাড়ল "না, অফিসের না"।
বাবা বলল "তবে?"
মানালি বলল "এম এন সিতে কাজ করে"।
বাবা খুশি হল "বাহ, খুব ভাল তো। বিয়ে করে ফেল। তোর মা বাঁচে, তুই আর আমি দুজনেই বাঁচি"।
মানালি মাথায় হাত দিল। বলল "বাবা, আমি অফিসে একটা ব্যাপার নিয়ে ভীষণ ভাবে ফেঁসে আছি, প্লাস একটা হাউস থেকে এই কিছুক্ষণ আগে বেশি মাইনের চাকরির অফার এসেছে। সব কিছু নিয়ে আমি খুব কনফিউজড। এর মধ্যে মিক্সার মেশিনে আবার আমার বিয়েটা ঢুকিও না প্লিজ। আমি জাস্ট পাগল হয়ে যাব বিশ্বাস কর"।
বাবা বলল "কী ব্যাপারে ফেঁসেছিস? আজকের নিউজটা যেটা করেছিস সেটা নিয়ে?"
মানালি বলল "ওই হল। ওই ব্যাপারগুলো নিয়েই আর কী"।
বাবা বলল "এগুলো তো সব অকুপেশনাল হ্যাজারডস। সবার থাকে। তোরও আছে। থাকবে। তার জন্য কি নাওয়া খাওয়া ভুলে সব সময় চিন্তা করে যাবি? এক কাজ কর, একদিন ছেলেটাকে বাড়িতে ডাক, আমি কথা বলি। চিন্তা করিস না, আমার ছোড়াকে পছন্দ না হলেও সেই ছোড়ার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। এসব ব্যাপারে আমি একেবারেই পিউরিটান নই"।
মানালি বাবার দিকে রাগী চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল "তোমাকে কি মা ব্রেইন ওয়াশ করেছে সারাদিন ধরে"?
বাবা হাসল "কেন বলত?"

মানালি বলল “এই যে একই কথা অন্য ভার্সনে বলে যাচ্ছ! আচ্ছা বাবা, বিয়ে দিয়ে কী এমন লাভ হয় বাবা মায়ের? তোমরা কেন এখনও এই সময়ে এসেও একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে একই ভাবতে পারো না? মেয়ে পার করতে পারলেই স্বস্তি তাই না?”
বাবা বলল “আচ্ছা, আচ্ছা তুই রেগে যাস না। তুই যদি রেগে যাস তাহলে আর তো কোন কথাই বলা যাবে না। তোকে আমি আলাদা কোন দিনও ভাবি নি, কিন্তু মা আমাদেরও তো ইচ্ছা করে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে। এগুলো তো স্বাভাবিক ব্যাপার তাই না? আজ না হয় কাল তোরা বিয়ে করবি, এতদিন তোকে বড় করলাম, আমাদেরও তো খানিকটা অধিকারবোধ জন্মায় তোর ওপরে?”
বাবার গলা খানিকটা অভিমানী শোনাল।
মানালি টিভির দিকে তাকাল। ধ্রুব বাগচীর খবরটা দেখাচ্ছে। রূপনারায়নপুরে চলে গিয়েছিল সাংবাদিকরা। ইপ্সিতা কাউকেই ঢুকতে দেন নি। ফোনে শ্রীপর্ণা ঘোষাল জানিয়ে দিয়েছেন তার এবং ধ্রুব বাগচী সম্পর্কে যা যা রটছে তা সম্পূর্ণ গুজব। তারা খুব ভাল বন্ধু। বন্ধুত্বের সম্পর্ককে মিসইন্টারপ্রেট এভাবে করায় যে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত তাও দেখাচ্ছে।
বাবা বলল “কিছু বল”।
মানালি বলল “দেখবে দেখবে। চিন্তা করছ কেন?”
বাবা বলল “ফটো আছে?”
মানালি নিঃশ্বাস ছাড়ল “না বাবা”।
বাবা বলল “এইসব সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংএর যুগে ফটো পাওয়া এমন কোন চিন্তার ব্যাপার না। সেসব নিয়ে আমি ভাবছি না। যাক গে, বয়সের ডিফারেন্স স্বাভাবিক তো! আজকাল যা হচ্ছে! হয় মেয়েটা ছেলেটার থেকে দশ বছর বড়, নইলে কোন বুড়োর সঙ্গে অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তোর আবার কুড়ি তিরিশ বছর বড় কোন কাকু জ্যেঠু পছন্দ হয়ে যায় নি তো? হয়ত দেখা গেল তার স্ত্রীও আছে। দেখিস, কারও সংসার ভাঙিস না যেন”।
মানালি হাতজোড় করল “প্রণাম বাবা। তোমার কল্পনাশক্তি পৃথিবীর সেরা লেখকের থেকেও এক কাঠি ওপরে। তুমি বরং লেখা লেখি কর”।
বাবা বলল “কী করব বল! তোদের জেনারেশনটাকে একেবারেই বুঝতে পারি না। আবার ভালোও লাগে। তোর যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ইচ্ছেটা হয়েছে সেটাকেও অ্যাপ্রিশিয়েট না করে পারি না”।
মানালি বলল “থ্যাংকস বাবা। এতক্ষণ পরে একটা ভাল কথা বললে”।
বাবা বলল “কথা আমি সব ভালই বলি। তুই শুধু বুঝতে পারিস না এটাই প্রবলেম। যাই হোক, মাকে ডাক খেয়ে নে। বা মা আসার আগেই খেয়ে নে। তাহলে আর একগাদা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না তোকে”।
মানালি বলল “আর খেয়েই বা কী হবে? যা গেল সারাটা দিন, আমার আর কিছু পেটে ঢুকবে না”।
বাবা বলল “কী গেল? সমস্যাটা কী?”
মানালি বলল “সে অনেক সমস্যা। সব বলে লাভ নেই। বুঝবেও না”।
সে উঠল, “আমি ঘরে যাই। ঘুমিয়ে পড়ি”।
বাবা বলল “কিছু তো খা”।
মানালি বলল “দেখছি”।
সে ফ্রিজ খুলল। একটা চকলেট ছিল। সেটা হাতে নিয়ে বলল “এই তো, ডিনার পেয়ে গেলাম। আর চিন্তা নেই”।
বাবা বলল “তোর মা ঝাড়লে আমি জানি না কিন্তু”।
মানালি বলল “আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। তুমি সামলে নিও”।
বাবা ব্যাজার মুখ করল “দেখি, কী করে সামলাই”।

মানালি ঘরে ঢুকল। সকালে সব কিছু নিয়ে সে যতটা টেন্সড ছিল, অতটা আর হচ্ছিল না তার। দরজা বন্ধ করে চেঞ্জ করে খাটে শুয়ে ল্যাপটপ খুলল। ফেসবুকে অনেকগুলো মেসেজ এসেছে। সে বেশিরভাগই ইগনোর করে গেল। কিছু পাবলিক আছে, মেয়ের প্রোফাইল পেলেই ওভার স্মার্ট সেজে ফেলে। বেশ কিছু এরকম মেসেজ জমেছে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার ধরণগুলো দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল সে। নিজের ওয়ালে এল। কয়েকটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসেছে। একটাও অ্যাক্সেপ্ট করল না। বিতস্তা পিং করল "কীরে, কী হল শেষ মেশ?"
মানালি লিখল "কী আবার হবে?"
"আর কেউ ঝাঁট জ্বালিয়েছে আজ? ধ্রুব বাগচী ফোন করেছিল?"
"আমি তো জ্বলার ওপরেই থাকি। ও আর কী!"
"আচ্ছা, লিভ ইট, গেস কর তো আমি কোথায় আছি?"
"আর কোথায় থাকবি? সৌরভের ফ্ল্যাটে?"
"না বে। হোটেলে। জাস্ট চেক ইন করলাম। সেই অ্যাপ রে"।
"গান্ডু। হোটেলে চেক ইন করে এখন ফেসবুক করছিস?"
"ডেবিউ হয়ে গেছে। সৌরভের সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। আনতে বেরিয়েছে"।
"হি হি। ওকে, এঞ্জয়"।
"হ্যাঁরে বাই"।
বিতস্তার সাথে কথা বলে ল্যাপটপটা শাট ডাউন করল মানালি।
সারাদিন বড় টেনশন গেছে। মাথাটা হঠাৎ খুব শান্ত লাগছে। ঘুম পাচ্ছিল তার। চোখ বুজল সে।
ঘুম ভাঙল মোবাইলের শব্দে। মানালি দেখল রাত বারোটা বেজে গেছে। কোনমতে ফোনটা ধরল সে, "কে?"
"আমি বলছি রে মানালি"। ওপাশ থেকে বিতস্তার গলা। কেমন টেন্সড।
মানালি বলল "কী হল?"
"আর বলিস না, সেই যে সৌরভ বেরিয়েছিল এখনও ফেরেনি। আমি অনেকক্ষণ দেখলাম। তারপর সৌরভকে বার বার ফোন করছি। ফোন নট রিচেবল বলছে"। বিতস্তার গলার ভয়টা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল মানালি।
সে বলল "শোন, শোন, নিশ্চয়ই কোন প্রবলেম হয়েছে, তুই টেনশন করিস না, রাতটা হোটেলেই কাটিয়ে দে। সকালে না হয় চেক আউট করে যাস। টাকা আছে তো?"
বিতস্তা বলল "টাকা আছে, কিন্তু আমার তো ভয় লাগছে রে! যদি অন্য কেউ চলে আসে? বুঝতেই তো পারছিস!"
মানালি বলল "বিশ্বরূপদাকে বলব তোকে নিয়ে আসতে? বা ঋপণকে?"
বিতস্তা বলল "তুই ক্ষেপেছিস? গোটা পৃথিবীর লোক জেনে যাবে তাহলে। আমার তো মাথাই কাজ করছে না রে। ভয় লাগছে ওর কিছু হল নাকি!"
মানালি বলল "তুই চিন্তা করিস না, ফোনটা অন রাখ, কোন রকম প্রবলেম হলে ফোন কর আমাকে"।
বিতস্তা বলল "প্রবলেম হবে ভাবতে গেলেই তো কেমন কেমন লাগছে রে। আন ম্যারিড কাপল হোটেলে থাকছে এসব কেউ মেনে নেবে না! কিছু হলে সবাই তো আমাকেই দেখাবে"।
মানালি একটা ধমক দিল "কিচ্ছু হবে না। অত ভয় পাওয়ার কিছু হয় নি। মাথা ঠান্ডা রাখ জাস্ট। ঘুমিয়ে পড় বরং। সকালে উঠে সৌরভকে খোঁজা যাবে"।
বিতস্তা বলল "শোন না, আমরা তো এখন পার্ক স্ট্রীট এরিয়ায় আছি। পুলিশ স্টেশনে ফোন করে একটু খোঁজ নিতে পারবি সৌরভ দাস বলে কারও কোন খবর আছে নাকি?"

মানালি বলল “আচ্ছা দেখছি। তুই টেন্সড হোস না। ফোনটা রাখ আমি দেখছি”।
ফোনটা কাটল সে। মাথাটা এক্কেবারে ফাঁকা লাগছে তার। কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না।

৩৩।

"ভাই সুস্থ আছিস তো?"
লাঞ্চ করতে একাই বেরিয়েছিল দীপ। রাম পেছন থেকে দৌড়তে দৌড়তে এলো।
দীপ বলল "হ্যাঁ। অসুস্থ কেন হব?"
রাম বলল "তোর হাল চাল তো ভাল ঠেকছে না। পাবলিক ইউরিনালওয়ালা কোন মেয়ের পাল্লায় পড়িসনি তো ভাই?"
দীপ অবাক হল "মানে?"
রাম বলল "কিছু কিছু আছে তো। টেগোরের একটা কবিতা শুনছিলাম, হেথায় আর্য হেথা অনার্য এক দেহে হল লীন। মানে ইউনিভারসাল গিভার। এরকম কারও পাল্লায় পড়িসনি তো ভাই? লাইফ হেল হয়ে যাবে কিন্তু আগে থেকে বলে দিলাম"।
দীপ বলল "তুই টেগোর পড়লি কীভাবে? বাংলায় পড়েছিস"?
রাম চোখ নাচাল "পড়েছি, কে পড়িয়েছে সেটা তোর না জানলেও হবে। আসল কথায় আয় ভাই। এরকম কারও পাল্লায় পড়লি না তো? যা ডেস্ক্রিপশন দিচ্ছিস, একদিনেই কোর্স কমপ্লিট করে ফেললি তাতে তো সেরকমই লাগছে"।
দীপ উত্তর না দিয়ে একটা খাবারের স্টলে রুটি মাংস নিয়ে খেতে শুরু করল।
রাম বলল "কী বে? চুপ হয়ে গেলি কেন?"
দীপ বলল "পোষাচ্ছে না। ব্রেক লাগবে"।
রাম বলল "হ্যাঁ তুই এই কর। একদিন পর পর ছুটি নে। তারপর বস তোকে একেবারেই লং ব্রেকে পাঠিয়ে দেবে"।
দীপ বলল "বসের সঙ্গেই কথা বলব। মাইন্ডটা পুরো ছেতরে আছে। বিয়ে করলেও হয়"।
রাম অবাক হয়ে দীপের দিকে বড় বড় চোখে করে তাকিয়ে বলল "এই হল তোদের বাঙালি ছেলেদের সমস্যা। বাঁড়া সারাজীবন কোন মেয়ে দেখবি না, টেনে পড়াশুনা করবি, তারপর যখনই ফুটার পাল্লায় পড়বি, ঝাঁপিয়ে পড়ে যাচ্ছেতাই করে ফেলবি। তুই জাস্ট ভাব এ'কদিনে তুই কী কী করলি! এর মধ্যে আবার তোর মাথায় বিয়েও নিয়ে এলি ভাই?"
দীপ মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বলল "আমি সিরিয়াস। আমার মনে হয় বিয়ে করলেই আমি এক্কেবারে ঠিক হয়ে যাব"।
রাম বলল "ঠিক হয়ে যাবি? ওকে! এক্সপ্লেইন"।
দীপ বলল "আমি যেটা বুঝতে পারছি, সেটা হল আমার একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড চলছে। সব কিছু নিয়ে বিচ্ছিরিভাবে ছড়িয়ে গেছি। এমন কোন পার্টনার চাই, যার সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করা যাবে। আমাকে বুঝবে। মানে..."
রাম বাধা দিয়ে বলল "মেয়েরা ছেলেদের বুঝবে। এই আশাতেই কত কবি কেঁদে দিল। উনি এলেন বুঝবে। আসল কথাটা বল না মামা, তুমি এখন কামের ফাঁদে পড়েছ"!
দীপ চুপচাপ খেয়ে গেল। বলল "তুই যদি উইকেন্ডে কোথাও যাবি তো বল। আমি তোর এই ভ্যাক ভ্যাক

আর শুনতে পাচ্ছি না”।
রাম বলল “চল। আমার তো কোন কাজ নেই। ভুবনেশ্বর কবে যাবি?”
দীপ বলল “পরের সোমবার। তার আগে শান্তিতে কোথাও বসে মদ খেয়ে আসি”।
রাম ফিসফিস করে বলল “কাল কী করলি?”
দীপ বলল “ছিঁড়লাম। ঝাঁট জ্বালাস না”।
রাম ব্যাজার মুখে বলল “আমার কী! তোর এস টি ডি না হলেই হল। আমার এক বন্ধু তো সেই এসবের পাল্লায় পড়েছিল, শেষে দেখে যন্ত্রটা ফুলে তাকিয়া হয়ে গেল। ডেঞ্জার চিজ ভাই ওই ব্ল্যাকহোল। প্রোটেকশন ইউজ না করে কত লোক কেস খেয়ে গেল”।
দীপ বিরক্ত হল “ফোট তো! যত ভুল ভাল কথা বলে যাচ্ছিস!”
দীপের ফোন বাজছিল। দীপ দেখল মা ফোন করছে, ধরল “হ্যাঁ বল”।
“শোন না, অফিস থেকে বেরবি কখন আজ?”
দীপ বলল “ছ’টা সাড়ে ছ’টা হবে। কেন?”
মা বলল “বেরিয়ে আমাকে ফোন করিস। আমি আর তোর বাবা তখন বাড়ি থেকে বেরোব”।
দীপ অবাক হল “কোথায় যাবে?”
মা বলল “আহ। তুইই তো সকালে বললি আমরা যেখানে দেখব সেখানে যাবি। এত কথা কীসের?”
দীপ বলল “তা বলে আজই?”
মা বলল “হ্যাঁ। আজই। এর পরে কিন্তু তুই না এলে আমি আর কাউকে দেখতে পারব না আগে থেকে বলে দিলাম”।
দীপ বলল “আচ্ছা। যাব। রাখো এখন”।
ফোনটা কাটল সে। রাম বলল “কীবে, কী হল আবার?”
দীপ কথা ঘুরাল “কিছু না। এমনি মা ফোন করে খেলাম টেলাম নাকি জিজ্ঞেস করল”।
#
কাছের বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াবে বলে জানিয়েছিল বাবা মা। দীপ যখন পৌঁছল দেখল দুজনেই পৌঁছে গেছে। মা গাড়িতে উঠে বলল “তাও দেরী করে দিলি”।
দীপ বলল “বাড়ি চেনো তো?”
মা বলল “ডান দিক নে”।
দীপ বলল “মেয়ে কী করে?”
মা বলল “গিয়ে দেখবি। এখন কিছু বলব না”।
বাবা পিছনে বসেছিল, বলল “তোর মা যে এতটা করিতকর্মা আগে বুঝিনি রে। আমার মনে হয় তোর মা প্রধানমন্ত্রী হবার ক্ষমতা রাখে। কত তাড়াতাড়ি নেটওয়ার্ক খাটিয়ে ফেলল ভাবছি শুধু”।
মা রেগে গিয়ে বাবাকে ধমক দিল “তুমি থামো তো, শুধু বাজে কথা। দেখছ একটা শুভ কাজে যাচ্ছি। ছেলের এত দিনে একটু মতি ফিরল আর তুমি বাজে বকে যাচ্ছ”।
বাবা চুপ করে গেল। কয়েক মিনিট পরেই তারা বাড়িটার সামনে চলে এল। গাড়ি পার্ক করে তারা ভেতরে ঢুকল।
দীপের চেনা চেনা লাগছিল বাড়ির সবাইকে। বসার ঘরে বাড়ির গ্রুপ ফটো দেখেই বুঝতে পারল তারা চিত্রলেখার বাড়িতে এসেছে। তার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছিল।
এক বয়স্ক মত ভদ্রলোক বললেন “আপনারা দুপুরে যখন ফোন করলেন, তখন তো ভাবতেই পারি নি এত তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখতে চাইবেন”।
মা বলল “সে কী কথা, মেয়ে তো এই কয়েকদিন আগেই বিয়েবাড়িতে দেখলাম। পছন্দ তো তখনই

হয়েছিল। আমার মাথার মধ্যে ছিল ব্যাপারটা কিন্তু আমার ছেলের ভয়ে কিছুই বলতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি করলাম কারণ আমার ছেলে আবার অফিস ট্যুরে যখন তখন বেরিয়ে যেতে পারে...” মা যে শেষটা বানিয়ে বলল সেটা বুঝল দীপ। কোন মা আর বলবে আমার ছেলে বিয়ে পাগলা হয়ে গেছে মেয়ে দেখতে বলল বলে আমি আজকেই দেখতে চেয়েছি!

বাবা বলল “মেয়েকে দেখান। সামাজিকতা পরে হবে না হয়”।

সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিত্রলেখাকে নিয়ে এল সবাই। দীপ চিত্রলেখার দিকে তাকাল না। গম্ভীর হয়ে রইল। মা মুগ্ধ গলায় বলল “বাহ, আপনাদের মেয়ে এক্কেবারে যথার্থ সুন্দরী। কী রে দীপ, কিছু বল”।

দীপ দেখল চিত্রলেখা হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে হাসার চেষ্টা করল।

বেশ কয়েক মিনিট চিত্রলেখার সঙ্গে মা বাবার প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। খানিকক্ষণ পরে মা বলল “যা, বাবা ওর ঘরটা দেখে আয়। আমরা একটু গল্প করি”।

দীপ উঠল। তার বিরক্ত লাগছিল। চিত্রলেখার ঘরে পৌঁছে সে বলল “শোন, প্রথমেই ক্লিয়ার করে নি। আমি কিছুই জানতাম না। এখানে আসবে জানলে আমি কখনই আসতাম না”।

চিত্রলেখা একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল “জানি। তুমি বস”।

দীপ বসল। তার মাথা কাজ করছিল না।

চিত্রলেখা বলল “তুমি এখানে কিছুক্ষণ বস। তারপর চলে যাও”।

দীপ শুকনো গলায় বলল “থ্যাঙ্কস”।

দীপ মোবাইল বের করল। চিত্রলেখা বলল “কালকের হোটেল কেমন গেল?”

দীপ উত্তর দিল না।

সে বুঝতে পারছিল চিত্রলেখার সঙ্গে ঋতির সব কথাই হয়েছে।

চিত্রলেখা বলল “আমার সমস্যা হল আমার রাগ হয় না”।

দীপ বলল “আমার সমস্যা হল আমার সহ্য করার ক্ষমতা বেশ ভাল”।

চিত্রলেখা বলল “আমাকে তোমার সহ্য হয় না তাই না?”

দীপ উত্তর দিল না।

চিত্রলেখা বলল “আমার সব থেকে খারাপ লাগল কী জানো তো? আমার ইনসিকিউরিটিটাকে তুমি আমার ন্যাগিং নেচার ভেবে নিলে”।

দীপ বলল “তুমিই তো বললে বসতে পারি। তুমি যদি এখন এত কথা বল তাহলে আমি বরং চলে যাই। এত কৈফিয়ত দিতে পারব না”।

চিত্রলেখা বলল “থাক। আমি আর কিছু বলব না। তুমি বসে থাক। সেটাই ভাল। অন্তত কিছুক্ষণ তো থাকবে। সেটাই অনেক”।

দীপ কিছু বলল না। গম্ভীর মুখে বসে রইল।

৩৪।

সকাল সাড়ে দশটায় ঘুম ভাঙল মানালির। রাতটা দুঃস্বপ্নের মত গেছে।
সৌরভ সারারাত ফেরে নি। বিতস্তার সঙ্গে ফোনে কথোপকথন চালিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। সামান্য শব্দেই বিতস্তা ভেঙে পড়ছিল। ভোর নাগাদ চেক আউট করেছে বিতস্তা। হোটেলে সাংবাদিক পরিচয় দিয়েছে। আই কার্ড দেখিয়েছে। সৌরভের আইকার্ড হোটেলেই আছে। সৌরভকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মানালি সকাল সাড়ে ছ'টার পরে আর জাগতে পারে নি। যখন জানতে পেরেছিল বিতস্তা ট্যাক্সিতে উঠে গেছে, তারপরেই ফোন অফ করে ঘুমিয়ে পড়েছিল।
ঘুম ভাঙলেও গা হাত পা ব্যথা করছিল। রাত জাগলে এই সমস্যাগুলো হয়। উঠে ফোন অন করে বসার ঘরে গিয়ে বসল। বাবা টিভি দেখছিল। তাকে দেখে বলল "কোন প্রবলেম?"
মানালি দেখল মা একটু দূরত্বে আছে, গলা নামিয়ে বলল "মাইনর। বড় কিছু না"।
বাবা বলল "তোর?"
মানালি মাথা নাড়ল ঘুম গলায় "না না, আমার না। এক কলিগের। মিটেছে পারশিয়ালি। দেখছি কী করা যায়"।
বাবা বলল "এখন বেরবি?"
মানালি বলল "ফোন করতে হবে। ইচ্ছা করছে না বেরোতে"।
বাবা বলল "তাহলে ডুব মেরে দে"।
মানালি মাথা নাড়ল "ক্ষেপেছ? অফিস যেতেই হবে"।
ফোনটা সবে অন হয়েছিল। বাজতে শুরু করে দিল। মানালি দেখল বিতস্তা ফোন করছে, ধরল তাড়াতাড়ি "বল। সৌরভের খোঁজ পেলি?"
বিতস্তা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "না রে, থানা পুলিশে যেতেও কেমন কেমন লাগছে"।
মানালি বলল "অফিসে আয়। কথা বলে দেখি কী করা যায়"।
বিতস্তা বলল "বিশ্বরূপদাকে বলবি না তো?"
মানালি আড়চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে উঠে নিজের ঘরে এল "দ্যাখ, ব্যাপারটা যথেষ্ট সিরিয়াস মনে হচ্ছে। বিশ্বরূপদাকে না বললে মনে হয় না কিছু হবে। শোন না, একটা কথা বলবি?"
বিতস্তা বলল "বল"।
মানালি বলল "কাল রাতে কি তোদের মধ্যে কোন ব্যাপারে ঝগড়া হয়েছিল? সিরিয়াসলি বলবি"।
বিতস্তা একটু চুপ করে থেকে বলল "একটা ব্যাপার নিয়ে চলছিল। তবে এর আগেও এসব হয়েছে। একবারে হাওয়া হয়ে যাবার ছেলে তো নয়!"
মানালি বলল "কোনভাবে ওর বাড়ির লোকেদের খবর দেওয়া যায় না?"
বিতস্তা আঁতকে উঠল "তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওর বাড়ির লোকেরা জানলে কী হবে ভাবতেও গায়ে জ্বর চলে আসছে আমার। বললে তো সবই বলতে হয়। তাছাড়া আজ দুপুর বারোটার পরে যদি সৌরভ ওর আই কার্ড না নেয় হোটেল থেকে তাহলে তো পুলিশ কেস হতে পারে। নির্ঘাত আমি ফাঁসব। তখন থেকে আমার মাথায় এইসবই ঘুরছে শুধু"।
মানালির গলা থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে এল "শিট!", বলল "বিশ্বরূপদা ছাড়া গতি নেই"।
বিতস্তা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "হু। বল"।

মানালি বলল “তুই বলবি না আমি বলব?”
বিতস্তা বলল “তুইই বল। আমি ছড়িয়ে ফেলব। এমনিতেই বিশ্বরূপদা আমায় বেশি দেখতে পারে না”।
মানালি বলল “জানতাম তুই এটাই বলবি। ঠিক আছে। রাখ এখন। আমি বিশ্বরূপদাকে ফোন করি”।
ফোনটা কেটে মানালি বিশ্বরূপদাকে ফোন করল। বিশ্বরূপদা ধরল “অফিসে এসে গেছি কোন সকালে। তুই কি আজও ডুব মারার প্ল্যান করছিস?”
মানালি বলল “একটা ব্লান্ডার হয়ে গেছে। তোমার একটু হেল্প চাই”।
বিশ্বরূপদা বলল “সে তো তুই মানেই ব্লান্ডার। মানালি আর ব্লান্ডার ওয়ার্ডদুটো সিনোনিম। বল শিগগিরি কী হয়েছে”।
মানালি সবটা বলল। বিশ্বরূপদা পুরোটা শুনে বলল “বিতস্তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মিনিমাম বোধ বুদ্ধি কিছুই নেই? কী রে!”
মানালি বলল “কী করে ঝামেলাটা থেকে বেরোবে সেটা আগে বল তো”!
বিশ্বরূপদা বলল “সেই! মরণকালে হরির নাম। ওকে, আমাকে ছেলের নাম, চেহারার ডেস্ক্রিপশন আর হোটেলের নামটা হোয়াটস অ্যাপ কর। দেখছি কী করা যায়”।
ফোনটা কেটে গেল। বিতস্তা বিশ্বরূপদাকে সব কিছু পাঠিয়ে স্নানে ঢুকল। বেশ খানিকক্ষণ ঠান্ডা জলে স্নান করে অফিসের জন্য তৈরী হতে শুরু করল। মাথায় একটা কথাই ঘুরছিল শুধু। সৌরভকে না পাওয়া গেলে কী কী হতে পারে। ফোনটা বেজে উঠল আবার। মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী ফোন করছে। ধরবে না ধরবে না করেও ধরল “বলুন স্যার”।
“মানালি, আপনাকে একটা কথা বলার জন্য ফোন করলাম”।
ওপাশের গলাটা শান্ত।
মানালি বলল “হ্যাঁ, বলুন স্যার”।
ধ্রুব বললেন “আমি এটা বলার জন্যই ফোন করেছিলাম, আজকের কোন কাগজেই ধ্রুব বাগচী নেই। এর মানেটা বুঝলেন?”
মানালি কিছুই বুঝল না “না স্যার আমি তো ঠিক...”!
ধ্রুব বললেন “বুঝবেন না। অত বুদ্ধি থাকলে সাংবাদিক হতেন না। এর মানে হল আপনার কালকের নিউজটা আজকে বাসী হয়ে গেছে। টয়লেট পেপার হয়ে গেছে। নতুন কাগজ এসে গেছে। পড়ে নিন”।
ফোনটা কেটে গেল। মানালি উঠে বাবার সামনে গিয়ে বসল। তিন চার রকম কাগজ রাখে তারা। অবাক হয়ে দেখল কোন কাগজেই ধ্রুব সংক্রান্ত কোন খবর নেই।
মানালি অবাক হল। ধ্রুব কি তারমানে তার ক্ষমতা দেখালেন? খবরের কাগজগুলোকে ক্ষমতা বা অর্থবলে কিনে নিলেন? কয়েক সেকেন্ড ভেবেই তার বিতস্তার কথা মনে পড়ল।
মানালি বিশ্বরূপদাকে ফোন করল। বিশ্বরূপদা বলল “কী হল আবার?”
মানালি বলল “সৌরভের কোন খবর পেলে?”
বিশ্বরূপদা কথা ঘোরাতে চাইল “থাক জেনে কাজ নেই”।
মানালি অবাক হয়ে বলল “মানে? মেয়েটা ওই অবস্থায় আছে, জানাতে হবে তো!”
বিশ্বরূপদা একটু থেমে বলল “মন শক্ত কর”।
মানালি বলল “আমার মন শক্তই আছে। তুমি যা বলতে চাও বল তাড়াতাড়ি”।
বিশ্বরূপদা বলল “একটা ছেলে কাল রাতেই স্পট হয়েছে। একটা গাড়ি মেরেছিল। বুঝতেও পারে নি। যা ডেস্ক্রিপশন পাঠালি, মনে হচ্ছে এই সম্ভবত সৌরভ।”
মানালির হঠাৎ করে বিতস্তার মুখটা মনে পড়ে গেল। সে বলল “এখনও কেউ জানেনি তো! এটা কী করে হল?”

বিশ্বরূপদা বলল "হসপিটালে নিয়ে যেতে পারে নি। তার আগেই যা হবার হয়েছে। পকেটে মানিব্যাগ ইত্যাদি কিছুই ছিল না তো। সব চুরি হয়ে গেছে। পথের এক কোণে পড়ে ছিল। কেউ দেখেও নি। শেষ মেশ এক সার্জেন্ট দেখতে পেয়ে সব ব্যবস্থা করে। চোরটা এমন চোর, চুরি করবি কর, বাড়ির লোককে খবরটা তো দিবি রে বাবা! তা না সরাসরি মানিব্যাগটাই নিয়ে হাওয়া। পুলিশ আমি বলার পরেই জানতে পারল ছেলেটা সম্পর্কে। যাক গে, বডি ডিটেক্ট করতে হবে, বিতস্তাকে জানা। এছাড়া এখন আর উপায় নেই"।

মানালি মাথায় হাত দিল। বলল "দেখছি বলে"।

৩৫।

গাড়িতে উঠেই মা জিজ্ঞেস করল "কীরে, কেমন দেখলি?"
দীপ বলল "বাড়ি গিয়ে বলছি। গাড়ি চালাবার সময় বেশি কথা বোল না। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের অ্যাড দেখছ না?"
বাবা বলল "ঠিক ঠিক। তুমি বরং সিটবেল্ট বেঁধে বস"।
মা গজগজ করতে লাগল "কলকাতার বুকে বড় বাড়ি, মেয়ে উচ্চ শিক্ষিত, সুন্দরী, পড়াশুনা করছে। তোদের জীবনে আর কী চাহিদা আছে কে জানে"।
দীপ চোয়াল শক্ত করে গাড়ি চালাচ্ছিল। রাস্তায় যথেষ্ট জ্যাম আছে। গাড়ি দেখে চালাতে হচ্ছিল। বাবা বলল "ঈস, একটা ভুল হয়ে গেল। মিষ্টিগুলো কোন দোকান থেকে কিনেছিল জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম"।
মা বলল "তুমি থামো। ওভাবে গেলে কেউ? লজ্জা লাগে তো সাধারন মানুষের। তোমার তো দেখলাম সেসব বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই"।
বাবা গম্ভীর মুখে বলল "কী করব, খেতে ভাল দেখে একটা খেলাম। তারপর দেখলাম আরেকটা খেলেও তুমি কিছু বলছ না। একটু সিগন্যাল দিলে তো খেতাম না"।
মা রেগে গেল "এখানেও আমার দোষ? নিজের তো কিছু বিবেচনা থাকবে না কি?"
দীপের বিরক্ত লাগছিল। এমনিতেই চিত্রলেখার ঘরে আধঘন্টা চুপ করে বসে থাকতে হয়েছে। তার ওপর গাড়িতে এত কথা ভাল লাগছিল না তার।
সে বলবে না বলবে না করেও বলে ফেলল "অন্য কাউকে দেখো মা। এখানে বিয়ে হওয়া সম্ভব না"।
বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। চুপ করে গেল।
মা বলল "কী? আরেকবার বল?"
দীপ বলল "বললাম তো। অন্য কোথাও দেখো। না হলে ছাড়ো, আর দেখতে হবে না"।
মা বলল "সমস্যা কোথায় সেটা তো বল! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এই মেয়েকে পছন্দ না হলে তোর কেমন মেয়ে পছন্দ? কুমারটুলিতে অর্ডার দেব নাকি?"
দীপ কিছুটা গিয়ে গাড়িটা রাস্তার বা দিকে দাঁড় করাল। বলল "সমস্যা আছে মা। অত বলা যাবে না"।
মা বলল "মেয়ে বেশি সুন্দর? তোর কি কম সুন্দর পছন্দ? নাকি কম শিক্ষিত? নাকি আরও শিক্ষিত? চোখ ঠিক নেই, না নাক? নাকি হাইটে সমস্যা?"
দীপ বলল "মা পৃথিবীতে মেয়ে দেখা ছাড়াও অনেক সমস্যা আছে। আমরা বরং সেগুলোতে কনসেনট্রেট করি। বাদ দাও এসব"।
মা বলল "বাদ দেব? মেয়ে কি এবার আমার ইচ্ছায় দেখতে গেছিলাম? তুই প্রথমে বললি যেতে, মেয়ে দেখার পর বলছিস দেখো না। তোর সমস্যাটা কোথায়? মানছি আমি একটা সময় তোকে খুব বলেছি, কিন্তু আমিও তো শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই কিছুদিন আগে বললি তুই নিজে থেকেই মেয়ে দেখেছিস, এখন বললি মেয়ে দেখো, আবার বলছিস দেখো না, তোর হঠাৎ করে হল টা কী?"
দীপ একটু চুপ করে থেকে বলল "এই সেই মেয়ে মা, যাকে বিয়েবাড়িতে পছন্দ হয়েছিল। কথাও হয়েছিল"।
মা অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল। বাবা বলল "ওহ, তারমানে হিস্ট্রিতে গলদ রয়েছে?"

দীপ বলল "হ্যাঁ, হিস্ট্রি জিওগ্রাফি সবেতে গলদ রয়েছে। এ বিয়ে হলে মহা বিপদ। এই মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে করা সম্ভব না"।
মা মাথায় হাত দিল "ভগবান! কী সমস্যা সেটা তো বল?"
দীপ গাড়ি স্টার্ট করল "অত শুনে লাভ নেই। অন্য কাউকে দেখো"।
মা বলল "আমি আর দেখব না। যেটাই দেখব কিছু না কিছু সমস্যা বের করবি। আমারও তো একটা মান সম্মান আছে"।
বাবা বলল "এক কাজ করলেই হয়। পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়ে দি। আজকাল তো ছবিও দেয়। দীপের একটা ভাল ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দি। অনেক সম্বন্ধ আসবে। সেখান থেকে বেছে বুছে নেবে না হয়"।
দীপ বলল "না না, ছবি টবি একদম না। ওসব হাস্যকর। থাক তোমাদের আর মেয়ে দেখতে হবে না"।
মা বলল "সে তুই যা বল, আমি আর দেখছি না। এসব ভীষণ অসম্মানজনক"।
দীপ চুপ করে গেল। সারা রাস্তা বাবা মা বকবক করে গেল। বাড়ি ফিরে দীপ নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

হোয়াটস অ্যাপ চেক করল। চিত্রলেখা লিখেছে "বাড়ি পৌঁছেছ?"
দীপের বিরক্তি আসছিল। সে ফোনটা ছুঁড়তে যাবে এমন সময় দেখল একটা আননোন নাম্বার থেকে ফোন আসছে। ধরল সে "হ্যালো। কে বলছেন?"
"কী রে ভাই, তোকে তো সব ডিটেলসে বললাম। তা সত্ত্বেও তুই মেয়েটাকে দেখতে চলে গেলি?"
গলাটা চিনতে পারল দীপ। চিত্রলেখার এক্স।
সে বলল "হ্যাঁ। গেলাম। তো?"
ওপাশটা খানিক চুপচাপ থেকে বলল "ভাল ভাল। খাওয়া মাল বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে তোর। কর গিয়ে বিয়ে। পরে বলতে পারবি না আমি তোকে অ্যালার্ট করি নি"।
দীপ বলল "তুই কে ভাই? আমার বাপ না মা? আর কে খেয়েছে, না খেয়েছে তাতে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই"।
ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল "এই তো ছেলে বার খেয়ে গেছে। যা ভাই। বেস্ট অফ লাক"।
দীপ ফোনটা কেটে দিল। মাথায় হাত দিয়ে বসল। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে সে নিজেই বুঝতে পারছিল। মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছিল। সে খানিকক্ষণ ভেবে দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরোল। বাবা মা ড্রয়িং রুমে গম্ভীর মুখে বসে আছে।
দীপ বলল "মা, ওই বাড়িতে ফোন করে বলে দাও, আমরা বিয়ের জন্য রাজি"।
মা বাবা দুজনেই তার দিকে তাকাল।
বাবা বলল "তুই তো দেখছি মহম্মদ বিন তুঘলককেও লজ্জায় ফেলে দিবি"।
মা বাবার দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে গো। আমার মনে হয় দীপের ভিতরে কোন দুষ্টু প্রেতাত্মা ঢুকেছে। ভূত তাড়াতে হবে"।
বাবা বলল "ধুস। ভূত টুত কিছু নেই। এ যুগে আবার ভূত বলে কিছু আছে নাকি? ওর বায়ু চড়েছে। ক'দিন ধরে শুধু পেপে আর কাঁচকলা রান্না কর। অফিসেও টিফিন দিয়ে দাও। বাইরের খাবার যেন না খায়"।
দীপ বাবা মার সামনে গিয়ে বসল "দেখো, আমার প্রথমে মনে হয়েছিল চিত্রলেখা ঠিক মেয়ে না। এখন মনে হচ্ছে ঐ ঠিক মেয়ে। তোমরা ফোন কর"।
মা তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল "ধর আমি ফোন করলাম। তার ঠিক ঘন্টা খানেক পরে তোর যদি মনে হয় বিয়েটা করা ঠিক হবে না তখন কী হবে?"
দীপ কয়েক সেকেন্ড বাবা মার দিকে তাকিয়ে ফোন নিয়ে চিত্রলেখার নাম্বার ডায়াল করল।
রিং হতেই ধরল চিত্রলেখা। বলল "মেসেজ করেছিলাম। পৌঁছেছ?"

দীপ বলল “আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?”
চিত্রলেখা বলল “বল”।
দীপ বলল “আমি জানি আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ করেছি। তবু এত সব কিছুর পরে আমি যদি তোমায় বিয়ে করতে চাই তুমি কি রাজী হবে?”
চিত্রলেখা চুপ করে গেল। বাবা মা হাঁ করে দীপের দিকে তাকিয়ে আছে।
দীপ অধৈর্য হল “তোমার আবার কী হল?”
চিত্রলেখা বলল “আমি খুব বোকা মেয়ে দীপ। মাঝে মাঝে অনেক কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বুঝতে পারি আসলে একটা মিথ্যার মধ্যেই আছি। তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ?”
দীপ ফোন নিয়ে বাবা মার সামনে থেকে উঠে নিজের ঘরে গেল “দেখো চিত্রলেখা। আমি এই মিনিট তিনেক আগেও ঠিক করেছিলাম তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখব না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কোন একটা জায়গায় তুমি বা আমি কোথাও একটা মিলে যাচ্ছি। তুমি সময় নাও। প্রয়োজনে ঋতির সঙ্গেও কনসাল্ট করতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই। এটুকু কথা তোমাকে আমি দিতে পারি, ভবিষ্যতে আর কোন রকম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগব না”।
চিত্রলেখা বলল “তুমি ঝোঁকের মাথায় আবার এসব করছ দীপ আমি বুঝতে পারছি। তুমি বরং একটা রাত সময় নাও। ভাবো। আমি অনেক কষ্টে এত সব কিছু থেকে নিজেকে সামলেছি দীপ। আবার সেই একই লুপে পড়তে চাই না। আমিও সময় নি। ভেবে না হয় একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে? ঠিক আছে?”
দীপ বলল “ঠিক আছে। সকালে জানিও তুমি”।
ফোনটা কেটে দিল সে।
বিশ্রীভাবে মাথা ধরছে। দীপ ফোনটা রেখে একটু ভেবে ঋতিকে ফোন করল।
ঋতি ধরল না প্রথমটা। দীপ আবার ফোন করল।
এবার ধরল, ঠান্ডা গলায় বলল "বল"।
দীপ বলল "আমি ঠিক করেছি চিত্রলেখাকে বিয়ে করব"।
ঋতি শুনে তেতো হাসল "ফাইন। আমাকে বলছ কেন?"
দীপ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "জানি না"।
ঋতি বলল "শোন দীপ। তোমাকে বন্ধুর মত একটা অ্যাডভাইস দি। কলকাতা শহরে এসকর্ট সার্ভিস হয় জানো তো? তুমি বরং সে সব কনসাল্ট কর। এখনই রিলেশনশিপের মধ্যে যেও না। আই স্ট্রংলি বিলিভ ইউ হ্যাভ সিরিয়াস ইস্যুস। চিত্রলেখা তোমাকে ভালবাসে। কিন্তু তুমি ওকে ভালোবাসো না। জাস্ট কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছে তোমার মধ্যে, আর সব কিছুর মধ্যে ঘেঁটে থেকে তুমি এই ডিসিশনটা নিয়েছ"।
দীপ বলল "আমি তো তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তুমি আমাকে ডিচ করে দিলে"।
ঋতি বলল "শোন দীপ গাঙ্গুলি, আমার মাথা খেয়ো না। তোমার কী মনে হয়, হঠাৎ করে এই সব কিছুর থেকে বেরনোটা আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল? কিন্তু এটাও জেনে রেখো, আমি যথেষ্ট স্ট্রং। মোহ কাটতে আমার বেশিক্ষণ লাগে নি যখনই জেনেছি তোমাকে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। আমি চিত্রলেখাকে কিছুই বোঝাতে যাব না। ও নিজেই বুঝুক। তুমি এসকর্ট সার্ভিস কনসাল্ট কর। কাজ দেবে"।
দীপ ফোন কেটে দিল।

৩৬।

বিতস্তা ঘুমোচ্ছিল। তিন চারবার ফোন করার পরে ধরল।
মানালি কী বলবে বুঝতে পারছিল না প্রথমে। বেশ খানিকটা ভেবে নিয়ে বলল "অফিস চলে আয়। সৌরভের একটা খোঁজ পাওয়া গেছে"।
বিতস্তা ঘুমঘোরেই বলল "বল না প্লিজ আমাকে একটা ফোন করতে"।
মানালি বলল "অফিস আয়। ওখানেই দেখছি"।
কথা বাড়াল না মানালি। ফোনটা কেটে দিল।
খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল। রাস্তায় বেরিয়ে ক্যাব নিল একটা। মাথা কাজ করছিল না তার। বিতস্তার কাছে সৌরভই সব ছিল। এতবড় একটা ব্যাপার ঘটার পরে মেয়েটাকে কীভাবে সামলাবে তা নিয়ে ক্রমাগত ভেবে চলেছিল সে।
আরেকটা ব্যাপারও কাঁটার মত বিঁধেছিল। হোটেল কর্তৃপক্ষ বিতস্তাকে বলেছিল বারোটার মধ্যে সৌরভ তার আই কার্ড নিতে না এলে লোকাল পুলিশে তারা জানিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে যাবে।
এই ব্যাপারটা বিশ্বরূপদাকে বলা হয় নি। একটু ভেবে সে ঠিক করল সবটা জানাবে।
একবার রিং হতেই ফোন তুলল বিশ্বরূপদা "কী হল আবার?"
মানালি বলল ব্যাপারটা।
বিশ্বরূপদা একটু থমকে বলল "এটা কোন ইস্যু না। তুই একটা কাজ কর, আগে হোটেলটায় যা। ম্যানেজারকে মিট কর। জানা। বাকিটা আমি দেখছি"।
মানালি আকাশ থেকে পড়ল "আমি বলব?"
বিশ্বরূপদা বলল "কেন? তুই বললে সমস্যাটা কী? ভাবছিস তুই একটা মেয়ে তোর কথা শুনলে ওরা কী রি অ্যাক্ট করবে? শোন, তুই যে জিনিসটা বার বার ভুলে যাস তোর কাছে একটা মহা শক্তিশালী অস্ত্র আছে। সেটা হল তোর প্রেস কার্ড। দ্বিতীয়ত, একটা হোটেলে নিজেদের মত করে একটা আন ম্যারেড কাপল থাকতেই পারে। এ দেশের কোন আইনে এটা বলা হয় নি যে এটা বে আইনি। নীতিপুলিশগিরি অনেকেই মাড়ায়। কিন্তু এই সংক্রান্ত কোন আইন নেই। স্বেচ্ছায় কে কী করবে তা বলার জন্য সমাজ কেউ না। কোথাও কোথাও পুলিশের পকেট ভরার জন্য হোটেলে রেইড ইত্যাদি হয়। তুই নিশ্চিন্ত থাক। বিতস্তার এই ক্ষেত্রে কোন ভয়ই নেই। তুই যেটা করবি, হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারকে নিজের পরিচয় দিয়ে ঘটনাটা এক্সপ্লেইন করবি। ওঁরা ঠিক বুঝে যাবে। পুলিশ ইত্যাদি আমি সামলাচ্ছি, ব্যাক আপ তো আমি থাকলাম। অফিসটাও তো সামলাতে হবে মা, আফটার অল সব কিছুর পরেও দ্য শো মাস্ট গো অন। আশা করি যেটা বোঝাতে চাইছি তুই বুঝলি"।
মানালি বলল "ওকে। দেখছি"।
ফোনটা কেটে ক্যাব চালককে হোটেলের লোকেশন জানাল মানালি। জানলার বাইরে চোখ গেল তার। সব কিছু কেমন স্বাভাবিক গতিতে চলছে।
শহর ব্যাপারটাই এমন। সবকিছুই চলবে, আর প্রতিটা সময়ে কারও না কারও কত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে শহরের গায়ে কোন আঁচই লাগবে না।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোটেলে পৌঁছল মানালি।
বেশ ঝাঁ চকচকে হোটেল। মানালি ট্যাক্সিতে বসেই যতটা সম্ভব মানসিক শক্তি অর্জন করছিল।
রিসেপশনিস্টকে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই জানাল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। রিসেপশনিস্ট তাকে লবিতে বসতে বলল। বসতে গিয়েই মানালির চোখ পড়ল দীপের দিকে। গম্ভীর মুখে বসে খবরের কাগজ পড়ছে।
মানালি প্রথমে ভাবল কিছু বলবে না, কিন্তু তার ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড টেনশন হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একগাদা কথা বললে হয়ত খানিকটা টেনশন কমবে। দীপকে কেন জানে না সে বেশ আশ্বস্ত হল। বলল "এখানে কী ব্যাপার?"
দীপ চমকে তার দিকে তাকাল। বলল "ওহ আপনি? এখানে কী ব্যাপার?"
মানালি বলল "সেটা তো আপনি বলবেন। আমি আগে প্রশ্নটা করলাম"।
দীপ কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে নিজের সিট থেকে উঠে তার পাশে এসে বসল "অ্যাকচুয়ালি আমি একটা বিরাট সমস্যায় পড়েছি। আপনার নামটা কী যেন?"
-"মানালি"।
দীপ বলল "ওহ, সরি। আমার ভোলাটা উচিত হয় নি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভীষণ কনফিউজড"।
মানালি বলল "কী ব্যাপারে"?
দীপ কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বলল "কলকাতার এসকর্ট সার্ভিস সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"
মানালি হাঁ করে দীপের দিকে তাকিয়ে থাকল। বিতস্তা আর সৌরভের ব্যাপারটা কিছুক্ষণের জন্য পুরোপুরিই ভুলে গেল সে। বলল "মানে?"
দীপ বলল "আপনি কী জানেন? এগুলো কি সেফ? মানে পুলিশ ধরে? বা এইচ আই ভির চান্স আছে?"
মানালি বলল "আপনি কী বলে চলেছেন? এসকর্ট সার্ভিস নিয়ে আমি কী করে জানব?"
দীপ বলল "অ্যাকচুয়ালি আমি আজকেও অফিস ছুটি নিয়েছি। একটা নাম্বারে সকালে ফোন করেছিলাম। ওরা এখানে বসতে বলল। আধ ঘন্টার মধ্যে ওরা আমাকে কন্ট্যাক্ট করছে জানাল"।
মানালি বলল "কিন্তু অফিস টফিস না গিয়ে হঠাৎ করে এসকর্ট সার্ভিস নিয়ে পড়লেন কেন আপনি?"
দীপ বলল "ঋতি সাজেস্টেড। আপনি ঋতিকে চেনেন?"
মানালি দুদিকে মাথা নাড়ল।
দীপ বলল "ঋতির ধারণা হয়েছে আমি সেক্সুয়ালি ফ্রাস্ট্রেটেড একটা লোক, আমার নাকি এসকর্ট সার্ভিস দরকার। আমি সেটা দেখতেই এসেছি। ব্যাপারটা কি সত্যি!"
মানালি বলল "আমি কিছুই বুঝছি না"।
দীপ বলল "আমি বোঝাচ্ছি। আপনাকে তো আমার স্টোরিটা বলেছিলাম"।
মানালি বলল "হ্যাঁ। বলেছিলেন"।
দীপ বলল "তারপরে অনেক জল গড়িয়েছে। আমি কাল বিয়ের ডিসিশনও নিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সব গোলমাল ঘটল ঋতিকে ফোন করার পরে"।
মানালি বলল "আপনি সত্যিই কনফিউজড। আপনি বরং বাড়ি যান। কলকাতার এসকর্ট সার্ভিস কেমন সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি ওসব আপনার জন্য না। আপনি এখানে থেকে বেরোন।"
দীপ বিহ্বল চোখে মানালির দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করল।
মানালির দীপকে দেখে হঠাৎ করেই খুব খারাপ লাগছিল।
প্রথম যেদিন আলাপ হয়েছিল সেদিনের সঙ্গে আজকের দীপকে সে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না।

ম্যানেজার এসে গেছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে বললেন "গুডমর্নিং ম্যাম। হাউ মে আই হেল্প ইউ"?
মানালি উঠে নিজের আই কার্ড বের করল "আমি সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে আসছি। একটু আলাদা কথা বলা যাবে?"
ম্যানেজার বললেন "আমার চেম্বারে চলুন তাহলে"।
মানালি দীপের দিকে তাকাল "আপনি কি বসবেন?"
দীপ বলল "হ্যাঁ আমি বসছি। আপনি কাজ সেরে আসুন। আমরা বরং একসঙ্গে বেরোই"।
মানালি বলল "ঠিক আছে"।
ম্যানেজারের চেম্বারে গেল সে। ম্যানেজার সবটা শুনে বললেন "ব্যাপারটা যদিও একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে আছে তবু আশা করা যাচ্ছে পুলিশও খুব একটা সমস্যা করবে না। তবু এটা আমাদের ডিউটি ওঁদের জানানো। আশা করছি আপনাকে বোঝাতে পারছি"।
মানালির মাথা কাজ করছিল না। সে বলল "আই কার্ডটা যদি আমি নিয়ে যাই?"
ম্যানেজার মাথা নাড়লেন "না ম্যাম, ওটা থানাতেই জমা দিতে হবে আমাদের"।
মানালি ফোনটা বের করে বিশ্বরূপদাকে ফোন করল। সবটা শুনে বিশ্বরূপদা বলল "ম্যানেজারকে দে"।
মানালি বলল "আমাদের এডিটর স্যার একটু আমার সঙ্গে কথা বলবেন"।
ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিলেন।
মিনিট তিনেক কথা বলার পর ফোনটা রেখে বললেন "ওকে। আপনি আই কার্ডটা আপাতত নিয়ে যান। তবে হোটেলের রেজিস্টারে আপনাকে সই করে নিয়ে যেতে হবে"।
মানালি বলল "তাই হোক"।
মিনিট পনেরো লাগল সব মিটতে। সৌরভের আই কার্ড নিয়ে মানালি যখন লবিতে ফিরল দেখল দীপ তখনও ওখানেই বসে আছে।

৩৭।

“আপনার অফিসটা কোন এরিয়ায় বলুন আমি ড্রপ করে দিচ্ছি”।
গাড়ি স্টার্ট করে বলল দীপ। মানালি অন্যমনস্ক ছিল খানিকটা। বারবার বিতস্তার মুখটা মনে পড়ছিল। এতক্ষণে বোধ হয় বিতস্তা অফিসে এসেও গেছে। মানালি গুটিয়ে গেল খানিকটা। বলল “অফিস যেতে ইচ্ছা করছে না ঠিক। আপনি কোথাও একটা নামিয়ে দিন আমায়”।
দীপ বলল “সে তো আমারও ইচ্ছা করছে না। আচ্ছা এজেন্টটা আবার আমায় ফলো করবে না তো?”
মানালি ভুলে গেছিল দীপের কথা। সে বলল “কোন এজেন্ট?”
দীপ বলল “আপনাকে বললাম না, এসকর্ট সার্ভিসের এজেন্ট!”
মানালির মনে পড়ল, “ওহ্। হ্যাঁ। ঠিক। কেন আপনাকে ফলো করবে কেন?”
দীপ বলল “লোকটা আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল”।
মানালি বলল “আপনি কোন রকম টাকা দিয়েছেন কি?”
দীপ বলল “না, এখনও অবধি দিই নি”।
মানালি বলল “তাহলে ফোন করতে পারে। আপনি অ্যাভয়েড করুন”।
দীপ বলল “আচ্ছা কোথাও একটা বসে কফি খেলে আপনার সমস্যা আছে? আমার মনে হয় আপনি খুব নিরপেক্ষ একটা জায়গায় আছেন। আমার এমন কাউকে দরকার যার সঙ্গে আমি আমার এই বিতিকিচ্ছিরি অবস্থাটা আলোচনা করতে পারি। যাকে আমাকে এক গাদা এক্সপ্ল্যানেশন দিতে হবে না”।
মানালি একটু ভেবে বলল “ওকে। আমারও তাই মনে হয়। মাথাটা পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে। আপনি বলতে পারেন। আমি জাজমেন্টাল হব না। যদিও আগে একবার আপনি অনেক কিছুই বলেছিলেন কিন্তু আমার সব ঘেঁটে গেছে। একেবারে শুরু থেকে বললেই ভাল হয়”।
দীপ বেশ খানিকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে একটা কফিশপের সামনে গাড়ি পার্ক করল।
মানালি গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল “আপনি কি আজকাল রেগুলার অফিস বাঙ্ক করেন?”
দীপ অসহায় ভঙ্গিতে হাসল “তাই হয়ে যাচ্ছে। একদিন যাচ্ছি, পরের দিন যাচ্ছি না। চাকরিটা থাকবে না সম্ভবত”।
মানালি অবাক হল “এরকম হল কেন হঠাৎ করে?”
দীপ শপের দরজা খুলতে খুলতে বলল “আমি তো সেই ব্যাপারটা নিয়েই ভেবে যাচ্ছি। বসুন আপনি আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসি”।
মানালি বসল একটা টেবিলে। কফিশপটা ছোট হলেও বেশ সুন্দর। মানালির মনে পড়ল তার একসময় ইচ্ছা ছিল একটা কফি শপ খুলবে। অবশ্য এরকম অনেক ছোট ছোট ইচ্ছেই তার হত এককালে। একবার ঠিক করেছিল বইয়ের দোকান দেবে। মানালির মনে হল যত দিন যাচ্ছে, এইসব ইচ্ছাগুলো কেমন কমে যাচ্ছে। অলস লাগে বেশিরভাগ সময়েই। কাজের ভয়, কাজে ছোট খাট ভুল ভ্রান্তি হলে কাজ চলে যাবার ভয়, কাজ করতে গিয়ে বার বার বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে করার চাপ, সব মিলিয়ে পৃথিবীটা আজকাল কেমন দুঃস্বপ্নের মত হয়ে উঠছে যত দিন যাচ্ছে।
ফোনটা বাজছিল। মানালি দেখল বিশ্বরূপদা ফোন করছে। সে ধরল “বল”।
“কীরে হোটেল প্রবলেম মিটে গেছে”?

মানালি বলল "হ্যাঁ। মিটেছে"।
"তো চলে আয়। দেরী করছিস কেন?"
মানালি কাতর কণ্ঠে বলল "বিতস্তার সামনে আমি যেতে পারব না বিশ্বরূপদা। প্লিজ ওকে সামলাও"।
বিশ্বরূপদা খুব রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। বলল না। একটু থেমে বলল "ওকে। টেক কেয়ার"।
ফোনটা কেটে গেল।
দীপ চলে এসছিল। কফির অর্ডার দেওয়া হল।
মানালি ফোনটা ব্যাগের ভেতর রেখে দীপের দিকে তাকাল "বলুন"।
দীপ খানিকটা বিহ্বলভাবে মানালির দিকে তাকিয়ে বলল "আপনি তো জার্নালিস্ট"?
মানালি অবাক হয়ে বলল "হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"
দীপ বলল "আপনার কাছে একটা কাগজ আর একটা পেন হবে? আমার একটা ডায়াগ্রাম এঁকে বোঝালে সুবিধা হত"।
মানালি ব্যাগ থেকে তার নোটবুক আর পেনটা বের করে দীপকে দিল।
দীপ টেবিলের ওপর নোটবুকটা রেখে বেশ খানিকক্ষণ পেন নিয়ে বসে থাকল। তার পর কাগজের ওপর বড় বড় করে লিখল "চিত্রলেখা, ঋতি"।
মানালি বলল "বাহ। দুটো নামই সুন্দর"।
দীপ মানালির দিকে তাকিয়ে বলল "নামের সঙ্গে মানুষের কোন মিল থাকে না বিশ্বাস করুন, নাম দেখে যারা মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় তাদের মাথায় তিন চার কিলো গোবর আছে"।
মানালি হাসল "ওকে। বলে যান"।
দীপ বলল "দেখুন আমি এককালে ভীষণ ভালো ছেলে ছিলাম। বয়েজ স্কুলে পড়েছি, পড়াশুনায় ভাল ছিলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং কো এড ছিল যদিও কিন্তু কোনদিন এইসব প্রেম ট্রেম নিয়ে খুব একটা ঘাটাঘাটি করি নি। চাকরি পাবার পর শেয়ার মার্কেট, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি নিয়ে ভালই ছিলাম। গোল বাধল একটা বিয়েবাড়িতে গিয়ে"।
মানালি বলল "বিয়েবাড়ি একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা বটে। বেশিরভাগ বাঙালির প্রেম শুরু হয় কোন না কোন বিয়ে বাড়ি থেকে"।
দীপ বলল "আপনার হয়েছিল?"
মানালি বলল "ছোট খাট। কিন্তু সে ছেলে এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। আপনি বলে যান"।
দীপ বলল "ওকে। যা বলছিলাম। এই বিয়েবাড়িতে গিয়েই চিত্রলেখার সঙ্গে আমার আলাপ। বেশ পছন্দ হয়েছিল ওকে। সুন্দরী। কিন্তু ওই যে, আমার ঠাকুরদা বলল কারও সঙ্গে এক ছাদের তলায় না থাকলে বোঝা যায় না সে মানুষটা আসলে কেমন। কারও সঙ্গে দু ঘন্টা দেখা হওয়া, আর চব্বিশ ঘন্টা একসঙ্গে থাকার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। যদিও চিত্রলেখার সঙ্গে আমি একসঙ্গে থাকি নি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, খানিকক্ষণ কথা বার্তা চলার পরে আমি বুঝতে পারলাম যতই ওকে আমি আলাদা আলাদা ভাবি না কেন, ভেতরে ভেতরে মেয়েটা একটা অদ্ভুত ন্যাগিং নেচারের একটা মেয়ে। একটু অল্পতেই আমি হাফিয়ে উঠলাম"।
মানালি বলল "সো ইউ ডিসাইডেড টু ব্রেক আপ?"
দীপ বলল "না। একেবারেই না। মাথায় যে একেবারে আসে নি তা নয় কিন্তু তখনও অতটা দূরে ভাবতে পারি নি"।
মানালি বলল "তবে? সমস্যাটা কখন শুরু হল?"
দীপ একটু ইতস্তত করে বলল "সমস্যাটা আসলে চিত্রলেখা শুরু করে নি। সমস্যাটা শুরু করেছিল আমার সন্দিগ্ধ মন। কথায় কথায় ওর এক্সের নম্বর আমি পেয়ে গেছিলাম। ওই নাম্বারে ফোন করে আমি জানতে

পারলাম ওই ছেলেটার সঙ্গে চিত্রলেখার ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছে। এদিকে চিত্রলেখা আমাকে বলেছিল ওর তেমন কিছুই হয় নি। ছেলেটার গলায় একটা অদ্ভুত কনফিডেন্স লক্ষ্য করেছিলাম। চিত্রলেখা ভার্জিন কি না, সেটা আমার মাথায় ঘুরছিল না, আমার শুধু মনে হচ্ছিল যে সম্পর্কের ভিত্তিই মিথ্যে দিয়ে তৈরী, সে সম্পর্কের আদৌ কোন ভবিষ্যৎ থাকে কি? আমি কনফিউজড হয়ে পড়লাম। আর এমন আয়রনিক ব্যাপারটা, আমি চিত্রলেখার সত্যি মিথ্যা নিয়ে ভাবছিলাম, আর এর পরেই সব থেকে বড় মিথ্যাবাদীর মত কাজগুলো আমি করতে শুরু করলাম। ঋতির সঙ্গে আলাপ হল, আর... বাকীটা ইতিহাস"।

দীপ পেন দিয়ে দুটো নামই অনেকক্ষণ ধরে কাটল।

মানালি সেদিকে তাকিয়ে বলল "এই মুহূর্তে ঠিক কী অবস্থা?"

দীপ বলল "এমন কপাল, ঠিক করলাম এসবের থেকে আমি বেরিয়ে আসব। বাড়িতে বললাম মেয়ে দেখতে। এত কিছুর পরে মা সেই চিত্রলেখার বাড়িতেই নিয়ে গেল আমাকে। প্রথমে খুব রাগ হল। পরে কেন জানিনা চিত্রলেখার কথা ভেবে একটা অপরাধবোধ এল। ঠিক করলাম চিত্রলেখাকে বিয়ে করব"।

মানালি বড় বড় চোখ করে দীপের দিকে তাকাল "কিন্তু আপনি ওর নামটা কেটে দিলেন যে?"

দীপ বলল "সে তো আমি ঋতির নামও কাটলাম। কিন্তু আসলে তো আমি ওকেই ভালবাসি"।

মানালি কয়েক সেকেন্ড দীপের দিকে তাকিয়ে বলল "অসাধারন তো!"

দীপ দাঁত দিয়ে ডান হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল "চিত্রলেখা আর ঋতি খুব ভাল বন্ধুও বটে"।

মানালি বলল "বাহ। তাহলে তো সোনায় সোহাগা"।

দীপ বলল "তবে সুখের খবর হল ঋতি পরের মাসে বাইরে চলে যাচ্ছে"।

কফি এসে গেছিল। মানালি কফিতে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল "আপনার সঙ্গে কথা বলার একটা ভাল ব্যাপার হল, এই সময়টাতে আমি ভুলে গেছিলাম পৃথিবীর বাকি মানুষেরা, কিংবা আমি, ঠিক কতটা সমস্যায় আছি। আমার এক বন্ধুর বয়ফ্রেন্ড মারা গেছে, এক সেলিব্রিটি আমার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আমাদের পেপারের ওপর ডি ফেমেশন চার্জ এনেছেন, একটা নতুন চাকরির অফার এসেছে, সেটায় যাব না যাব না কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না, বিশ্বাস করুন আমি সব ভুলে যাচ্ছিলাম"।

দীপ অধৈর্য হয়ে বলল "আমাকে একটা সলিউশন বলুন প্লিজ"।

মানালি বলল "কেমন সলিউশিন?"

দীপ বলল "আমি এসবের থেকে বেরোতে চাই। এরকম আর ক'টা দিন চললে আমি জাস্ট পাগল হয়ে যাব"।

মানালি বলল "আপনি টস করতে পারেন। যার নাম আসবে..."

দীপ বলল "মজা করছেন?"

মানালি বলল "একেবারেই না"।

দীপ বলল "কিন্তু যদি চিত্রলেখা জেতে? ও ভীষণ অ্যানোয়িং"।

মানালি বলল "তাহলে ঋতি"।

দীপ বলল "ঋতি আমাকে দেখলেই কেমন রেগে যায়। আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারে না। নিশ্চয়ই চিত্রলেখাকেও আমার নামে অনেক কিছু বলেছে। দেখুন আমি চাই ঋতি আর চিত্রলেখার বন্ধুত্বটা কেটে যাক। ওই জন্যই তো আমি চিত্রলেখাকে বিয়ে করার কথা বলেছি"।

মানালি একটু হেসে নিয়ে বলল "আমার এক বন্ধু ক্লাস টুয়েলভ ফেল করেছিল, বাবার মারের ভয়ে পাড়ার একটা বখাটে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছিল। এখনও আপসোস করে। ঝোঁকের মাথায় কোন রকম সিদ্ধান্তই বোধ হয় নেওয়া উচিত না"।

দীপ মাথা চুলকে বলল "তাহলে আমার গেম প্ল্যান কী হওয়া উচিত?"

মানালি বলল "অফিস করুন। আর কোন দিকে তাকাবেন না। সময় মত বিয়ে থা করে তারপরে সংসার

করুন। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি এটাই বলব”।
মানালির ফোন বাজছিল। ফোন বের করে মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী ফোন করছেন।
ধরল “বলুন স্যার”।
ধ্রুব বাগচী বললেন “খানিকক্ষণ আগে ইপ্সিতা এসেছে। আপনি ইচ্ছা করলে আসতে পারেন। ও আপনার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চায়”।
ফোনটা কেটে গেল।
মানালি মাথায় হাত দিয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল “চলুন”।
দীপ অবাক হয়ে বলল “কোথায়?”
মানালি বলল “আপনার জীবনে এক্সাইটমেন্ট কমে যাচ্ছে। চলুন, আমার তুমুল ঝাড় খাওয়া দেখবেন। আপনি এত কিছু বললেন, আমারও মনে হল আপনি একটা ভার্চুয়াল দুনিয়ায় আছেন যেখানে মানুষের প্রেমটাই সব। আর কোন সমস্যাই নেই। দেখবেন না হয় সেটাই”।
দীপ হতভম্ব হয়ে মানালির দিকে তাকিয়ে রইল।

৩৮।

কলিং বেলের সুইচ টেপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইপ্সিতা দরজা খুললেন। মানালি সারা রাস্তা ধরে শুধু এটাই ভেবে এসেছে ইপ্সিতার মুখোমুখি হলে সে কী করবে। খানিকটা ঝোঁকের মাথাতেই চলে এসেছে সে। বিশ্বরূপদাকেও জানায় নি সে ধ্রুবর এখানে আসবে।
দীপ একবারই জিজ্ঞেস করেছিল এখানে সে এলে কোন সমস্যা হবে নাকি। মানালি বলেছে চলুন চুপচাপ থাকবেন, কী আর হবে।
ইপ্সিতাকে দেখে মানালি কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল "ভাল আছেন?"
ইপ্সিতা দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন "আসুন"।
তারা ভিতরে ঢুকল।
অন্যান্যদিন ফ্ল্যাটের সব জানলা বন্ধ থাকে, এখন জানলাগুলো সব খোলা। রোদ এসে পড়ছে জানলা দিয়ে। ধ্রুব বসেই ছিলেন ড্রয়িং রুমে। তাদের দেখে বললেন "বসুন। আজকের ফটোগ্রাফারটি নতুন মনে হচ্ছে?"
মানালি বলল "উনি ফটোগ্রাফার নন, বন্ধু বলতে পারেন"।
ধ্রুব ভ্রু কুঁচক বললেন "বিশেষ বন্ধু?"
মানালি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল "না না। বরং একটু কম বন্ধু বলতে পারেন। এখনও বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন নি"।
ধ্রুব বললেন "ওহ। নো প্রবলেম। সরি ফর আস্কিং পিসি মাসী টাইপস অফ কোশ্চেন। একটা ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে দেখলেই তারা একগাদা অ্যাসাম্পসানস করে ফেলে। আপনার নাম কী?" ধ্রুব দীপের দিকে তাকাল।
দীপ অন্যমনস্কভাবে ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র দেখতে দেখতে বলল "দীপ গাঙ্গুলি"।
ধ্রুব বললেন "আপনি বুঝতে পারছেন আপনি এখানে কেন এসেছেন?"
দীপ কয়েক সেকেন্ড ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে বলল "হ্যাঁ বুঝতে পারছি। ওর ধারণা আপনারা ওকে খুব ঝাড়বেন, তাই আমাকে নিয়ে এসেছেন যাতে ঝাড়টা কম খেতে হয়"।
ধ্রুব আর ইপ্সিতা দুজনেই হেসে ফেললেন। মানালিও হাসল।
দীপ বলল "আমি কি ভুল কিছু বললাম?"
ধ্রুব বললেন "একেবারেই না। তবে মানালি কিংবা আপনি যা ভাবছেন তা ভুল। ইপ্সিতা আর আমি আসলে মানালিকে একটা গল্প শোনাতে ডেকেছি। কেন জানি না মনে হল, গল্পটা মানালির জানা দরকার। তার আগে একটু স্যান্ডউইচ খাওয়া যাক?"
মানালি মাথা নাড়ল, "না না, আমার খিদে নেই। আপনি বলুন"।
দীপ বলল "চিকেন না ভেজ? ভেজ হলে খাব না"।
ধ্রুব বললেন "চিকেন। চিন্তা নেই"।
ধ্রুব উঠতে যাচ্ছিলেন। ইপ্সিতা বললেন "আমি এনে দিচ্ছি। তুমি বোস"।
দীপ মানালির দিকে তাকাল "কিছু মনে করবেন না, আমার মাথা ঠিক কাজ করছে না ক'দিন ধরে। ব্যাপারটা কি হ্যাংলামি হয়ে গেল?"
মানালি বলল "না না, তা কেন মনে হবে?"

ধ্রুব বললেন "হ্যাংলা হওয়া ভাল। পেটে খিদে মুখে লাজ হওয়াটা কোন কাজের কথা না। অথচ দেখবেন আমাদের এটাই শেখানো হয়। ভদ্রতা কর। এই এক ভদ্রতা শব্দটাই আমাদের সব কিছু নষ্ট করে রেখে দিয়েছে"।

দীপ বলল "ঠিক বলেছেন। এই যে কথাটা আপনি বললেন, পেটে খিদে মুখে লাজ। এর থেকে বাজে জিনিস আর কিছু হয় না। আমি একটা উদাহরণ দি..." দীপ উদভ্রান্তের মত মানালির দিকে তাকাল "আমি কি বেশি কথা বলছি?"

ধ্রুব সিগারেট ধরালেন "একেবারেই না। বেশি কথা বলছেন না। পেটে খিদে রাখবেন না, যা বলার বলে ফেলুন"।

দীপ উৎসাহ পেল "আমি মনে করি বেশিরভাগ প্রেমিক প্রেমিকাই চায় পরস্পরের কাছে আসতে। কিন্তু চারদিকের পিউরিটান সমাজ তাদের পেছন থেকে টেনে রাখে। জাস্ট ভাবুন, এরা প্রেম করে অথচ শারীরিক সম্পর্কটাকে নিয়ে কত রকম কিছু ভেবে ফেলে। এগুলো হিপোক্রেসি নয়?"

ইপ্সিতা স্যান্ডউইচের প্লেটটা দীপের দিকে এগিয়ে দিলেন। ধ্রুব বললেন "অবশ্যই। আমরা যখন প্রেম করেছি, সেই সময়টাতেও এসব নিয়ে আমাদের কোন রকম শুচিবাই ছিল না"।

দীপ স্যান্ডউইচে কামড় দিল।

মানালি ধ্রুবর দিকে তাকাল "অ্যাকচুয়ালি দীপ ওর সব কিছু নিয়ে ভীষণভাবে ডিস্টার্বড। আপনি বরং আপনাদের গল্পটা..."

ধ্রুব বলল "হু। দ্যাট ড্যাম স্টোরি। কিংবা গল্প হলেও সত্যি। একটা ধূসর নষ্টালজিক সময় কল্পনা করুন মানালি। অত্যন্ত মেধাবী এক ছাত্রী। এক ভবঘুরে ইন্টেলেকচুয়াল সাজতে চাওয়া চালচুলোহীন যুবক। প্রেমে পড়ে গেল। প্রেম মানে যে সে প্রেম নয়। প্রেম মানে সে ভয়াবহ প্রেম। একে অপরকে আঁচড়ে কামড়ে দেওয়া প্রেম। আমরা শুরুতে কখনই ঘর বাঁধার কথা ভাবতেও পারি নি। কিন্তু হঠাৎই একটা অ্যাড এজেন্সীতে আমার চাকরি পেয়ে যাওয়া, কিছু হঠাৎ জেগে ওঠা আবেগ আমাদের বিয়ে করিয়ে দিল। এ বাড়ি ও বাড়ি কোন বাড়িই মানে নি সে বিয়ে যদিও"।

মানালি ইপ্সিতার দিকে তাকাল। ইপ্সিতা জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন।

দীপ বিড়বিড় করে বলল "তাও ভাল আপনার কোন চিত্রলেখা ছিল না"।

ধ্রুব অবাক চোখে দীপের দিকে তাকালেন "মানে?"

মানালি বলল "উনি বলতে চাইছেন সেই সময়ে কোন তৃতীয় কেউ ছিল না আপনাদের দুজনের মধ্যে"।

ধ্রুবর সিগারেট শেষ হয়ে গেছিল। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন "আমার ছিল। আমার দু তিন জন ছিল। আতলামি প্রেম যাকে বলে। বরাবরই আমি দুশ্চরিত্র। ইপ্সিতা থাকলে আরও বেশি। ওর অনুপস্থিতিতেই বরং আমি সচ্চরিত্র হয়ে যাই"।

দীপ অবাক গলায় ইপ্সিতার দিকে তাকিয়ে বলল "আপনার হিংসা হত না?"

ধ্রুব বললেন "হত না আবার? কিন্তু মেয়েরা কখনো সরাসরি মুখে বলবে না হিংসার কথা। আকারে ইঙ্গিতে কথায় পরোক্ষে বোঝাবে। ইপ্সিতাও তাই। আমি ইচ্ছা করে ওকে রাগানোর জন্য আরও বেশি করে ওদের ফ্লার্ট করতাম। যাই হোক, সেগুলো তো সব রিলেশনেই হয়, নাথিং স্পেশাল, স্পেশাল যেটা হল, আমার তখন ফার্স্ট সিনেমার শ্যুট শুরু হচ্ছে। ঠিক তখন ইপ্সিতা কলেজ সার্ভিস কমিশন পাশ করল এবং ওর প্লেসমেন্ট হল উত্তরবঙ্গে। ইপ্সিতা আমার সঙ্গে কোন রকম কন্সাল্ট না করে চাকরিটা ছেড়ে দিল। ওর কলেজেই বিশ্বরূপ পড়তেন, বিশ্বরূপ সহ ওর অনেক বন্ধুরই ধারণা হল আমিই ওকে চাকরিটা করতে দিই নি। অথচ বিষয়টা একেবারেই তা নয়"।

বিশ্বরূপদার নাম শুনে মানালি খানিকটা চমকাল।

ধ্রুব বলে চললেন "অভাবের সংসার, খুব বেশি টাকা আসছে না। এদিকে সহধর্মিণী চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন

জানতেও পারি নি। তখন এই ফ্ল্যাটটা ছিল না। থাকতাম ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে। এর মধ্যেই একদিন তুমুল ঝামেলা। সাবান বা শ্যাম্পু কিছু একটা নিয়ে মে বি। আমি ভয়াবহ কিছু কথা বলে ফেলেছিলাম ওকে, বরাবরই আমি দুর্মুখ, কারও সঙ্গে ঝগড়ায় সেসব আরও বেশি করে বোঝা যায়, ইঙ্গিতা কোন দিকে তাকাল না, বাড়ি চলে গেল"।

"এবং এই গল্পে কোথাও শ্রীপর্ণা ঘোষাল নেই"। ইঙ্গিতা কথাটা বলে চুপ করে গেলেন।

মানালির অপরাধবোধ জন্মাচ্ছিল। সে বলল "বুঝতে পারছি। উনি অনেক পরে এসেছেন"।

ধ্রুব বললেন "কোন কালেই আসেন নি। বন্ধুরা বন্ধুই থাকেন"।

দীপ আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল "আপনি কখনও ওঁর রাগ ভাঙাতে যান নি?"

ধ্রুব সিগারেট ধরালেন "আশ্চর্যজনক হলেও কথাটা সত্যি, ঝগড়াটা হয়েছিল তুচ্ছ কারণে, ইঙ্গিতা রূপনারায়ণপুরে চলে গেছিল, এদিকে 'রেনেসা'র শুটিং তখন তুঙ্গে, কিছুতেই ও ফোন ধরছে না, একদিন শুটিং ছিল না, ঠিক করেছিলাম পরের দিন যাব, রাস্তায় টালিগঞ্জ মেট্রোর কাছে ওর এক বন্ধু আমাকে যা নয় তাই বলে গেল। আমার জন্য মেয়েটা নাকি কেরিয়র শেষ করেছে, কলেজে চাকরি পেয়েও গেল না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার ধারণা হল ওই বন্ধুদের কাছে কাঁদুনি গেয়েছে, তুমুলভাবে রেগে গেলাম, সব কিছু শেষ করে দিলাম। আর গেলামই না। প্রবল জেদ ধরে ছিলাম। এর মধ্যেই সরকারি কোটায় এই ফ্ল্যাটটা কিনতে পারলাম"।

দীপ বলল "আপনি গেলেন না, কোনদিন যোগাযোগও হয় নি দুজনে? তবে? আজ হঠাৎ উনি এখানে?"

ধ্রুব মানালির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন "সৌজন্যে এই ভদ্রমহিলা"।

দীপ একবার ধ্রুব, একবার ইঙ্গিতা আরেকবার মানালির দিকে তাকিয়ে বলল "শুধু স্যান্ডউইচেই কর্তব্য সেরে ফেললেন? উনি তো মিরাকল করেছেন!"

ইঙ্গিতা দীপের দিকে তাকালেন "তা ঠিক। তবে কী জানেন তো, এতদিন পরে এসে আমরা দুজনেই বুঝতে পারি, সম্পর্কে দূরত্বেরও একটা দরকার আছে। আমরা দুজনে যথেষ্ট লাকি যে সাবান শ্যাম্পুর মত ছোটখাটো ব্যাপারেই সব কিছু শেষ হয়ে গেছিল। সে কারণেই হয়ত এত দিন পরেও আমরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি"।

মানালি বলল "আপনাদের ডিভোর্স হয় নি কোন দিন তাই না?"

ধ্রুব হাসলেন "বিয়েই হয় নি কোন দিন। আমরা লিভ টুগেদার করতাম। সবাই জানত বিয়ে। আপনাদের স্টোরি কোন দিক থেকেই দাঁড়ায় না"।

মানালি হাঁ করে ধ্রুবর দিকে তাকাল।

ধ্রুব বললেন "কেসটা রাগের মাথায় করব ঠিক করেছিলাম। সেসব আর করব না"।

মানালির মনে হল মাথা থেকে একটা বড় পাথর নেমে গেল। অকারণেই তার চোখের কোণ ভিজে উঠল।

দীপ বলল "আপনারা তার মানে আজ থেকে এক সঙ্গে থাকছেন?"

ধ্রুব ইঙ্গিতার দিকে তাকিয়ে হাসলেন "দেখা যাক, পাগল তো দুজনেই। এখন থেকে দু ঘন্টা পরে কোথাও যাব তাও জানি না। তবে অনেক দিন পরে ওর হাতে আলু পোস্ত খাব। আমার মত মাতাল লোক, যার খাওয়ার ঠিক নেই, তার জন্য এটা তো একটা সুখবরই বটে"।

মানালির ফোন বাজছিল। দেখল বিশ্বরূপদা।

মানালি ধরল "বল"।

"শোন, চিন্তা করিস না, পরিস্থিতি এখন অনেকটাই কন্ট্রোলে। বিতস্তা ভীষণ কাঁদছে, তবে সামলে নেব। তোর আজকে অফিসে না এলেও হবে। কিন্তু কাল থেকে বিতস্তা যেন অফিসে আসে, স্বাভাবিক থাকে এই দায়িত্বটা তোকে নিতে হবে। পারবি তো?"

মানালি বলল "পারব"।

“কোথায় আছিস এখন?”
মানালি ধ্রুব আর ইপ্সিতার দিকে তাকিয়ে বলল “বন্ধুর বাড়ি”।
“ওকে। চোখ কান খোলা রাখ। নতুন যা নিউজ পাবি, নোট করতে থাক। একজন ভালো সাংবাদিকের কখনও বিশ্রাম নেই, মনে রাখিস”।
ফোনটা রেখে দিল বিশ্বরূপদা।
মানালি ধ্রুবর দিকে তাকাল “বিশ্বরূপদাকে বলবেন না কোনদিন?”
ধ্রুব হাসলেন “আপনি বলে দেবেন। কিংবা আমিই কোন দিন বলব। রাগের মাথায় অনেক কিছু বলেছি বটে কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের ভালই চেয়েছিলেন উনি”।
মানালি বলল “পরের সিনেমাটা কি তবে প্রেমের হবে?”
ধ্রুব হো হো করে হেসে উঠলেন।

৩৯।

গাড়ি স্টার্ট করে দীপ বলল “আমার লাইফে সত্যি সমস্যা আছে বুঝলেন?”
মানালি বলল “কী রকম?”
দীপ বলল “এত কিছু শুনেও আমি এখনও বুঝতে পারছি না এই জাগ্রত প্রেমের আবেগ নিয়ে আমি কার কাছে যাব, ঋতি, না চিত্রলেখা?”
মানালি হেসে ফেলল “আপনি বরং গুরুদেবের কাছেই যান”।
দীপ বলল “আচ্ছা আমরা কি বন্ধু? আপনি তো আবার কী যেন বললেন, কম বন্ধু না কী!”
মানালি বলল “হ্যাঁ ওই হল আর কী!”
দীপ বলল “তাহলে আমরা আপনি আপনি করছি কেন? তুইটা ঠিক আছে না?”
মানালি বলল “ওকে নো প্রবলেম। তবে একটাই শর্ত আছে বন্ধুত্বের”।
দীপ সিরিয়াস হয়ে রাস্তার বা দিকে গাড়ি দাঁড় করাল “কী?”
মানালি বলল “হঠাৎ করে ওয়ান ফাইন মর্নিং প্রপোজ করে দেবেন না। আমার প্রায় সব ছেলে বন্ধুদের এটার জন্য কাটিয়েছি”।
দীপ বলল “এই মরেছে”।
মানালি বলল “কী হল?”
দীপ বলল “আমি তো জাস্ট ভাবছিলাম তুই, মানে আপনিই আমার জন্য এক্কেবারে পারফেক্ট ম্যাচ। ন্যাগিং নন, হুটহাট রি অ্যাক্ট করে ফেলেন না, জাজমেন্টাল বা মেন্টাল কোনটাই নন, সব দিক থেকেই, মানে সেই ছক থেকেই আপনাকে আমি বন্ধু বানাবার ট্রাই নিচ্ছিলাম আর কী! ওল্ড স্কুল মেথোড বা ওই সবই আর কী!”
মানালি চোখ বড় বড় করে বলল “প্লিজ না, আপনি ভীষণ বিপজ্জনক মানুষ”।
দীপ বলল “তবে তোকে ফোন করতে পারি তো? মানে অ্যাটলিস্ট বায়ু চড়েছে তো, ফোন করলে হয়ত ত্রিকোণ প্রেম থেকে এবারের মত সসম্মানে পালিয়ে বাঁচতে পারব”।
মানালি বলল “ওকে, তাই হোক”।
দীপ বেশ কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বলল “তবে ঋতি মেয়েটা খারাপ ছিল না যাই বলুন”।
মানালি মাথায় হাত দিয়ে বলল “আপনি গাড়ি চালান প্লিজ”।
দীপ বলল “তবে ঋতি তো আর ইপ্সিতা নয় যে চাকরি ছেড়ে আমার জন্য থেকে যাবে! চিত্রলেখাও খারাপ না অবশ্য”।
মানালি গাড়ির এফ এমটা চালিয়ে দিল...

৪০।

“তাহলে তুমি চাকরি করতে যাচ্ছ না? পড়তে যাচ্ছ? তাও এই বুড়ো বয়সে?”
বিশ্বরূপদাকে প্রশ্নটা করেই হেসে ফেলল মানালি। খানিকক্ষণ আগে বিশ্বরূপদার ফেয়ারওয়েল পার্টি হয়ে গেল। এখন বিশ্বরূপদাই তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে তার গাড়িতে করে।
তার প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বরূপদাও হাসল। বলল “চাকরি করার থেকে ওটাই সেফ। দেখিস না কখন কার সেন্টিমেন্টে লেগে যায় আর পারলে তখনই ফাঁসিতে চড়িয়ে দেয়। বাদ দে, তোর খবর বল। বিপ্রতীপ রায়ের অফারটা নিয়ে কী ভাবলি?”
মানালি বলল “জানি না। ভদ্রলোক আজকেও ফোন করেছিলেন। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে আমার কথা ওঁকে তুমিই রেকমেন্ড করেছিলে, তাই না?”
বিশ্বরূপদা একটা ক্ষয়েরী রঙের আই টুয়েন্টিকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল “উহু, এই বাজারে কেউ কাউকে রেকমেন্ড করে না। তুই একদিনে যা খেল দেখিয়ে দিয়েছিলি, এটা তারই সাইড এফেক্ট ছিল”।
মানালি বলল “তোমার কী মনে হয়? আমার কী করা উচিত?”
বিশ্বরূপদা বলল “কী আবার? সিম্পল। ট্রিভিয়া নিউজে জয়েন করবি। ওখানে তোকে কত বেশি স্যালারি দিচ্ছে সেটা দেখ”!
মানালি একটু ইতস্তত করে বলল “বিতস্তাকে এভাবে একা ছেড়ে...”
বিশ্বরূপদা বলল “শোন মানালি, এটা প্রফেশনাল ফিল্ড। এখানে এইসব সেন্টিমেন্ট নিয়ে ভাবলে জীবনে কিচ্ছু করতে পারবি না। তুই তো ঠিকই করে নিয়েছিস মোটামুটি সিঙ্গল থেকে জাতির উদ্দেশ্যে নিজের সাংবাদিক কেরিয়রটাকে উৎসর্গ করবি। সেক্ষেত্রে এর থেকে বেটার অপশন আপাতত তোকে কে দেবে? আর বিতস্তা তো হারিয়ে যাচ্ছে না। দেখা করবি, মিট করবি মাঝে মাঝেই, সেরকম জায়গা করে নিতে পারলে ট্রিভিয়া নিউজে বিতস্তাকেও রেকমেন্ড করে নিতে পারবি”।
মানালি রাগল একটু “তোমাকে কে বলেছে আমি সিঙ্গল থেকে জাতির উদ্দেশ্যে এইসব বুল শিট”?
বিশ্বরূপদা হাসল “সেরকমই তো ট্রেন্ড দেখছি। পাগলের মত অফিস আসিস আর বাড়ি যাস। আর কোন কিছু নিয়ে তো ভাবতেও দেখি না তোকে”।
মানালি বলল “প্লিজ তুমি আর বাবা মার মত শুরু কোর না”।
বিশ্বরূপদা বলল “কোথায় ধ্রুব ইঙ্গিতার মত জ্বলন্ত প্রেম করবি, গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিবি তা না...”
মানালি বলল “ছোট মুখে একটা বড় কথা বলব বিশ্বরূপদা?”
বিশ্বরূপদা বলল “বাওয়া। বাংলা সিরিয়াল টাইপ ডায়লগ ঝাড়ছিস কবে থেকে? বল বল কী বলতে চাস”।
মানালি একটা ঢোক গিলে বলল “ইঙ্গিতা বাগচীর ওপর কোন এককালে তোমার চাপ ছিল না?”
বিশ্বরূপদা গাড়ি চালাতে চালাতে হাসতে লাগল। মানালি বলল “কী হল, বল না, ছিল?”
বিশ্বরূপদা বলল “এই এত্তবড় ওয়াইল্ড গেসটা করলি কী হিসেবে?”
মানালি বলল “সব মেয়েই তো মা দুর্গার অংশ, জানো তো, ত্রিনয়ন দিয়ে সব দেখতে পায়। আমিও তেমন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ধ্রুব বাগচী আর ইঙ্গিতা প্রেম করছেন, তুমি ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলে, একটা সময় ধ্রুব আর ইঙ্গিতার তুমুল ঝামেলা, তুমি বুঝলে আর যাই হোক, ইঙ্গিতা ধ্রুবকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না, শেষ মেশ চারটে কথা শুনিয়ে দিলে ধ্রুবকে। পরে বুঝলে সেটা আরও বাজে কেলো

করে ফেলেছ, এত বছর পরে এসে ব্যাপারটা খুঁচিয়ে দেখতে চাইলে যদি সত্যি কোন লাভ হয় নাকি, এবং শেষ পর্যন্ত সফল হলে। দূর থেকে কাল হো না হোর শাহরুখ খানের মত গোটা ব্যাপারটা দেখে শহরটাই ছেড়ে চলে গেলে"।
বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল "তাও ভাল, বলিস নি পৃথিবীটা ছেড়েই চলে গেলে"।
মানালি বলল "বল না, ঠিক বললাম কী না?"
বিশ্বরূপদা মাথা নাড়ল "তুই ভাবলি কী করে ট্রিভিয়া নিউজের স্কুপ খুঁজে বেড়ানো সাংবাদিককে আমি এত বড় কনফেশনটা করে ফেলব?"
মানালি হেসে ফেলল "তার মানে আমার গেস সত্যি?"
বিশ্বরূপদা চোখ পাকাল "একদম না। এইসব নিয়ে আমি আর একটা কথাও বলব না"।
মানালি হাসছিল। বলল "আচ্ছা। বলতে হবে না"।
মানালির ফোন বাজছিল। মানালি দেখল দীপ ফোন করছে। কেটে দিল।
বিশ্বরূপদা বলল "কী ব্যাপার? কে ফোন করছে?"
মানালি বলল "আরে এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। টোটাল কনফিউজড মেটিরিয়াল"।
বিশ্বরূপদা বলল "বেশ তো পড়েছিস, পড়েছিস, তাতে ব্লাশ করছিস কেন"?
মানালি রেগে এল "কোথায় ব্লাশ করলাম"।
বিশ্বরূপদা বলল "এই তো করছিস"।
মানালি বলল "তুমি সামানের দিকে দেখে গাড়ি চালাও তো। কী সব ভুলভাল বকে যাচ্ছ"।
বিশ্বরূপদা বলল "কেসটা কী?"
মানালি বলল "সেরকম কিছু না। একটা কমপ্লিটলি এইমলেস ছিলে। এককালে বেশ গোছানো ছিল। এখন দুটো মেয়ের পাল্লায় পড়ে মাথাটাথা বিগড়ে পেগলে গেছে"।
বিশ্বরূপদা বলল "বেশ তো, তুই দিশা দেখা তবে"।
মানালি বলল "ক্ষেপেছ? দুদিন পরে আরও কোন একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে আমাকেও কনফিউজ করে দেবে। এইসব পাবলিকদের থেকে যত দূরে থাকা যায় তত ভাল"।
বিশ্বরূপদা বলল "তাহলে ছেলেটা তোকে ফোন করছে কেন? তুইই বা ব্লাশ করছিস কেন?"
মানালি থতমত খেয়ে বলল "কোথায় ব্লাশ করতে দেখছ তুমি?"
বিশ্বরূপদা বলল "হয়, হয়, যানতি পারো না। ফোনটা করল ছেলেটা, সেটাও কেটে দিল, এটা বোঝাচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে তুই ওভার প্রোটেক্টিভও বটে। গুড গুড, মেয়েরা একটু কনফিউজড ন্যালাক্যাবলা পছন্দ করে, তুইও সেরকমই তাহলে"।
মানালি রেগে গেল "কী সব ফালতু বকে যাচ্ছ বল তো? তুমি ছেলেটাকে দেখেছ? দেখলে এ কথা বলতে না?"
বিশ্বরূপদা বলল "কথাগুলো আমাকে বলছিস না নিজেকে?"
মানালি গুম হয়ে বসে রইল।
বিশ্বরূপদা বলল "প্রাচীন বাংলায় একটা প্রবাদ আছে জন্ম মৃত্যু বিয়ে..."
মানালি বলল "ঈশ, সেই ক্লিশে, মানে বলতে চাইছ ছেলেটা এত কনফিউজড কারণ শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গেই জুটবে বলে?"
বিশ্বরূপদা বলল "একজ্যাক্টলি। এই তো, ভাল মেয়ে। বুঝে গেছিস। এবার ফোন করে ফেল"।
মানালি বলল "চুপ কর তো। যত ভুল ভাল"।
তাদের বাড়ির গলি এসে গিয়েছিল। বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল "ঠিক আছে। করিস না। কিন্তু কিছু হলে ফেসবুকে আপডেট দিস। দূর থেকে আশীর্বাদ করে দেব"।

মানালি বলল “কাল ফ্লাইট তো?”
বিশ্বরূপদা বলল “ইয়েস”।
মানালি বলল “কে এবার আমার পাগলামিগুলো প্রশ্রয় দেবে?”
বিশ্বরূপদা বলল “দেখ মানালি, সাইকেল যারা শেখে, কখনও দেখেছিস?”
মানালি বলল “না, আমি সাইকেল জানি না”।
বিশ্বরূপদা বলল “যারা সাইকেল শেখায়, তারা প্রথমে ধরে থাকে, যে শিখছে সে নিশ্চিন্ত যে কেউ ধরে আছে, একটা সময় কিন্তু সাপোর্টটা ছেড়ে দেওয়া হয়। যে শিখছিল সে জানতেও পারে না সাপোর্টটা নেই। যখন জানতে পারে প্রথম প্রথম পড়ে যায়। একটা সময় ঠিকই শিখে যায়। তুই নিশ্চিন্ত থাক, এখন ক'দিন একটু আধটু পড়বি ঠিকই, কিন্তু তুই সাইকেল চালানোটা ঠিকই শিখে যাবি”।
মানালি কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে থেকে বলল “ভালো থেকো বিশ্বরূপদা”।
বিশ্বরূপদা বলল “তুইও। যাহ্। অনেক রাত হল”।
মানালি গাড়ি থেকে নামল। বিশ্বরূপদা বেরিয়ে গেলে কয়েক সেকেন্ড রাস্তাতেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির পথে রওনা দিল। মন খারাপ লাগছিল। বিশ্বরূপদা একটা ছাতার মত ছিল। মনে হচ্ছিল ছাতাটা সরে গেল আজ থেকে।
ফোনটা আবার বাজছিল।
মানালি ধরল “বলুন”।
“আমি ঠিক করেছি সন্ন্যাস নিয়ে নেব। গেরুয়া পরে অফিস করব। ব্যাপারটা কেমন হবে?”
মানালি গম্ভীর হয়ে বলল “ভাল হবে”।
“হাতের কাছে তো একজন গুরুদেব আছেই। চাঁদবদন মহারাজ। বাবার পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়ে জনসেবা করা যাবে”।
মানালি বলল “আচ্ছা, আর কী কী প্ল্যান আছে?”
দীপ বলল “একটা জিনিস জানার আছে। সন্ন্যাসীদের মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট থাকলে পাপ লাগে না তো?”
মানালি বলল “সেটা জানি না, চাঁদবদন মহারাজকে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে”।
দীপ বলল “আমায় কাল আবার ভুবনেশ্বর যেতে হবে”।
মানালির বলল “বেশ তো, যাবেন”।
দীপ বলল “কবে ফিরব ঠিক নেই। ফোনও করতে পারব না”।
মানালি বলল “ভাল তো”।
দীপ বলল “আপনি রাগ করলেন?”
মানালি বলল “রাগ করতে যাব কেন বলুন তো?”
দীপ বলল “তাও তো ঠিক। রাগ করতে যাবেন কেন খামোখা। তাছাড়া আমি তো সন্ন্যাসী হয়ে যাব”।
মানালি বলল “হু। এবার রাখি?”
দীপ বলল “আচ্ছা রাখুন”।
মানালি গলি দিয়ে হাঁটছিল। বাড়ির সামনে এসে দেখল দীপ দাঁড়িয়ে আছে। সে হাঁ করে বলল “আপনি এখানে?”
দীপ বলল “এই একটু চমকে দিলাম আপনাকে”।
মানালি বাড়ির চারপাশে দেখল। আশে পাশের কাকিমা পিসিমাদের অ্যান্টেনাগুলো বেশিই সক্রিয়। সে বিরক্ত হয়ে বলল “বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসতে পারতেন তো”।
দীপ বলল “ও বাবা, আপনার বাবা মা আছেন না? তারা কী ভেবে নেবেন”।

মানালি বলল “কী ভাববে?”
দীপ বলল “অনেক কিছু ভাবতে পারে”।
মানালি বলল “আচ্ছা। চলুন ভিতরে চলুন”।
দীপ বলল “না আমি যাব না। আমি বাড়ি যাই”।
মানালি বলল “আচ্ছা। যান তাহলে”।
দীপ বলল “অ্যাকচুয়ালি লং ড্রাইভে যেতে চাইছিলাম। কাউকে পাচ্ছি না”।
মানালি বলল “ওহ। ঠিক আছে”।
দীপ কয়েক সেকেন্ড পকেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে বলল “আপনি যাবেন”?
মানালি আঁতকে উঠল “এত রাতে?”
দীপ নিভে গেল একটু “তাও ঠিক। অনেক রাত হয়েছে। আসলে আমি এখনও এত কনফিউজড, বুঝতে পারছি না কী করব। জাস্ট কয়েকটা দিনে কী থেকে কী হয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারছি আমার এখানে আসা একেবারেই উচিত হয় নি। ক'দিন ধরে আপনাকেও বড্ড জ্বালাতন করছি বলুন? আমি বরং.. আমি বরং যাই, হ্যাঁ?”
মানালিকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দীপ হন হন করে হাঁটা লাগাল।
মানালি সেদিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বাড়ির দরজায় বেল বাজাল। মা দরজা খুলল। মানালি বলল “মা ব্যাগটা রাখো তো, একটা জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট এসেছে, একটু বেরোতে হবে”।
মা তার দিকে হাঁ করে তাকাল “এত রাতে?”
মানালি বলল “হ্যাঁ এই তো জাস্ট এল। পরে ফোন করে নিচ্ছি। যাই এখন”।
মানালি ব্যাগটা মার হাতে দিয়েই পিছন ফিরে দৌড় লাগাল।
ছেলেটা কদ্দুর চলে গেল কে জানে...